

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২৫

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধান

পরিচালনা পরিষদ
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

নির্দেশনা

মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

নির্বাহী সম্পাদক

এ,এস,এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল

জুন ২০২৬

প্রকাশনা ও স্বত্বাধিকার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণে

তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৪৭১২২৫৩৯, ০২-২২৩৩৮৩৩৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১



বাণী

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাস কর্মকৌশলপত্র প্রণয়ন করে। সরকারের গৃহীত এ কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তৎকালীন সরকারের উদ্যোগে ০২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে এক রেজুলিউশনবলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি অ্যাক্ট-এর আওতায় নিবন্ধিত হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিএনএফ জাতীয় পর্যায়ে এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিওসমূহকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমাজের পশ্চাদপদ তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল শ্রোতে আনয়নের লক্ষ্যে সময়োচিত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএনএফ যথাসময়ে এমডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এমডিজি বাস্তবায়নের পর এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকারের পদক্ষেপসমূহের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৯টি অভীষ্ট নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরাসরি কাজ করছে।

সময়ের আবর্তনে মাঠপর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিএনএফ বিভিন্ন কর্মসূচিতে নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত অনুদানের পাশাপাশি বিশেষ বরাদ্দও প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ৫টি নির্বাচিত গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে 'গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত নিয়মিত কর্মসূচি, বিশেষ কর্মসূচি ও 'গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প' বাস্তবায়নে বিএনএফ সর্বমোট ২২০ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ২০.৯০ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ১০৫.১৫ কোটি টাকা ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ করেছে, যার মাধ্যমে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৭,৪৯৩টি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দের অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ফাউন্ডেশন-কে তার লক্ষ্য অর্জনে নিরলস সহায়তা করে যাচ্ছে। তাঁদের সকলের প্রতি ফাউন্ডেশন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে যথাযথ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার লক্ষ্যে এ অফিসের কর্মকর্তা ছাড়াও অভিজ্ঞ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ রয়েছেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও স্থানীয় প্রশাসনের মূল্যবান পরামর্শও আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নার্থে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মী ও হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনএফ-এর অর্থায়নে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামমাত্র কন্ট্রিবিউশনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ মোট ৩,৫৫৩ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দারিদ্র্যদূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে চলেছে। সরকারি অনুদানপুষ্ট একটি সংস্থা হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে কর্মসক্ষমতা থাকায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত যে কোন কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কাজ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ফাউন্ডেশন-এর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।



ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী



বাণী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের প্রায় ৯ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১৩ হাজার পুরুষ এবং ২৭ হাজার মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৪০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

বিগত ২০ বছরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ১,১৪৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০৮.১২ কোটি টাকার নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পে প্রায় ২০.৮৪ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারের ৩৮.১৫ লক্ষ পুরুষ এবং ৬২.৭৬ লক্ষ মহিলাসহ আনুমানিক ১ কোটি ৯১ হাজার জন মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএনএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ৩,৬২০টি ছাগল, ৭৫৩টি গাভি, ১১৮টি ভেড়া, ১৭৪টি রিকশা ও ভ্যান, ৮৪৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ করেছে। এছাড়া, স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ১০২৬টি, চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়েছে ৪২৫ জনকে, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে ১৪৮টি, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ২৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে, কম্পিউটার, তাঁত ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রায় ১,২০০ জনকে। এছাড়া, বিএনএফ-এর অন্যান্য কার্যক্রমেও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান, কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের ১০৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মীকে ৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

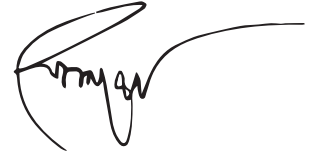
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর এই সফলতার মূলে রয়েছে সংস্থার সততা, নীতিতে আপোষহীনতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রমে সবসময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে। সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণের জন্য দক্ষ মনিটরিং টিম রয়েছে। এ টিমে আছেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, জেলা জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। এই টিম অত্যন্ত নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে নিয়মিত সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করেন।

ফাউন্ডেশন স্বচ্ছতা ও সততার সাথে দারিদ্র্যবিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ছোট ও মাঝারি এনজিওসমূহের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম, আর্ত-মানবতার সেবা এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কাজেও বিএনএফ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি সমূহের ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের লক্ষ্যে স্বনামধন্য গবেষণা সংস্থা গ্লোসি মিডিয়া জেবি উইথ দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রা.) লি.-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের খসড়া প্রতিবেদনে কর্মসূচি সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত দিয়েছে :

অনুদান পাওয়ার পর সুফলভোগীদের মধ্যে অতিদরিদ্রের হার ৭৫% থেকে কমে ৩৪% এ নেমে এসেছে। পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ৩৬.৯% থেকে বেড়ে ৮৮.৮৩% হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবা মেটানোর সক্ষমতা ৪৩.১৫% থেকে বেড়ে ৮৯.৪৯% এ উন্নীত হয়েছে। সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪১% পরিবারের আয় এখন নিম্নস্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এছাড়া, সুফলভোগী পরিবারসমূহের সঞ্চয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ৪৮.৮৭% পরিবার প্রতি মাসে কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম।

পরিচালনা পরিষদের সন্মানিত সদস্য, ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল সহযোগী সংস্থা ও তাদের কর্মীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাঠ পর্যায়ে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এসব কাজে সাফল্যের কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য। আমি আশা করি আগামীতে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের দরিদ্র বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।



মোঃ শাহজাহান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২৪-২৫)



জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান



জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান ও
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা



জনাব সি কিউ কে মুস্তাক আহমদ
সাবেক সিনিয়র সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন



জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব এস এন কৈরী
চেয়ারপার্সন
আরডিআরএস-বাংলাদেশ



জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব জাকির হোসেন
চেয়ার
ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ



অধ্যাপিকা ড. হোসেনে-আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)



জনাব মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২৪-২৫)



জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান



জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব সি কিউ কে মুস্তাক আহমদ
সাবেক সিনিয়র সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান ও
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা



জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন



প্রফেসর মোঃ জুহুরুল আলম
সাবেক অধ্যক্ষ
সরকারি বিবি কলেজ পল্লবী, ঢাকা



জনাব মুহম্মদ খালেদ শামস
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ
উর্ধ্বতন পরিচালক
অ্যাডভোকেসি
ইনোভেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন, ব্র্যাক



ড. ফখরুদ্দীন আহম্মদ
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ



প্রোফেসর ড. গোলাম রহমান
সভাপতি
ঢাকা আহছানিয়া মিশন



জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল
রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ও
বোর্ড অফ ডিরেক্টর
চিটাগাং সোস্যাল বিজনেস সেন্টার লিমিটেড



স্বনির্ভর বাংলাদেশ



জনাব জাকির হোসেন
চেয়ার
ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ



জনাব মোঃ কয়েস উদ্দিন
প্রধান নির্বাহী
রেসকিউ



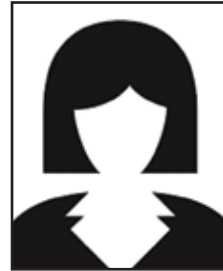
জনাব এস এন কৈরী
চেয়ারপার্সন
আরডিআরএস-বাংলাদেশ



জনাব মোঃ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক
সমাধান



ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ



ড. আফরোজা পারভীন
নির্বাহী পরিচালক
নারী উন্নয়ন শক্তি



অধ্যাপিকা ড. হোসেন-আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ
(টিএমএসএস)



জনাব মোস্তফা নুরুজ্জামান
চিফ এক্সিকিউটিভ
সুশীলন



শেখ মোঃ আবু হাসানাত
নির্বাহী পরিচালক
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিইউপি)



জনাব মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায়	৩-৩৮
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ	৫
সাধারণ পরিষদ	৫
পরিচালনা পরিষদ	৭
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর জনবল (২০২৪-২৫)	৮
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৯-৫৮
অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া	৪১
বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন	৪৩
বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন	৪৬
বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন	৪৯
বিএনএফ-এর পরিরীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণ	৫০
২০২৪ সালের আগস্টের বন্যায় বিএনএফ-এর সহায়তা	৫২
বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ২০২৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা	৫৪
কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন	৫৫
বিএনএফ-এর কর্মকাণ্ডে মাঠ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা	৫৬
বগুড়ায় বিএনএফ-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ	৫৭
তৃতীয় অধ্যায়	৫৯-৭৬
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি	৬১
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	৬৩
চতুর্থ অধ্যায়	৭৭-৯০
তহবিল ব্যবস্থাপনা	৭৯
উপসংহার	৮০
নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন	৮১
পরিশিষ্ট-১	৮১
পরিশিষ্ট-২	৮২

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক রেজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় ‘অফিস অব দ্যা রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস’ কর্তৃক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্যবিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি এনজিও কাজ করে থকে সে সকল সংস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন এবং দক্ষ জনবল তৈরি ও সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিএনএফ-এর মূল উদ্দেশ্য।

সহজাত কারণেই মানুষ উন্নয়ন প্রত্যাশী এবং এ উন্নয়নের নেশায় নিজের অস্তিত্বের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন তাকেও বিপর্যস্ত করতে দ্বিধাবোধ করে না। উন্নয়ন যখন সবকিছুর উপরে স্থান করে নিয়েছে তখন দেখা গেল উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে মানুষ তার চারপাশকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলেছে। বিত্ত-বৈভব, আরাম-আয়েস এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাটি, পানি, বাতাস সবকিছুকে করে তুলছে বিষাক্ত। বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং পরিবেশ দূষণের বিরাট চক্রে পৃথিবী দিন দিন জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে এবং এর পেছনে রয়েছে অপরিবর্তিত উন্নয়ন। অপরিবর্তিত উন্নয়নে কার্যত উন্নয়ন টেকসই হচ্ছে না, বরং বাড়ছে দারিদ্র্য, বৈষম্য। তাই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই মানুষকে উন্নয়নের লাগাম টেনে একে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং এটিকে বাস্তবায়নের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ঘোষণা করা হয়। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, যার মধ্যে দারিদ্র্য, বৈষম্য, পরিবেশগত অবক্ষয়, শান্তি এবং ন্যায়বিচারসহ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অন্যতম। ১৭টি অভীষ্ট ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৩৩টি নির্ধারক নির্ধারণ করা হয়।

টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘ মহাসচিব সমাজের সব অংশকে একত্র হওয়ার এবং তিনটি স্তরে একটি ‘কর্ম দশকে’ (ডিকেড অব অ্যাকশন) কাজ করার আহ্বান জানান। এ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের জন্য বৃহত্তর নেতৃত্ব সুরক্ষিতকরণ, অধিক সম্পদ সংস্থান এবং চৌকস সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ গ্রহণ; সরকার কর্তৃক নগর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নীতি, বাজেট, প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে স্থানীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য যুব, সুশীল সমাজ, মিডিয়া, বেসরকারি সেক্টর, ইউনিয়ন, একাডেমিয়া এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারসহ জনগণকে নিয়ে একটি অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তোলা।

করোনাকাল এবং এর পরবর্তী সময়ে বিশ্ব যুদ্ধবিগ্রহ এবং নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। করোনাকালে স্থবির অর্থনীতির চাপ সামলাতে গিয়ে টালমাটাল দেশগুলো যেকোনো কিছুর বিনিময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে যেখানে মরিয়া, সেখানে টেকসই উন্নয়ন নীতি অনেকটাই স্তান। অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসন ও মধ্যপ্রাচ্যে অসন্তোষ বিশ্ব অর্থনীতির ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ব্যাহত হচ্ছে দারিদ্র্য হ্রাসের মতো লক্ষ্য অর্জন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজি এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯টি অভীষ্টসহ ৩০টির অধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, কৃষি, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিক্ষেপণ ও ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং বিভিন্ন প্রকার

সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিএনএফ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও তাদের কর্মীদের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-কে এ যাবৎ ৫০.০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন উক্ত ঋণ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪% সুদে/সেবামূল্যে গ্রাহককে প্রদান করেছে। এ কর্মসূচি সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএনএফ মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানে সর্বমোট ১৪.৯৭ কোটি টাকার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কর্মসূচিসমূহকে সফলভাবে বাস্তবায়নে সার্বক্ষণিক সহায়তা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করায় এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ আন্তরিকতার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। তাদের ধারাবাহিক দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কাজিত অর্জন করতে সক্ষম হবে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ

সাধারণ পরিষদ

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর জনবল (২০২৪-২৫)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা কর্তৃদক্ষ

- সাধারণ পরিষদ
- পরিচালনা পরিষদ
- চেয়ারম্যান
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ গঠন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(ii) বিধানমতে দারিদ্র্যবিমোচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী বা অভিজ্ঞ ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। এছাড়া, আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(v) বিধানমতে যে সব এনজিও সরকারের নিকট হতে নিবন্ধিত, যারা সর্বনিম্ন ৩ বছর ধরে দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচি এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে, যারা বিএনএফ-এর আয়বিধায়ক তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে এরূপ ৭টি এনজিওকে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ৭টি এনজিও ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

- (১) ব্র্যাক;
- (২) ঢাকা আহুনিয়া মিশন;
- (৩) স্বনির্ভর বাংলাদেশ;
- (৪) ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ;
- (৫) আরডিআরএস-বাংলাদেশ;
- (৬) ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এবং
- (৭) ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(iii) বিধানমতে সহযোগী সংস্থার মধ্য হতে নিম্নোক্ত ৫টি সহযোগী সংস্থাকে দুই বছরের জন্য সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

- (১) রুরাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ), রংপুর;
- (২) সমাধান, যশোর;
- (৩) নারী উন্নয়ন শক্তি, ঢাকা;
- (৪) সুশীলন, সাতক্ষীরা এবং
- (৫) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, বগুড়া।

সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২৪-২৫)

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
১	জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	চেয়ারম্যান
২	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সাবেক সচিব	সদস্য
৩	জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান হাউস # ২/৪, ব্লক # সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
৪	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সাবেক সচিব	সদস্য
৫	জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সাবেক সিনিয়র সচিব	সদস্য
৬	ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ	সদস্য
৭	জনাব মুহম্মদ খালেদ শামস সাবেক সচিব	সদস্য
৮	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
১১	জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ও বোর্ড অফ ডিরেক্টর, চিটাগাং সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার লিমিটেড, গ্রীন ভিউ আবাসিক এলাকার সামনে, পিসি রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	সদস্য
১২	প্রফেসর মোঃ জহুরুল আলম সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি বিবি কলেজ পল্লবী, ঢাকা	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, ব্র্যাক ৭৫ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-১২ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ৫/৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) হাউজ-৫৫৪, রোড-৯, বায়তুল আমান, হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, আরডিআরএস-বাংলাদেশ জেল রোড, রাধাবল্লভ, রংপুর	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ হাউজ নং-১০, রোড নং-১০, ব্লক-কে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, রুরাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ) রেসকিউ ভবন, হোল্ডিং নং-০১৫৭-০১, মহল্লা দর্শনা, পোঃ-আক্কেলপুর, থানা : তাজহাট, ওয়ার্ড নং-১৫ রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	সদস্য

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
২১	প্রতিনিধি, সমাধান সমাধান ভবন, উপজেলা সড়ক কেশবপুর, যশোর	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, নারী উন্নয়ন শক্তি বাড়ি # ২১, রোড # ৫, ব্লক # ই, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, সুশীলন কলেজ রোড, ডাকঘর ও উপজেলা- কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিইউপি) গ্রাম : চকলোকমান ডাকঘর : বগুড়া সদর জেলা : বগুড়া	সদস্য
২৫	ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য

বি.দ্র. : সাধারণ পরিষদের ৩৪ সদস্যের মধ্যে সরকার কর্তৃক
৫ জন সদস্য মনোনয়ন না দেওয়া এবং ৪ জন
Sponsor ও Subscriber হিসেবে সাধারণ পরিষদের
সম্মানিত স্থায়ী সদস্য মৃত্যুবরণ করায় বর্তমান সদস্য
২৫ জন।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী :

- বিএনএফ-এর নিয়ম, প্রবিধান প্রণয়ন;
- পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচন;
- বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;
- বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন;
- অডিটর নিয়োগ ও তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং
- বিএনএফ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয়
অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

পরিচালনা পরিষদ

পরিচালনা পরিষদ গঠন :

১১ সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। ফাউন্ডেশন-এর একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে, যা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথা :

- ❖ সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি পরিচালনা পরিষদেরও চেয়ারম্যান হবেন;
- ❖ সরকার এনজিওসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তিনজন ব্যক্তিকে পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করবে;
- ❖ ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে সাধারণ সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত মোট ৬ জন সদস্য, যাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩ জন এনজিও প্রতিনিধি থাকবে, যারা ফাউন্ডেশন-এর আয়বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদান করে সদস্য হয়েছেন এবং
- ❖ ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

পরিচালনা পরিষদের কার্যাবলী :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে। পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করবে।

	পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	পদবি
১	জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	চেয়ারম্যান
২	জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান হাউস # ২/৪, ব্লক # সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
৩	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সাবেক সচিব	সদস্য
৪	জনাব সি কিউ কে মুস্তাক আহমদ সাবেক সিনিয়র সচিব	সদস্য
৫	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
৬	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী সচিব, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য

	পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	পদবি
৮	অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম নির্বাহী পরিচালক, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৯	জনাব এস এন কৈরি চেয়ারম্যান, আরডিআরএস-বাংলাদেশ জেল রোড, রাধাবল্লভ, রংপুর	সদস্য
১০	জনাব জাকির হোসেন চেয়ার, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ হাউজ-৫৫৪, রোড-৯, বায়তুল আমান, হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১১	ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর জনবল (২০২৪-২৫)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মেধা কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ :

- ১। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- ২। জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ, উপমহাব্যবস্থাপক
- ৩। জনাব মোস্তফা কামাল ভূঞা, উপমহাব্যবস্থাপক
- ৪। জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৫। জনাব এ,এস,এম, তরিকুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৬। জনাব সেহেলী পারভীন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৭। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৮। জনাব মোঃ আরেফিন মাহমুদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৯। জনাব মোঃ সাঈদুল আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ১০। জনাব মোছাম্মৎ জাকিয়া লাবনী, নির্বাহী অফিসার
- ১১। জনাব মোঃ লিয়াকত মোস্তফা, প্রোগ্রামার
- ১২। জনাব এ, এইচ, এম বদরুল মওলা, নির্বাহী অফিসার
- ১৩। জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, নির্বাহী অফিসার
- ১৪। জনাব মুহম্মদ হামিদুর রহমান, নির্বাহী অফিসার
- ১৫। জনাব মোহাম্মদ মাজেদুল হক, নির্বাহী অফিসার
- ১৬। জনাব মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৭। জনাব মিন্টু লাল মন্ডল, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৮। জনাব ফাহিমদা আক্তার, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৯। জনাব মেহেদী হাসান, নির্বাহী সহকারী
- ২০। জনাব মনোয়ার আযম লিটন, নির্বাহী সহকারী
- ২১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, গাড়ি চালক
- ২২। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, গাড়ি চালক
- ২৩। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক সেখ, গাড়ি চালক
- ২৪। জনাব মোঃ পারভেজ, গাড়ি চালক
- ২৫। জনাব মোঃ গোলাম মাওলা, অফিস সহায়ক
- ২৬। জনাব জহিরুল ইসলাম, অফিস সহায়ক
- ২৭। জনাব রেহানা খাতুন, অফিস সহায়ক
- ২৮। জনাব মোঃ আল আমিন, অফিস সহায়ক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১১ মাঘ ১৪৩২/২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রবিবার, সন্ধ্যা ০৬:৩০ টায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কনফারেন্স রুমে ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও Sponsor ও Subscriber হিসেবে সাধারণ পরিষদের সম্মানিত স্থায়ী সদস্য জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর মৃত্যুতে ০১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, শোক প্রস্তাব উপস্থাপন ও দোয়া করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিম্নরূপভাবে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য, সাবেক মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান গত ০৭ মাঘ ১৪৩২/২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় রাজধানীর উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)। জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান ১৯৩৯ সালের ০৯ জুন সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ছিলেন। ২০০১ সালের ১৬ জুলাই থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে অর্থ, পরিকল্পনা এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৩৫ বছর সরকারি চাকরি শেষে ১৯৯৯ সালের ০৭ আগস্ট তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ও রূপালী ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে এবং অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম নামক জনকল্যাণমূলক সংস্থার একজন ট্রাস্টি এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি ছিলেন।

জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ (সম্মান) এবং ১৯৬১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সের উপর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি ০৭ আগস্ট ২০০৭ থেকে ১৭ নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর একজন স্পন্সর সদস্য ছিলেন।

মরহুম জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গভীরভাবে শোকাহত। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পরিবারের আমরা সকলে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শোক

সহ করার ক্ষমতা দিন। আমিন।

সভায় মরহুম জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খানসহ সকল কবরবাসীর জন্য মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আল আমিনের নিকট সম্মিলিতভাবে দোয়া করা হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাগত বক্তব্য :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ফাউন্ডেশনের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম। বছরের প্রথমেই আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমরা আমাদের নব-নির্মিত নিজস্ব ভবনে আজকের এ অনুষ্ঠান আয়োজন করছি। এ ভবন তৈরিতে আমাদের সাধারণ ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা বিশেষ করে প্রয়াত ড. সা'দত হুসাইন হোসাইন, সম্প্রতি পরলোকগত এম হাফিজ উদ্দিন খান, আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, রাশেদা কে চৌধুরী-এর মতো বরণ্য ব্যক্তিবর্গের অবদান অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠানটির শিগগিরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাঠপর্যায়ে এনজিওসমূহের সুশাসন ও শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করত: দরিদ্র, অরক্ষিত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে সহায়তা করে চলেছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পরবর্তী স্বল্প পরিসরে পুনর্বাসন কার্যক্রম, আর্থমানবতার সেবায় এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজেও ভূমিকা রাখছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন স্বাভাবিক গতিশীলতা ও কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মোট ১৪.৯৭ কোটি টাকা নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রমে অনুদান হিসেবে বিতরণ করে। অনুদানের টাকায় গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার হতদরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে আরও প্রায় ৯.৭৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। এ সময়ে বিতরণকৃত অনুদানের অর্থে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে আরও প্রায় ২৫ হাজার দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে বলে আমরা আশা করছি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২০-২১ অর্থবছর হতে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে মোট ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ৪% সুদ/সেবামূল্যে এ ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুদ/সেবামূল্যসহ ঋণের আসল আদায় করে Revolving Fund-এ জমা রাখা হচ্ছে। আদায়কৃত অর্থের সুদ/সেবামূল্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করা হচ্ছে এবং আসল পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ১,৯৯৮ জনের মধ্যে ২৭.১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮৭.৭০ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের প্রেক্ষিতে সুদ/সেবামূল্যের হার পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর এই সফলতার মূলে রয়েছে সংস্থার সততা, নীতিতে আপোষহীনতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। সহযোগী সংস্থাসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিএনএফ-এর অর্থায়নে ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামমাত্র কন্ট্রিবিউশনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও উপযুক্ততা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ মোট ৩,৫৩৩ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ, সক্ষমতা, অনুদান ব্যবহারের যথার্থতা এবং দারিদ্র্যবিমোচনে কতটুকু বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে তার প্রকৃত ফলাফল নিরূপণের লক্ষ্যে 'ইমপ্যাক্ট ইভালুয়েশন'-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'ইমপ্যাক্ট ইভালুয়েশন'-এর খসড়া প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। দ্রুতই চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

একদল দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সমন্বয়যোগ্য কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে দ্রুততার সাথে সেবা দেওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন

জনবলকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে জুনিয়র নির্বাহী অফিসার এবং নির্বাহী সহকারী পদে মোট ০৭ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান। নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সরেজমিন পরিদর্শন করানো হচ্ছে, প্রণোদনা ঋণের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করানো হচ্ছে। ফলে মাঠপর্যায়ের কর্মকাণ্ডে আরো বেশি গতিশীলতা তৈরি হচ্ছে।

আপনারা সম্ভবত অবগত আছেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্যানেল রয়েছে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা তথা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভাও করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ এবং পরিচালনা পরিষদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য সদস্যবৃন্দ অব্যাহতভাবে ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করে আসছেন। সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মসম্পাদনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় তথা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার হাত প্রসারিত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আশা করি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে সানুগ্রহ পরামর্শ প্রদান করবেন।

আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

≈ ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সংশোধন/সংযোজন/বিরোধজনক ব্যতিরেকে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

≈ ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ সন্তোষজনক ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।



বিএনএফ-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন

বিএনএফ-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিএনএফ-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও Sponsor ও Subscriber হিসেবে সাধারণ পরিষদের সম্মানিত স্থায়ী সদস্য জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর মৃত্যুতে ০১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

দক্ষতা, সেবা ও সহায়তা কাঠামোর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণের ভিশন নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করে চলেছে। ২০০৪ সালের ০২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রেজুলিউশন-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৪ আগস্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে স্ব-শাসিত ও অলাভজনক (Not for Profit) প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাকে অনুদান ও ঋণ প্রদান, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে ফাউন্ডেশন লক্ষণীয় অবদান রাখছে। ফাউন্ডেশন-এর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি প্রতিবেদনে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরেন :

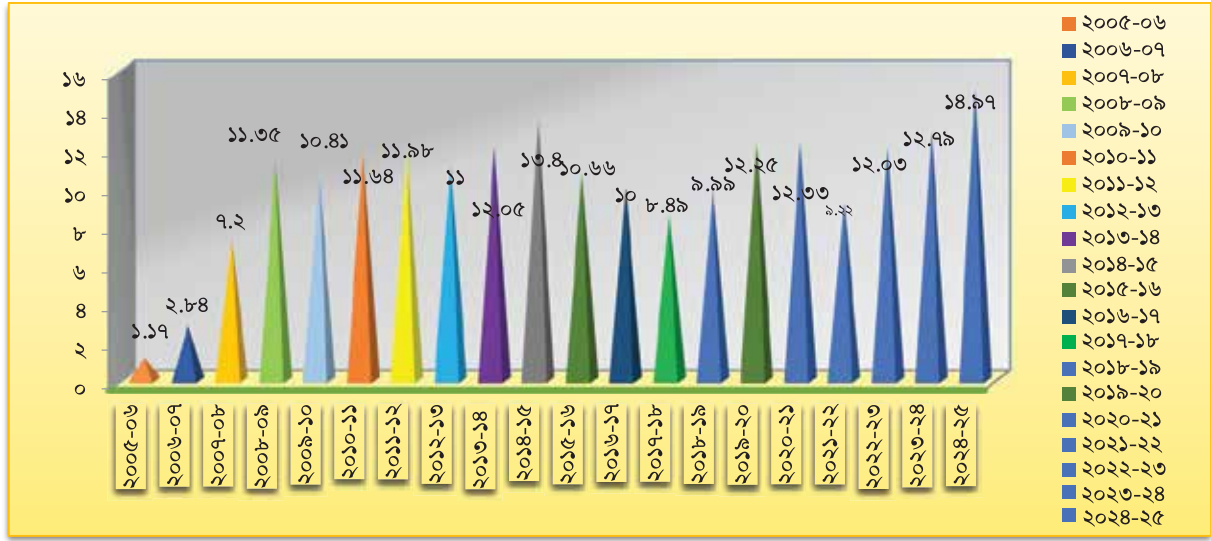
অনুদান বিতরণের ওগ্রগতি :

২৩ নভেম্বর ২০০৫ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১,১৪৮টি সহযোগী সংস্থাকে ২০৮.১২ কোটি টাকা নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে বর্তমান সময়ে অনুদান প্রদানের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

অর্থবছরভিত্তিক অনুদান বিতরণ (২০০৫-০৬ হতে ২০২৪-২৫)

অর্থ বছর	করোনা/ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা	পর্যায় সংখ্যা																		সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
		১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম পর্যায়	৬ষ্ঠ পর্যায়	৭ম পর্যায়	৮ম পর্যায়	৯ম পর্যায়	১০ম পর্যায়	১১ম পর্যায়	১২তম পর্যায়	১৩তম পর্যায়	১৪তম পর্যায়	১৫তম পর্যায়	১৬তম পর্যায়	১৭ তম পর্যায়	১৮তম পর্যায়		
২০০৫-০৬		১১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৭	১.১৭	
২০০৬-০৭		১৭০	৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২৬৭	২.৮৪	
২০০৭-০৮		৪২৩	১০৭	২৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৫৩	৭.২০	
২০০৮-০৯		২৫৮	৪১৫	৮০	১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭৭০	১১.৩৫	
২০০৯-১০		৭৯	১৭৫	২০২	৬৫	১২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৩৩	১০.৪১	
২০১০-১১		০	১৫৩	২৩৪	১৫৭	৪২	৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৯৫	১১.৬৪	
২০১১-১২		০	১৭	১৮৩	২৪২	১১৯	৪১	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬০৭	১১.৯৮	
২০১২-১৩		০	২	৫২	১২১	২১২	৭৩	৩৫	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫০০	১১.০০	
২০১৩-১৪		০	২	৮	৯৪	১২৮	১৭০	৫৩	২০	৪	০	০	০	০	০	০	০	০	৪৭৯	১২.০৫	
২০১৪-১৫		৪৮	০	৪	২৩	১০০	১৫৩	১৪১	৫৬	১৩	২	০	০	০	০	০	০	০	৫৪০	১৩.৪০	
২০১৫-১৬		২৫	১৪	৪	৬	৪২	৯৩	১৩১	৭২	৪২	১২	২	০	০	০	০	০	০	৪৪৩	১০.৬৬	
২০১৬-১৭		০	২৯	৫	৫	১৭	৫৫	১০৩	১২১	৫০	২৯	৯	১	০	০	০	০	০	৪২৪	১০.০০	
২০১৭-১৮		০	১৫	২২	৬	৭	২৫	৫৮	৭৭	৮৩	৩০	১৬	৪	০	০	০	০	০	৩৪৩	৮.৪৯	
২০১৮-১৯		০	৩	১৯	১০	৫	১৫	৩৭	৮০	১০৪	৬৪	২৯	১১	৬	০	০	০	০	৩৮৩	৯.৯৯	
২০১৯-২০		০	২	১১	১২	৩	৫	২৪	৪৮	৫৫	৬৯	২১	১৪	৪	২	০	০	০	৩৫৪	১২.২৫	
২০২০-২১			০	০	৩	১২	৯	৪	৯	১৭	৪৯	৬৪	৫২	২২	৭	৭	১	০	০	৩৩৮	১২.৩৩
২০২১-২২	৫	০	০	০	১০	৯	৯	৩	২৩	৪৪	৫৬	৬০	২৭	২০	১	২	০	০	৩২১	৯.২২	
২০২২-২৩	৮	০	০	১	৩	১৩	৪	৪	১৯	৩০	৫০	৫৯	৪৫	১৪	৯	৬	১	০	৩৬৫	১২.০৩	
২০২৩-২৪	০	০	১	০	১	৬	৯	১১	৮	২০	৩৬	৪৭	৫৬	২৭	২২	৫	৩	১	০	৩৫৩	১২.৭৯
২০২৪-২৫	৩০	২৯	০	২	৩	০	৯	৬	৭	২৩	২৬	৪০	৫২	৪২	১৫	১০	৪	১	১	৪০০	১৪.৯৭
সিডর ঘূর্ণিঝড়, শীতবন্ত, বন্যার্তদের সহায়তা ও অন্যান্য খাত																				২.৩৫	
সর্বমোট	৪৩	১,১৪৮	১,০৩২	৮৫৩	৭৮৭	৭২৪	৬৭৪	৬২০	৫৫৩	৫১৭	৪৩৮	৩৩৫	২৩২	১২০	৫৬	২৪	৮	২	১	২০৮.১২	

অর্থবছরভিত্তিক অনুদান বিতরণ (কোটি টাকায়)

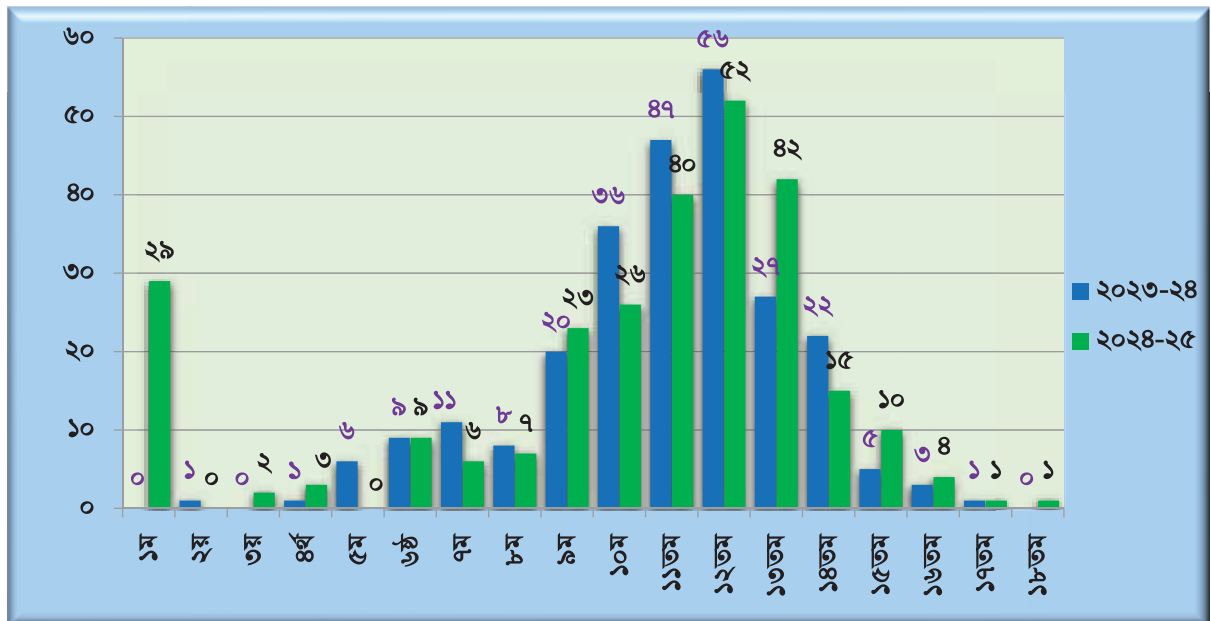


নিম্নবর্ণিত ছকে ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুদান প্রদানের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদান বিতরণের বিবরণী

অর্থ বছর	পর্যায় সংখ্যা																		সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
	১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম পর্যায়	৬ষ্ঠ পর্যায়	৭ম পর্যায়	৮ম পর্যায়	৯ম পর্যায়	১০ম পর্যায়	১১ তম পর্যায়	১২ তম পর্যায়	১৩ তম পর্যায়	১৪ তম পর্যায়	১৫ তম পর্যায়	১৬ তম পর্যায়	১৭ তম পর্যায়	১৮ তম পর্যায়		
২০২৪-২৫	২৯	০	২	৩	০	৯	৬	৭	২৩	২৬	৪০	৫২	৪২	১৫	১০	৪	১	১	৪০০	১৪.৯৭
২০২৩-২৪	০	১	০	১	৬	৯	১১	৮	২০	৩৬	৪৭	৫৬	২৭	২২	৫	৩	১	০	৩৫৩	১২.৭৯

২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের সহযোগী সংস্থার অনুকূলে অনুদান বিতরণের সংখ্যা



২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুদান বিতরণ:

এ অর্থবছরে মোট ৩০০টি সহযোগী সংস্থার মাঝে নিয়মিত অনুদান ও ১০০টি সংস্থার মাঝে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১৪.৯৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদান বিতরণ

অনুদানের ধরণ	অর্থবছর (কোটি টাকায়)	
	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
নিয়মিত অনুদান	৬.৯৯	৯.৯৯
বিশেষ অনুদান	৫.৮০	৪.৯৮
মোট	১২.৭৯	১৪.৯৭

২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১০টি নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মোট ৩১৮টি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

৩১৮টি অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা :

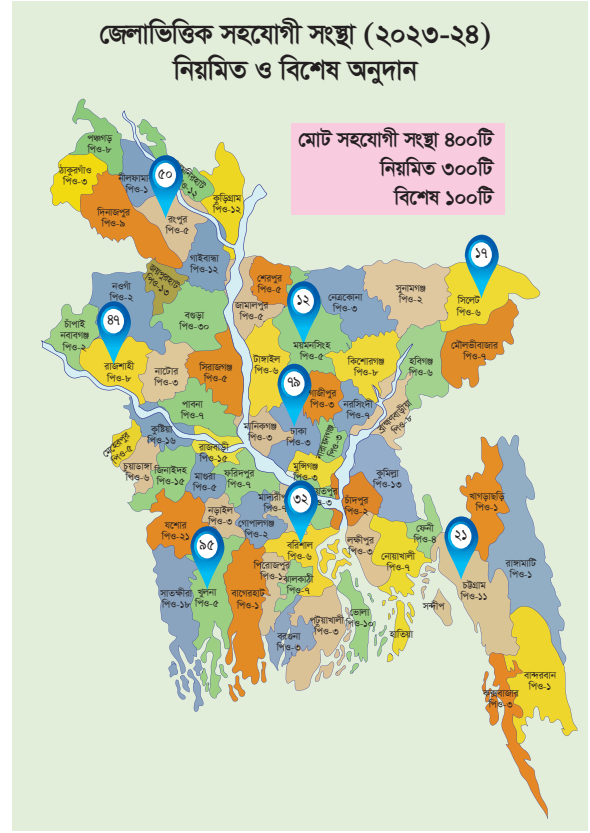
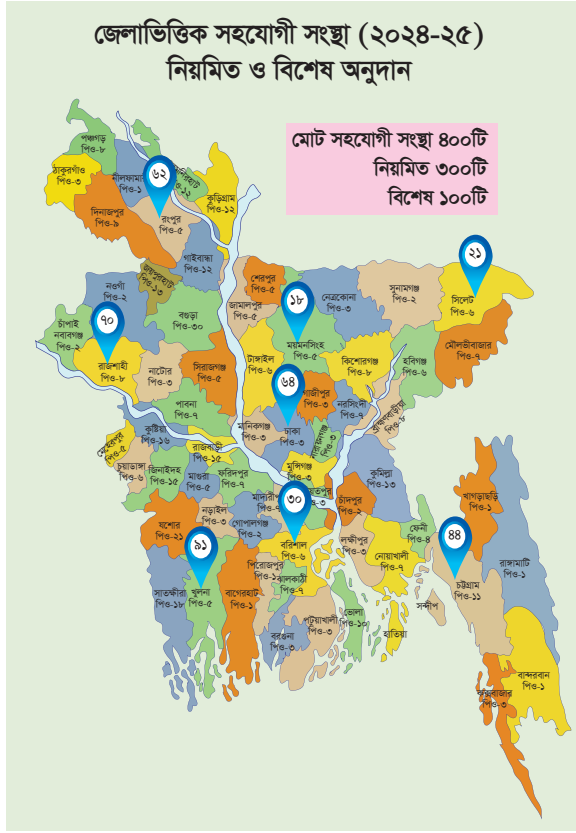
অর্থবছর	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
২০০৫-০৬	৬
২০০৬-০৭	১১
২০০৭-০৮	২১
২০০৮-০৯	২৬
২০০৯-১০	১৭
২০১০-১১	২০
২০১১-১২	২০
২০১২-১৩	১৮
২০১৩-১৪	১৭
২০১৪-১৫	১৯
২০১৫-১৬	১৯
২০১৬-১৭	১৩
২০১৭-১৮	১৩
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	৯
২০২০-২১	১৩
২০২১-২২	১৫
২০২২-২৩	১৬
২০২৩-২৪	২৩
২০২৪-২৫	১০
	৩১৮

কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত ও বিশেষ অনুদান বিতরণের বিবরণী :

অনুদানের ধরণ	অর্থবছর	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট
নিয়মিত	২০০৫-০৬ হতে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত	১১৪৮	১৭৮.৮৮
বিশেষ অনুদান	২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত	৫১৯	২৬.৮৯
সিডর, ঘূর্ণিঝড়, শীতবস্ত্র, বন্যার্তদের সহায়তা ও অন্যান্য খাত	২০০৭ হতে ২০২৫ পর্যন্ত		২.৩৫
সর্বমোট			২০৮.১২

জেলাভিত্তিক সহযোগী সংস্থা (২০২৪-২৫) নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান





অনুদান বিতরণ ও পর্যালোচনা সভা :



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে ৩০০টি সহযোগী সংস্থাকে ৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ অনুদানে ১০০টি সহযোগী সংস্থাকে ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

অনুদান প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে সকল সহযোগী সংস্থা সঠিক ও যথাযথভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, সে সকল সংস্থাকে ধাপে ধাপে অনুদান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ যাবৎ ১,১৪৮টি সহযোগী সংস্থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিশেষ কর্মসূচিসহ সর্বমোট ২০৮.১২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ও বিশেষ অনুদান প্রদানের তথ্যসংগী :

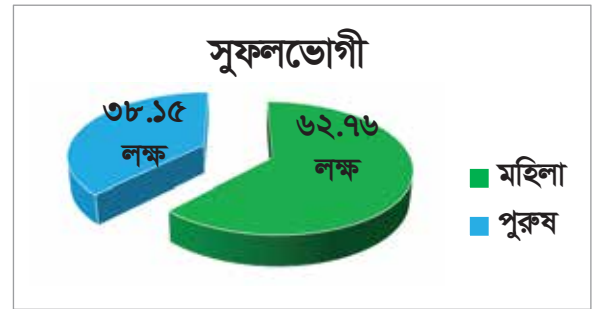
	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	১০৩	৩৬২০	৩৫৭	২৫০	১৫৬০	২,০০০	৪,৫৭৫
২	গাভি প্রদান	৯৩	৭৫৩	৩৯৪	১৮৩	৫৭০	৫০০	২,৫৮৯
৩	ভেড়া প্রদান	৪	১১৮	১২	০	৫৯	৯২	১৪৮
৪	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	৪০	৮৪৫	১২৭.৭৫	১২০	৭২৫	১,৬৩৫	১,৭৭০
৫	স্যানিটেশন ও গভীর নলকূপ স্থাপন	৮০	১০২৬	২৭০	২৮৮	৭৩৮	১,৪৪৫	১,৭৬৯
৬	ভ্যান প্রদান	১৫	১৭৪	৫২.৭৫	১৭৪	০	৪১০	৫৩৮
৭	দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ	৫	১২৪	১৪.৭৫	১৫	১০৯	১৮৫	৩১০
৮	বিএনএফ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৯	২৭৯	১৭.৫	৫৫	২২৪	৪৩১	৫৪৫
৯	চক্ষুসেবা	১	৪২৫	৪	১০০	৩২৫	২৩৫	৫৬৭
১০	খাঁচায় দেশি মুরগি পালন	১	২০০	৪	০	২০	৫৫	৬০
১১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	৩	১৬০	১২.৭৫	৬০	১০০	১২০	১৫০
১২	তাঁতশিল্পের উন্নয়ন	৪	৬০	১২.২৫	০	৬০	১১৭	১২২
১৩	অন্যান্য	৪২	৯৮৩	২২১.২৫	৭৪২	১,৬৭৪	২,৯৯০	৩,২০০
	মোট	৪০০	৮,৭৬৭	১,৫০০	১,৯৮৭	৬,১৬৪	১০,২১৫	১৬,৩৪৩

বিশেষ কর্মসূচি সহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদান
প্রদান (মাস অনুযায়ী) :

মাস	অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	বিতরণকৃত অনুদান (লক্ষ টাকা)
জুলাই ২০২৪	২৪	৮৭.২৫
আগস্ট ২০২৪	০	০
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩৫	১৪৬.০০
অক্টোবর ২০২৪	৬৮	২২৩.২৫
নভেম্বর ২০২৪	১০	৫৬.০০
ডিসেম্বর ২০২৪	৩৬	১২৪.৫০
জানুয়ারি ২০২৫	৪০	১৫৫.০০
ফেব্রুয়ারি ২০২৫	৪৮	১৭০.০০
মার্চ ২০২৫	৪৪	১৬৪.৫০
এপ্রিল ২০২৫	৪৬	১৬৪.০০
মে ২০২৫	৩০	১২১.০০
জুন ২০২৫	১৯	৮৮.৫০
সর্বমোট	৪০০	১৫.০০ কোটি

মোট সুফলভোগী :

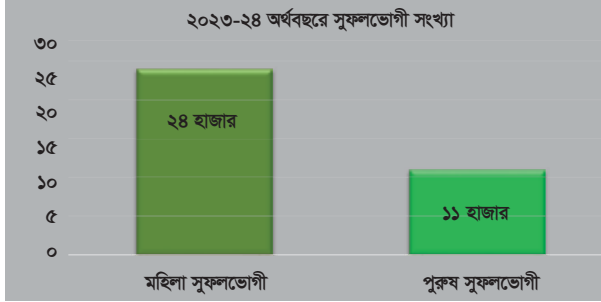
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ২০.৮৪ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারের
৩৮.১৫ লক্ষ পুরুষ এবং ৬২.৭৬ লক্ষ মহিলাসহ মোট
আনুমানিক ১ কোটি ৯১ হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছেন।



২০২৪-২৫ অর্থবছরে সুফলভোগী :

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের প্রায় ৯ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১৩ হাজার পুরুষ এবং ২৭ হাজার মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৪০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সুফলভোগী



সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বরাদ্দ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকার প্রদত্ত সিডমানি হতে অর্জিত লভ্যাংশ দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে প্রতি বছর ১০-১২ কোটি টাকার কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হয়। এ সীমাবদ্ধ অর্থ দ্বারা ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। বিএনএফ-এর সাফল্য বিবেচনা করে ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রণালয় সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিচালন ব্যয় বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কারণে বিএনএফ প্রত্যন্ত অঞ্চলে নব উদ্দীপনায় কাজ করছে। উক্ত অর্থ হতে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত জেলা, দেশের অভ্যন্তরে বিলুপ্ত ছিটমহল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র ও অবহেলিত উপকূলীয় অঞ্চল, চরাঞ্চল, হাওড় অঞ্চল, চা শ্রমিক-কে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি গ্রামের বা এলাকা বিশেষ সমস্যা নিরসনে স্যানিটেশন সুবিধা, নিরাপদ পানি, আয়বর্ধক কর্মসূচিসহ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের ৫টি গ্রাম দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য ফাউন্ডেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

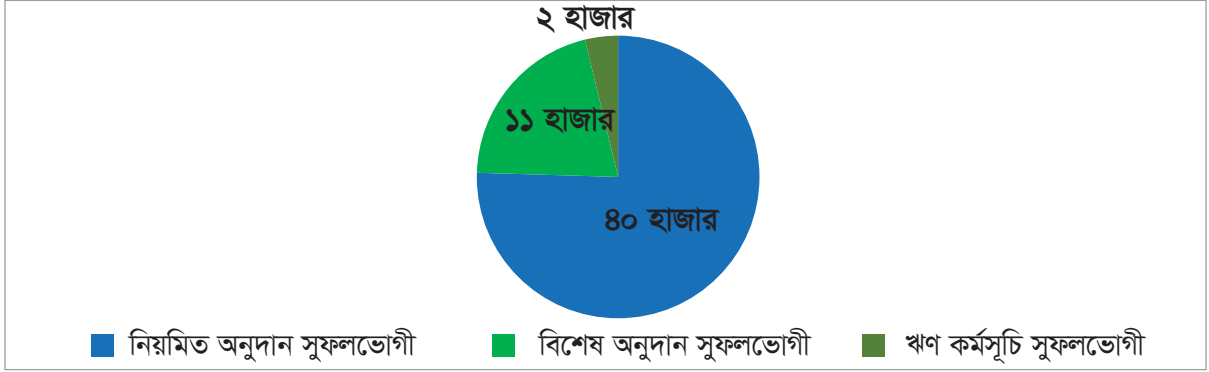
সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বরাদ্দ ও সুফলভোগী

অর্থবছর	সহযোগী সংস্থার মাঝে অনুদান বিতরণ (টাকা)	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা
২০১৯-২০২০	৪.৮০ কোটি	৮৪টি	১২৯৮০ জন
২০২০-২০২১	৫.০২ কোটি	৮৪টি	১১০৪৯ জন
২০২১-২০২২	১.৭৪ কোটি	৫২টি	৪০০৮ জন
২০২২-২০২৩	৪.৫৫ কোটি	৯৯টি	১০২১৭ জন
২০২৩-২০২৪	৫.৮০ কোটি	১০০টি	১০৪৫৪ জন
২০২৪-২০২৫	৪.৯৮ কোটি	১০০টি	১১২৬০ জন
সর্বমোট	২৬.৮৯ কোটি	৫১৯টি	৫৯,৯৬৮ জন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএনএফ-এর সুফলভোগীগণের প্রাপ্ত সুবিধা নিচের চিত্রে দেখানো হলো :



সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বরাদ্দ ও সুফলভোগী



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মসূচি জুন ২০২৫ পর্যন্ত) :

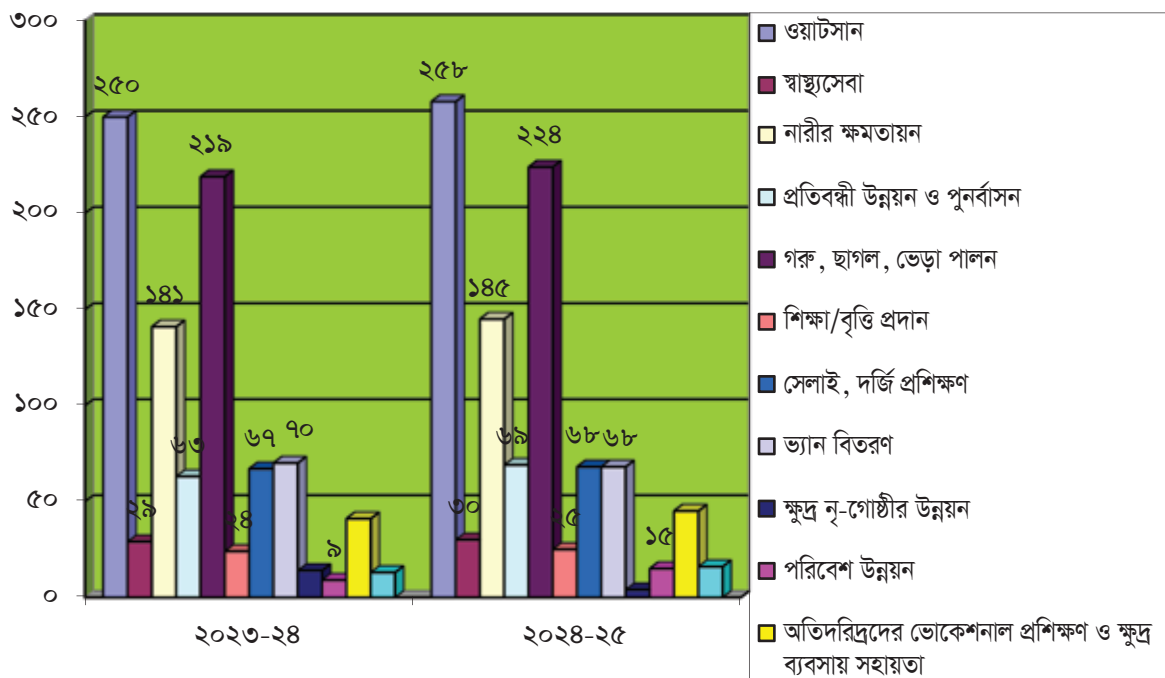
বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ওয়াটসান, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, গবাদি পশু (গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি) পালন, সবজি চাষ, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা/বৃত্তি প্রদান, সেলাই/হস্তশিল্প/দর্জি প্রশিক্ষণ, সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ ইত্যাদি), গৃহায়ন, সামাজিক বনায়ন/বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন, মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, মৎস্য চাষ, ভ্যান বিতরণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ/যৌতুক/নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মসূচি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

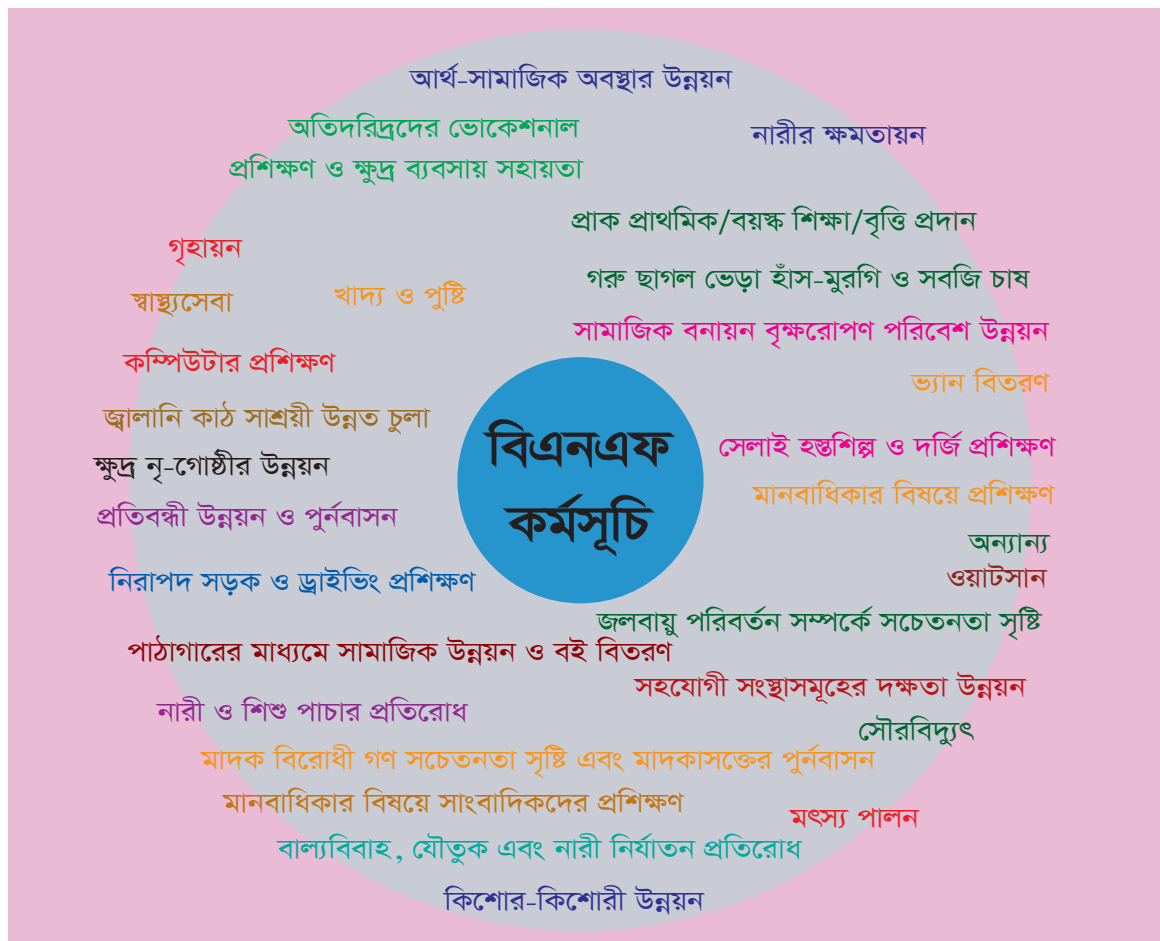
	কর্মসূচিসমূহ	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
১	ওয়াটসান	২৫৮
২	স্বাস্থ্যসেবা	৩০
৩	নারীর ক্ষমতায়ন	১৪৫
৪	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	৬৯
৫	গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজি চাষ	২২৪
৬	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা/বৃত্তি প্রদান	২৫
৭	সেলাই, হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ	৬৮
৮	সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, ইত্যাদি)	৮

	কর্মসূচিসমূহ	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
৯	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন	১০৫
১০	গৃহায়ন	৪
১১	সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন	১৫
১২	মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২
১৩	খাদ্য ও পুষ্টি	১১
১৪	মৎস্য চাষ	৫
১৫	ভ্যান প্রদান	৬৮
১৬	কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন	২৫
১৭	বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	৫
১৮	মাদকবিরোধী গণ সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন	২
১৯	অতিদরিদ্রদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	৪৫
২০	জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি (লোক সঙ্গীত, পটগান, গণনাট্য ও মঞ্চ উপস্থাপনা, ইত্যাদি)	১
২১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১৬
২২	জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী উন্নত চুলা	৭
২৩	নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ	১
২৪	পাঠাগারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও বই বিতরণ	০
২৫	সৌরবিদ্যুৎ	০
২৬	নিরাপদ সড়ক ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	১
২৭	নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি	১
২৮	মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ	১
২৯	সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন	১
৩০	অন্যান্য	৫
	মোট সহযোগী সংস্থা	১,১৪৮

২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর্মসূচিভিত্তিক সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ও কর্মসূচি



বিএনএফ যে সব কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে তার চিত্র :



জেলাভিত্তিক ১,১৪৮টি সহযোগী সংস্থা :

	জেলা	সহযোগীর সংখ্যা
১	যশোর	৫৬
২	ঝিনাইদহ	৪০
৩	কুষ্টিয়া	৩৮
৪	সাতক্ষীরা	৩৭
৫	খুলনা	২৬
৬	চুয়াডাঙ্গা	১৪
৭	মেহেরপুর	১৪
৮	বাগেরহাট	১২
৯	মাগুরা	১২
১০	নড়াইল	১২
খুলনা বিভাগ		২৬১
১১	ঢাকা	৩৪
১২	রাজবাড়ী	৩০
১৩	টাঙ্গাইল	৩০
১৪	ফরিদপুর	২১
১৫	কিশোরগঞ্জ	১৮
১৬	গোপালগঞ্জ	১৪
১৭	মাদারীপুর	১৪
১৮	মানিকগঞ্জ	১১
১৯	গাজীপুর	৯
২০	শরীয়তপুর	৯
২১	নরসিংদী	১২
২২	মুন্সিগঞ্জ	৬
২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪
ঢাকা বিভাগ		২১২
২৪	ময়মনসিংহ	১৯
২৫	জামালপুর	১৭
২৬	শেরপুর	২০
২৭	নেত্রকোনা	১২
ময়মনসিংহ বিভাগ		৬৮
২৮	কুড়িগ্রাম	৪২
২৯	লালমনিরহাট	৩৬
৩০	দিনাজপুর	৩২
৩১	রংপুর	২৩
৩২	নীলফামারী	১৮
৩৩	গাইবান্ধা	১৭
৩৪	পঞ্চগড়	১৪
৩৫	ঠাকুরগাঁও	২১
রংপুর বিভাগ		২০৩
৩৬	বগুড়া	৪৮
৩৭	পাবনা	৩০
৩৮	সিরাজগঞ্জ	২৩
৩৯	জয়পুরহাট	২২
৪০	নওগাঁ	১৭
৪১	রাজশাহী	১৫
৪২	নাটোর	৬

	জেলা	সহযোগীর সংখ্যা
৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬
রাজশাহী বিভাগ		১৬৭
৪৪	কুমিল্লা	২৫
৪৫	চট্টগ্রাম	১৭
৪৬	নোয়াখালী	১১
৪৭	চাঁদপুর	১২
৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০
৪৯	লক্ষ্মীপুর	১০
৫০	রাঙ্গামাটি	৯
৫১	বান্দরবান	৮
৫২	খাগড়াছড়ি	৪
৫৩	ফেনী	২
৫৪	কক্সবাজার	২
চট্টগ্রাম বিভাগ		১১০
৫৫	বরিশাল	২৫
৫৬	ভোলা	২০
৫৭	পটুয়াখালী	১৪
৫৮	বরগুনা	১১
৫৯	ঝালকাঠী	১০
৬০	পিরোজপুর	৬
বরিশাল বিভাগ		৮৬
৬১	হবিগঞ্জ	১১
৬২	মৌলভীবাজার	১৩
৬৩	সিলেট	৯
৬৪	সুনামগঞ্জ	৮
সিলেট বিভাগ		৪১

২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদানপ্রাপ্ত ৪০০টি সহযোগী সংস্থার জেলাভিত্তিক অবস্থান

	জেলার নাম	সংখ্যা
১	যশোর	২১
২	ঝিনাইদহ	১৫
৩	কুষ্টিয়া	১৬
৪	সাতক্ষীরা	১৮
৫	খুলনা	৫
৬	চুয়াডাঙ্গা	৬
৭	মেহেরপুর	৪
৮	বাগেরহাট	১
৯	মাগুরা	৪
১০	নড়াইল	১
খুলনা বিভাগ		৯১
১১	ঢাকা	৩
১২	রাজবাড়ী	১৫
১৩	টাঙ্গাইল	৬
১৪	ফরিদপুর	৭
১৫	কিশোরগঞ্জ	৮

	জেলার নাম	সংখ্যা
১৬	গোপালগঞ্জ	২
১৭	মাদারীপুর	৭
১৮	মানিকগঞ্জ	৩
১৯	গাজীপুর	৩
২০	শরীয়তপুর	৩
২১	নরসিংদী	৭
২২	মুন্সিগঞ্জ	০
২৩	নারায়ণগঞ্জ	০
ঢাকা বিভাগ		৬৪
২৪	ময়মনসিংহ	৫
২৫	জামালপুর	৫
২৬	শেরপুর	৫
২৭	নেত্রকোনা	৩
ময়মনসিংহ বিভাগ		১৮
২৮	কুড়িগ্রাম	১২
২৯	লালমনিরহাট	১২
৩০	দিনাজপুর	৯
৩১	রংপুর	৫
৩২	নীলফামারী	১
৩৩	গাইবান্ধা	১২
৩৫	ঠাকুরগাঁও	৩
রংপুর বিভাগ		৬২
৩৬	বগুড়া	৩০
৩৭	পাবনা	৭
৩৮	সিরাজগঞ্জ	৫
৩৯	জয়পুরহাট	১৩
৪০	নওগাঁ	২
৪১	রাজশাহী	৮
৪২	নাটোর	০
৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫
রাজশাহী বিভাগ		৭০
৪৪	কুমিল্লা	১০
৪৫	চট্টগ্রাম	১১
৪৬	নোয়াখালী	৭
৪৭	চাঁদপুর	২
৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪
৪৯	লক্ষ্মীপুর	৩
৫০	রাঙ্গামাটি	১
৫১	বান্দরবান	১
৫২	খাগড়াছড়ি	১
৫৩	ফেনী	৪
৫৪	কক্সবাজার	০
চট্টগ্রাম বিভাগ		৪৪
৫৫	বরিশাল	৬
৫৬	ভোলা	১০
৫৭	পটুয়াখালী	৩
৫৮	বরগুনা	৩

	জেলার নাম	সংখ্যা
৫৯	ঝালকাঠি	৭
৬০	পিরোজপুর	১
বরিশাল বিভাগ		৩০
৬১	হবিগঞ্জ	৬
৬২	মৌলভীবাজার	৭
৬৩	সিলেট	৬
৬৪	সুনামগঞ্জ	২
সিলেট বিভাগ		২১

বিশেষ স্বর্ণ কার্যক্রম :

পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুকূলে সরকারের নিকট হতে ৩টি ধাপে মোট (১০ কোটি + ২০ কোটি + ২০ কোটি) = ৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৫০ কোটি টাকা Revolving Fund (আবর্তিত তহবিলের মাধ্যমে) দ্বারা গঠিত অর্থ ২৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬,৪৫৯ জন গ্রাহককে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ১৭০তম পরিচালনা পরিষদ সভায় আদায়কৃত অর্থ ঋণ বিতরণ নীতিমালা ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পরিচালন খাতে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত নীতিমালা ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালন খাতে ব্যয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ গত ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে নং ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-১৮৭ জারীকৃত স্মারকে জানিয়েছে যে, অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে সুদে-আসলে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এতদুদ্দেশ্যে গঠিত Revolving Fund-এ জমা রাখতে হবে শীর্ষক শর্তটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত করেছে।

“আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund-এ জমা রাখতে হবে। গ্রাহক পর্যায়ে প্রাপ্ত শুধুমাত্র সুদ/সেবামূল্য এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তবে প্রদানকৃত ঋণ/বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদসহ আসল আদায়ের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।”

০২। উল্লিখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ১৭০তম পরিচালনা পরিষদ সভার অনুমোদনে অর্থ বিভাগে প্রেরিত নীতিমালাটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় পূর্বে প্রেরিত ১৪৯তম ও ১৫০তম পরিচালনা পরিষদ সভায় অনুমোদিত ও সংশোধিত নীতিমালা অনুসরণসহ ৪% সুদে প্রণোদনার ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। এছাড়া অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ঋণের আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund-এ জমা রাখতে এবং সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সুদ/সেবামূল্যএনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশন-এর ২৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৮৭.৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	ইকো-সোশ্যা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ঠাকুরগাঁও	৫.০০ কোটি	১২২ জন
২	বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যশোর	১.৫০ কোটি	৮৭ জন
৩	ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী	৭৫.০০ লক্ষ	৭৫ জন
৪	সুশীলন, সাতক্ষীরা	১.৭৫ কোটি	৩৫৬ জন
৫	কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডব্লিউ), দিনাজপুর	১.০০ কোটি	১৫১ জন
৬	রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা	৫০.০০ লক্ষ	১৮ জন
৭	ইডা (ইনভায়রমেন্ট এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন) ইডা, সাতক্ষীরা	৫০.০০ লক্ষ	৬০ জন
৮	নজীর (নতুন জীবন রচি), লালমনিরহাট	১.০০ কোটি	৬৮ জন
৯	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা, কুমিল্লা	৫০.০০ লক্ষ	৬২ জন
১০	রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো), ঝিনাইদহ	৭৫.০০ লক্ষ	৭৯ জন
১১	রুরাল ইকোনমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ), রংপুর	৭৫.০০ লক্ষ	৭৫ জন
১২	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), টাঙ্গাইল	৭৫.০০ লক্ষ	৬৯ জন
১৩	মৌসুমী, নওগাঁ	২.০০ কোটি	৯৮ জন
১৪	সমাধান, যশোর	১.১০ কোটি	৫৮ জন
১৫	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, মাদারীপুর	১.০০ কোটি	৬৩ জন
১৬	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা), শরীয়তপুর	৩৫.০০ লক্ষ	১০ জন
১৭	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী	১.০০ কোটি	২৯ জন
১৮	পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা	১.২৫ কোটি	৫০ জন
১৯	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর	৫০.০০ লক্ষ	৭২ জন
২০	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	৭৫.০০ লক্ষ	৩৫ জন
২১	সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	১.০০ কোটি	৯৪ জন
২২	বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটারিয়ান এইড ফর নেশন (বন্ধন), জয়পুরহাট	৫০.০০ লক্ষ	৩৩ জন
২৩	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া	৩৫.০০ লক্ষ	৪২ জন
২৪	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম	২.০০ কোটি	১৬৮ জন
২৫	পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর	২৫.০০ লক্ষ	১৬ জন
২৬	হোপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩০.০০ লক্ষ	১০ জন
	মোট	২৭.১০ কোটি	১,৯৯৮ জন

সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ :

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ যেন দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে অফিস ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে এ সকল বিষয়ের প্রতি ফাউন্ডেশন গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তজ্জন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সহযোগী সংস্থার জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যে সব সংস্থার নিজস্ব স্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত জনবল, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল আছে এরূপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। টিএমএসএস, ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায়; উদ্দীপন, ঢাকা; ভার্ক, ঢাকা; বাসা, টাঙ্গাইল; আরআরএফ, যশোর; সুশীলন, সাতক্ষীরা; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; আসপাড়া ট্রেনিং একাডেমি, ময়মনসিংহ; ইয়ং পাওয়ার অন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম; সেইন্ট-বাংলাদেশ, বরিশাল এবং আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৮ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৪৯৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসিক প্রশিক্ষণে (৫ দিন) Management of Finance & Accounts (Employees) বিষয়ে ১,০২৩ জন, Management of Finance & Accounts (ED) বিষয়ে ৪৫৫ জন, Organizational Development & Management বিষয়ে ৭২১ জন, Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে ৬৮৬ জন, Monitoring & Evaluation বিষয়ে ৪৮৭ জনকে এবং রিফ্রেশার্স কোর্সে (৩ দিন) ১২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএনএফ-এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

যাদের জন্য প্রয়োজ্য	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের তারিখ
হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ	২৫	ইপসা, চট্টগ্রাম	২০-২৪ অক্টোবর ২০২৪
কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ	২০	সেইন্ট-বাংলাদেশ, বরিশাল	১৮-২২ মে ২০২৫
নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ	২০	সুশীলন, সাতক্ষীরা	১৯-২৩ জানুয়ারি ২০২৫
	১৯	টিএমএসএস, রংপুর	৪-৮ মে ২০২৫
	২৫	টিএমএসএস, রংপুর	২৪-২৬ নভেম্বর ২০২৪
মোট	১০৯		

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএনএফ-এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১	টিএমএসএস	ঢাকা, রংপুর, বগুড়া ও নাটোর
২	উদ্দীপন	ঢাকা
৩	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)	ঢাকা
৪	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাকশন (বাসা)	টাঙ্গাইল
৫	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	যশোর
৬	সুশীলন	সাতক্ষীরা
৭	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও
৮	আসপাড়া ট্রেনিং একাডেমি	ময়মনসিংহ
৯	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	চট্টগ্রাম
১০	সেইন্ট বাংলাদেশ	বরিশাল
১১	আশ্রয় প্রশিক্ষণ	রাজশাহী

প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থী

কোর্সসমূহ	যাহাদের জন্য প্রযোজ্য
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ
Management of Finance & Accounts	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Organizational Development & Management	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Orientation on Development Package & Way of Implementation	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ
Monitoring & Evaluation	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ



সেইন্ট-বাংলাদেশ, বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিএনএফ-এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন অন ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ এন্ড ওয়ে অব ইম্প্লিমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের হাতে প্রশিক্ষণের সনদ তুলে দিচ্ছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের সুশীলন, সাতক্ষীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশবিশেষ



বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের টিএমএসএস, রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন বিএনএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব এ,এস,এম, তরিকুল ইসলাম।

মনিটরিং কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত কর্মসূচির জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ অনুদানে নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক (চূড়ান্ত) প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করার পর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করিয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে এবং স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সে জন্য বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিএনএফ কর্তৃক প্রণীত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে সহযোগী সংস্থাকে অতিউত্তম/উত্তম/সন্তোষজনক/প্রক্রিয়াধীন/স্থগিত ক্যাটাগরিতে মূল্যায়ন করে পরবর্তী পর্যায়ের অনুদান প্রদান করা হয়/ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন বিষয়ে অবহিত করা হয়/ক্ষেত্র বিশেষে অনুদান প্রদান স্থগিত করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব/গ্রেড-১ পদ হতে অথবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও এর সম পদমর্যাদা হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এরূপ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা হিসেবে প্যানেলভুক্ত করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৬ জন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করেন।

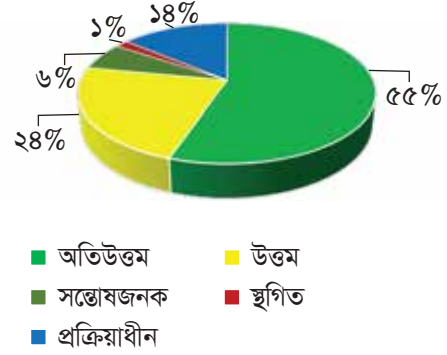
২০২৪-২৫ অর্থবছরে মনিটরিং কার্যক্রম :

২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে ২৩৭টি সহযোগী সংস্থার এবং বিশেষ অনুদানে ৮৮টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণ পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ফলাফল নিম্নরূপ :

নিয়মিত অনুদান

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতিউত্তম	১৩১	৫৫
উত্তম	৫৪	২৪
সন্তোষজনক	১৫	৬
প্রক্রিয়াধীন	৩৩	১৪
স্থগিত	৪	১
মোট	২৩৭	১০০

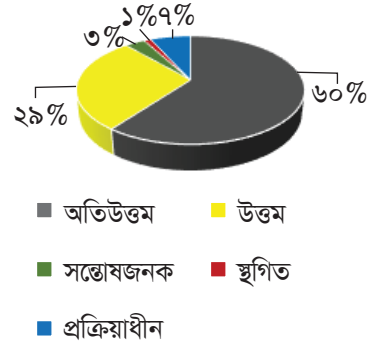
পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার মান (নিয়মিত অনুদান)



বিশেষ অনুদান

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতিউত্তম	৫৩	৬০
উত্তম	২৫	২৯
সন্তোষজনক	৩	৩
প্রক্রিয়াধীন	৬	৭
স্থগিত	১	১
মোট	৮৮	১০০

পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার মান (বিশেষ অনুদান)



২০২৪-২৫ সময়ে কর্মরত পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ (ভ্যাপ্ততার অনুসারে নয়) :

	পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ
১	জনাব সামস উদ্দিন মোঃ রফি সাবেক কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, এসডিএফ
২	ড. মোঃ নূরুল ইসলাম অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৩	ড. এ. টি. এম. আতিকুর রহমান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

	পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ
৪	ড. মোঃ শামছুল আলম অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৫	ড. এ. এস. এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৬	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৭	জনাব মোঃ এনামুল হক এনা অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৮	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৯	জনাব সুবাস চন্দ্র হালদার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি
১০	জনাব মুন্সী সফিউল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১১	ডক্টর মুহাম্মদ মেজবাহ-উল-ইসলাম অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১২	জনাব সুবোল বোস মনি অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৩	জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজ তালুকদার অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৪	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সাবেক ডিজি, এলআর
১৫	ড. মোঃ হুমায়ুন কবির অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬	ড. মোঃ জাকারিয়া সাবেক সিনিয়র স্পেশালিস্ট, প্রাকটিক্যাল একশন
১৭	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান ফারুকী অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৮	ড. মোঃ নজরুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৯	জনাব এ, কে, এম, আবদুছ ছালাম সাবেক প্রধান কান্ট্রি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক
২০	জনাব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২১	জনাব মোঃ এনামুল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২২	কৃষিবিদ শাহ মোহাঃ আকরামুল হক সাবেক পরিচালক (২য় গ্রেড), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২৩	জনাব সুব্রত ভৌমিক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

	পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ
২৪	জনাব মুঃ ফজলুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৫	জনাব বিধায়ক রায় চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৬	জনাব এস এম জাকির হোসেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১)

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফেনী, জয়পুরহাট, নওগাঁ, বগুড়া, ঝালকাঠি, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে উক্ত জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান এবং সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা সফরকালে সহযোগী সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা সভা এবং মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন করেন।

অনুরূপভাবে ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপর ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের লক্ষ্যে স্বনামধন্য গবেষণা সংস্থা গ্লোসি মিডিয়া জেবি উইথ দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রা.) লি.-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের খসড়া প্রতিবেদনে কর্মসূচি সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত দিয়েছে :

ভালনারেবলিটি ট্রাস ও দারিদ্র্যবিমোচন :

অনুদান পাওয়ার পর সুফলভোগীগণের মধ্যে অতিদারিদ্র্যের হার ৭৫% থেকে কমে ৩৪% এ নেমে এসেছে। পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ৩৬.৯% থেকে বেড়ে ৮৮.৮৩% হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবা মেটানোর ক্ষমতা ৪৩.১৫% থেকে বেড়ে ৮৯.৪৯% এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ৪৬.০৮% থেকে বেড়ে ৯১.৪৯% সুফলভোগী এখন নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যয় মেটাতে সক্ষম। অনুদান পাওয়ার আগে ৬১.০৪% পরিবার মাটির ঘরে বাস করত, যা বর্তমানে ৩৪.৭১% এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে, আধা-পাকা ঘরের সংখ্যা ৩৭.৯% থেকে বেড়ে ৫৯.৩৮% এ উন্নীত হয়েছে।

সুফলভোগীগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা :

অনুদান গ্রহণের পর সুফলভোগীগণের গড় মাসিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৪১% পরিবারের আয় এখন নিম্নস্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে; সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা ৬১.৮৪% থেকে বেড়ে ৯৩.২৮% হয়েছে। যৌতুক বিরোধী আইন সম্পর্কে সচেতনতা ৫২.৯৩% থেকে বেড়ে ৮৭.৩% এবং বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে সচেতনতা ৫৫.৭৮% থেকে বেড়ে ৮৯.০৩% এ উন্নীত হয়েছে। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে, পাকা ল্যাট্রিন ব্যবহারের হার ৫.৯৮% থেকে বেড়ে ৪০.৮২% এ পৌঁছেছে। বর্তমানে ৯৭.৯৪% সুফলভোগী নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে টিউবয়েল ব্যবহার করছেন। স্যানিটেশন সচেতনতার ফলে খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার ৪.৪৫% থেকে কমে মাত্র ০.৬৭% এ দাঁড়িয়েছে। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর্থিক সচ্ছলতা ও সঞ্চয় :

অনুদান গ্রহণের ফলে সুফলভোগীগণের সঞ্চয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ৪৮.৮৭% পরিবার প্রতি মাসে কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম। সঞ্চয়কারী পরিবারসমূহের মধ্যে ৭৪.২৯% মাসিক ১,০০০ টাকার কম এবং ২২.০৪% পরিবার ১,০০১ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় করছে। প্রায় ৩০.৪৫% পরিবার বর্তমানে ঋণের সাথে জড়িত, যার মধ্যে ৭৭.২৯% পরিবার এনজিও থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করেছে। গ্রাম্য মহাজন (৫.৪৬%) বা আত্মীয়-স্বজন (৮.৫২%) থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ‘নথি পর্যালোচনা কমিটি’র কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের ৮৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থিক অনিয়মের দায়ে স্থগিতকৃত ৫৯টি সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ‘নথি পর্যালোচনা কমিটি’ গঠন করা হয়। অর্থ আদায়ের জন্য এসব সহযোগী সংস্থাকে সাক্ষাৎকারে (দুই বার) ডাকা হলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৭টি সহযোগী সংস্থা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ২৭টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে কয়েকটি সহযোগী সংস্থার নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায় সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট সহযোগী সংস্থার নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার লিড সহযোগী সংস্থাকে সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে।

তাছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২টি সহযোগী সংস্থা ৭,৩৪৩/- টাকা ফেরত প্রদান করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন-এর সভা :

২০২৪-২৫ সময়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন-এর জনবণ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এ বর্তমানে মোট ২৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

পদের নাম	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল	কর্মরত জনবল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১
মহাব্যবস্থাপক	৩	০
উপমহাব্যবস্থাপক	৪	২
সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৯	৬
সিস্টেম এনালিস্ট	১	০
নির্বাহী কর্মকর্তা	১৫	৫
প্রোগ্রামার	১	১
জুনিয়র নির্বাহী কর্মকর্তা	১৬	৩
এসিসট্যান্ট প্রোগ্রামার/এসিসট্যান্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	২	০
নির্বাহী সহকারী	৭	২
কম্পিউটার অপারেটর	৪	০
গাড়ি চালক/ডেসপাচ রাইডার	৬	৪
অফিস সহায়ক	৭	৪
মোট	৭৬	২৮

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কার্যক্রম :

অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে এসডিজি বাস্তবায়নে মডেল হিসেবে ৫টি গ্রাম দারিদ্র্যমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচনের নানা বিষয় অনুপুঞ্জ বিচার বিশ্লেষণ করে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা প্রস্তাবিত কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও মেহেরপুর জেলার ৫টি গ্রামে খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৫টি গ্রামের দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে দারিদ্র্য নিরসনের অনেক উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেওয়া হয়েছে। একটি গ্রামের উপর আলোকপাত করে সুপরিচালিতভাবে পর্যায়ক্রমে গ্রামবাসীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের

মাধ্যমে গ্রামটিকে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্যমুক্তকরণে এই ধারণা এবং প্রয়াস তুলনামূলকভাবে নতুন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, চরাঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৫টি গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুফলভোগীগণের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গাভি পালন, গরু মোটাজাকরণ, ছাগল পালন, ভেড়া পালন, ভ্যান বিতরণ, সেলাই মেশিন বিতরণ,

পাপস তৈরি প্রশিক্ষণ, রাজমিস্ত্রি প্রশিক্ষণ, রড বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

এছাড়া গ্রামের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, নিরাপদ পানি সরবরাহে নলকূপ স্থাপন, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। নিম্নলিখিত ৫টি গ্রামে গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে :

সহযোগী সংস্থা (এনজিও)	গ্রাম, উপজেলা, জেলা	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	টার্গেট দরিদ্র পরিবার	সুফলভোগী পরিবার
সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)	দেউলা বাড়ী, মেলান্দহ, জামালপুর	৪০ লক্ষ	৩৫৩টি	১৭৭টি
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	লক্ষীপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	৬০ লক্ষ	৬২৯টি	২৪৯টি
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি	মাঝাপাড়া, মুজিবনগর, মেহেরপুর	৪০ লক্ষ	১৭৭টি	২১২টি
সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	বড় পাহাড়পুর, পীরগঞ্জ, রংপুর	৪০ লক্ষ	৫০৮টি	১৯৩টি
মানব উন্নয়ন সংস্থা	কাজিপুর, কিনারবেড়, সিরাজগঞ্জ	৪০ লক্ষ	৫৪১টি	২০১টি
মোট		২ কোটি ২০ লক্ষ	২,২০৮টি	১,০৩২টি

৫টি গ্রামে উপকরণ বিতরণ

সহযোগী সংস্থা (এনজিও)	সেমিপাকা ল্যাট্রিন	নলকূপ	গরু	ছাগল	ভেড়া	গৃহ	ভ্যান	সেলাই মেশিন	ঘোড়ার গাড়ি	মুদি দোকান	গাড়ল	পাপস, রাজমিস্ত্রি রডবাইন্ডিং
সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)	৫৪টি	৩০টি	৩১টি	৬৬টি	-	১০টি	৭টি	-	-	-	-	-
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	৮৫টি	৩৬টি	৫৬টি	৪৪টি	-	৫টি	১৮টি	-	-	-	-	২,৫১১
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি	৯৫টি	৫টি	১৬টি	১৭৮টি	-	৫টি	১টি	১২টি	-	-	৩টি	-
সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	৭৫টি	৪০টি	১৯টি	৭২টি	২৮টি	৯টি	-	-	-	-	-	-
মানব উন্নয়ন সংস্থা	৯৩টি	৩৫টি	২৮টি	৫৬টি	২৪টি	-	২টি	-	২টি	১টি	-	-

গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামসমূহ অনুদানপ্রাপ্ত পরিবারসমূহ দারিদ্র্যবিমোচন হচ্ছে কি না/দারিদ্র্যবিমোচন কতটুকু হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে পৌছাতে আরও কত সহযোগিতা প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ৫টি সহযোগী সংস্থার মাঝে পরবর্তীতে নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থ ছাড় করা হবে কি না তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর এসডিজি কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজি পূরণে এমডিজির মতো শক্তি বা সামর্থ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসডিজির যে ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে ফাউন্ডেশন তার ৯টি অভীষ্ট নিয়ে সরাসরি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনুদানের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও সমাজের অবহেলিতদের উন্নয়নের জন্য ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

এ পর্যন্ত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অবদান' বিষয়ে সিলেট এবং ঢাকাতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আয়োজনে দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রফেসর ইমেরিটাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর মহাপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিএনএফ-এর সাধারণ ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অন্যান্য কার্যক্রম :

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রকাশনা :

ফাউন্ডেশন ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেগুলো পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদের সদস্য, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ২০১০ সাল থেকে ত্রৈমাসিকভাবে বিএনএফ বার্তা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং যথাযথ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস :

০২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কার্যালয়সহ সারা দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২০তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালিত হয়। জনাব নাজমা মোবারেক, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ফাউন্ডেশন-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলাুন ও সাদা পায়রা উড়িয়ে ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় ফাউন্ডেশন-এর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি, পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্যালয়ে কেক কাটা, আলোচনা সভা, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান, সহযোগী সংস্থার অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়।

ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের সকল জেলায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি পালন করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপনের খবর বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়।

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান :

দিবস পালন উপলক্ষ্যে পারফরমেন্স ক্যাটাগরিতে ৪টি, উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক ক্যাটাগরিতে ৩টি এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ক্যাটাগরিতে ৩টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পারফরমেন্স ক্যাটাগরি :

	পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, দিনাজপুর
২	রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা
৩	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এসডব্লিউও), ভোলা
৪	কাকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা (কাবিউস), রাজশাহী

উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক ক্যাটাগরি :

	পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিটেবল সোসাইটি, ঝালকাঠি
২	বিকরগাছা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (জেডিও), যশোর
৩	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর

নির্বাহী প্রধান নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ক্যাটাগরি :

	পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	উইমেন্স এডুকেশন ফর এডভান্সমেন্ট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট (উইভ), রাঙ্গামাটি
২	সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩	সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা, রাজবাড়ী

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর উৎসাহযোগ্য অর্জন :

সুফল্যোগ্য :

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন-এর ৪০০টি সহযোগী সংস্থাকে ১৪.৯৭ কোটি টাকা নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রায় ৯ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১৩ হাজার জন পুরুষ এবং ২৭ হাজার জন মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৪০ হাজার জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অফিস ভবন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১২তলা অফিস ভবনের টাওয়ার নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২তলা টাওয়ার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুনী, গ্লাস স্থাপন, টাইলস স্থাপন, প্লাস্টার ও রঙের কাজ, লিফট, এসি, সাবস্টেশন ও জেনারেটর, ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিক ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিশিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভায় গণপূর্ত বিভাগ হতে জানানো হয় যে, ৩১ মে ২০২৫ তারিখের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। পরবর্তীতে ৪টি ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যালয় নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

গ্রাম্যীয় এপ্যাক্স স্বচ্ছন্দ কার্যক্রম অর্থপ্রদান :

২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশন-এর ২৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৮৭.৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে মোট ৬,৪৫৯ জন উপকৃত হয়েছেন।

বিএনএফ-এর সাফল্যগাথা :

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন-এর অর্জনসমূহ নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইটে ‘বিএনএফ-এর সাফল্যগাথা’ প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে সকল স্তরের মানুষ ডাউনলোড করতে পারছেন এবং ফাউন্ডেশন-এর সাফল্যগাথা সম্পর্কে জানতে পারছেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএনএফ বার্তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ :

ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএনএফ বার্তা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ওয়েবসাইট হতে সকল

স্তরের মানুষ বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএনএফ বার্তা পড়তে পারছেন এবং ডাউনলোড করতে পারছেন। ফলে সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট হতে ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশনায় প্রকাশিত ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছেন।

স্বাংগ্যাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত :

a2i-এর সহযোগিতায় সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইট সংযুক্ত হয়েছে। ওয়েবসাইটে নানা ধরনের সেবাবক্স, তথ্য, কার্যক্রম, এসডিজি সংক্রান্ত, যোগাযোগ বক্স ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট হতে ফাউন্ডেশন-এর দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছেন। a2i কর্তৃক প্রদানকৃত ওয়েবসাইট ঠিকানা www.bnf.gov.bd।

বিএনএফ ওয়েব মেইল BCC-এর National Email System-এ সংযুক্ত :

বিএনএফ ওয়েব মেইল BCC-এর National Email System-এ সংযুক্ত হয়েছে। ডোমেইন বেজড ই-মেইলের (info@bnf.gov.bd) মাধ্যমে পত্রাদি আদান প্রদান করা হচ্ছে।

বিএনএফ-এর আম-বিধায়ক তহবিল :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-কে আয়-বিধায়ক তহবিল হিসেবে মোট ১৬০.০০ কোটি টাকা প্রদান করে। এছাড়া প্রারম্ভিক ব্যয় হিসেবে ফাউন্ডেশন-কে ২.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১.৭০ কোটি টাকা প্রারম্ভিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অবশিষ্ট ৩০.০০ লক্ষ টাকা আয়-বিধায়ক তহবিলে জমা করা হয়। ফলে ১৬০.৩০ কোটি টাকা ফাউন্ডেশন-এর আয়বিধায়ক তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আয়-বিধায়ক তহবিলের শর্ত মোতাবেক স্থায়ী আমানতের মুনাফা থেকে ২৫% হারে বিনিয়োগের বিধান অনুসরণ করে জুন ২০২৫ পর্যন্ত অতিরিক্ত জমাসহ ১৩২.২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এক নজরে আয়-বিধায়ক তহবিল

অর্থবছর	সরকারের নিকট আয়-বিধায়ক তহবিল হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	সরকারের নিকট প্রারম্ভিক ব্যয় হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	আয়-বিধায়ক তহবিল বিনিয়োগের পরিমাণ	বাধ্যতামূলক ২৫% হারে এবং অতিরিক্ত অর্থ তহবিলে জমা
১	২	৩	৪	৫
২০০৪-০৫	৫০,০০,০০,০০০	৬০,০০,০০০	৫০,৩০,০০,০০০*	-----
২০০৫-০৬	৫০,০০,০০,০০০	১,৪০,০০,০০০	৫০,০০,০০,০০০	১,৯০,৭৮,৩০৪
২০০৬-০৭	২৫,০০,০০,০০০		২৫,০০,০০,০০০	৫,৮০,০০,০০০
২০০৭-০৮	-----		-----	৮,৫০,০০,০০০
২০০৮-০৯	২০,০০,০০,০০০		২০,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
২০০৯-১০	৫,০০,০০,০০০		৫,০০,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০
২০১০-১১	-----		-----	৫,০০,০০,০০০
২০১১-১২	-----		-----	৬,০০,০০,০০০
২০১২-১৩	-----		-----	১১,৫১,৭৭,০০০
২০১৩-১৪	১০,০০,০০,০০০		১০,০০,০০,০০০	৭,০০,০০,০০০
২০১৪-১৫	-----		-----	৭,১৯,৫০,৭৮৫
২০১৫-১৬	-----		-----	৯,৭৭,৯৩,৯১১
২০১৬-১৭	-----		-----	৪,১০,০০,০০০
২০১৭-১৮	-----		-----	৪,১৫,০০,০০০
২০১৮-১৯	-----		-----	৮,২৫,০০,০০০
২০১৯-২০	-----		-----	৯,৫০,০০,০০০
২০২০-২১	-----		-----	১০,০০,০০,০০০
২০২১-২২	-----		-----	৪,৫০,০০,০০০
২০২২-২৩	-----		-----	৫,০০,০০,০০০
২০২৩-২৪	-----		-----	৫,৫০,০০,০০০
২০২৪-২৫	-----		-----	৭,৫০,০০,০০০
মোট	১৬০,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	১৬০,৩০,০০,০০০	১৩২,২০,০০,০০০
সর্বমোট বিনিয়োগ			২৯২,৫০,০০,০০০ (কলাম ৪+৫)	



মোট আয়-বিধায়ক তহবিল ২৯২.৫০ কোটি টাকা

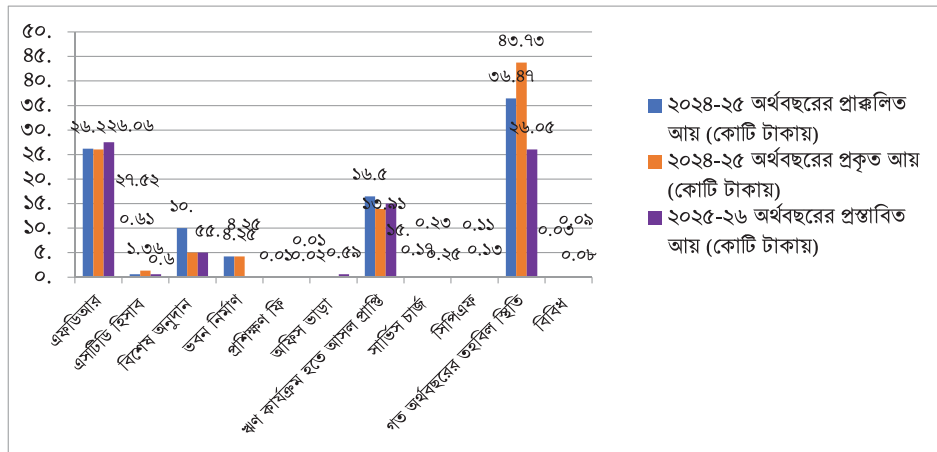
বাজেট পরিসংখ্যান :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ৯৪,২৫,৮০,০০০/- (চুরানব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা, প্রকৃত আয় ৯৪,৮০,১১,৬২৪/- (চুরানব্বই কোটি আশি লক্ষ এগারো হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকা। প্রকৃত ব্যয় ৬৮,৭৪,৫৮,০৬৪/- (আটষাট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার চৌষাট) টাকা এবং উদ্বৃত্ত ২৬,০৫,৫৩,৫৬০/- (ছাব্বিশ কোটি পাঁচ লক্ষ তিপান্ন হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা।

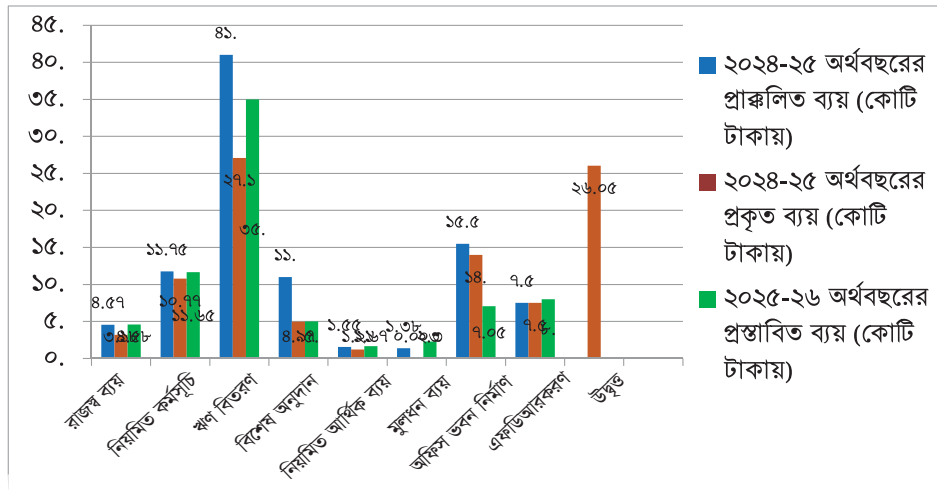
২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ধরা হয়েছে ৭৫,২৫,৭০,০০০/- (পঁচাত্তর কোটি পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা। সম্ভাব্য আয়ের খাতসমূহের মধ্যে এফডিআর বিনিয়োগ হতে ২৭,৫২,৬৬,৪৪০/- (সাতাশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ ছেষাট্টি হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা, এসটিডি হিসাব হতে প্রাপ্ত আয় ৬০.০০ লক্ষ টাকা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান ৫.০০ কোটি টাকা, অফিস ভবন হতে ভাড়া প্রাপ্তি ৫৯.০০ লক্ষ টাকা, ঋণ কার্যক্রম থেকে আসল প্রাপ্তি ১৫.০০ কোটি টাকা, অব্যয়িত ও অন্যান্য খাতে ২৬,৫৪,০৩,৫৬০/- (ছাব্বিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫,২৫,৭০,০০০/- (পঁচাত্তর কোটি পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয়ের খাতের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ৪,৫৮,২০,০০০/- (চার কোটি আটান্ন লক্ষ বিশ হাজার) টাকা, নিয়মিত আর্থিক ব্যয় ১.৬৭ কোটি টাকা, কর্মসূচি সংক্রান্ত ১১,৭৫,৫০,০০০/- (এগার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ঋণ বিতরণ ৩৫.০০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত ব্যয় ৫.০০ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় ২.২০ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় (অফিস ভবন নির্মাণ) ৭.০৫ কোটি টাকা, বিনিয়োগ (এফডিআর) ৮.০০ কোটি টাকা।

বাজেট আয়



বাজেট ব্যয়



২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক অডিট :

ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেম্বার্স হক এন্ড কোং-কে অডিটর নিযুক্ত করা হয়। উক্ত ফর্ম কর্তৃক অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিট রিপোর্টে আর্থিক কোনো অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্ছৃতি পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টে তিনটি বিষয়ে অবজারভেশন দেওয়া হয়েছে ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অফিস ভবন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং এফ-২০/ডি-এর ১০ কাঠা জমি বরাদ্দ করে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ভবনের নকশা প্রস্তুত করা হয় ও ভবনের নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য যে, ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ৯৯তম সভায় ২টি বেইজমেন্ট বিশিষ্ট ১২তলা অফিস ভবনের নকশা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের ১৬৭তম সভায় সংশোধিত নকশা অনুমোদিত হয়।

ভবন নির্মাণের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা। পরবর্তীতে ০৪ জুন ২০২৪ তারিখে প্রাক্কলিত অর্থ হতে যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে সেই সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা ৩য় ও ৪র্থ তলার এসির জন্য ১,০৩,৯৪,৩৫০/- (এক কোটি তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়।



১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে CCTV, PABX, Networking, Conference and Public Address Sound System স্থাপনের জন্য গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-কে ১,৪৯,৪৩,৮৪০/- (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তিতাল্লিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকার প্রাক্কলন প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। ১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে ফার্নিচার ক্রয়ের গণপূর্ত ই/এম কার্টের কারখানা বিভাগ-কে ১,০৭,৬৩,৭০১/- (এক কোটি সাত লক্ষ তেষটি হাজার সাতশত এক) টাকার প্রাক্কলন প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০ মার্চ ২০২৫ তারিখে ১,০৭,৬০,৭৯৮/- টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়। ভবন নির্মাণের জন্য সরকার হতে ৩১.০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক অবশিষ্ট অর্থ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতোমধ্যে ১২তলা টাওয়ার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুনী, গ্লাস স্থাপন, টাইলস স্থাপন, প্লাস্টার ও রঙের কাজ, লিফট, এসি, সাবস্টেশন ও জেনারেটর, ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিক ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিশিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভায় গণপূর্ত বিভাগ হতে জানানো হয় যে, ৩১ মে ২০২৫ তারিখের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। সে মোতাবেক জুন, ২০২৫ মাসে ভবনে উঠার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ভবনে উঠা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ০৪টি ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যালয় নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয়। অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইন্টেরিয়রসহ কিছু ফিনিশিং-এর কাজ এখনো চলমান রয়েছে। কাজ সম্পন্ন হলে ভবন উদ্বোধনের জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হবে।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ভবন

৬বিষয় কর্মপরিকল্পনা :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় :

- ** সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদলে (ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রমসহ) দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচির আওতায় সরকারি অর্থায়নে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ;
- ** দারিদ্র্যদূরীকরণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা; সেবা খাতে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশির ভাগ অনুদান ব্যবহারের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেভাবে তাদের সক্ষম করে তোলা;
- ** সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিএনএফ সরকারের সহযোগী হিসেবে লক্ষ্য পূরণে সমন্বিত উন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামীতে বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;
- ** ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যথাযথ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে 'ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট'-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে এবং a2i-এর সহযোগিতায় কার্যক্রম চলমান আছে। দ্রুত EOI প্রকাশ করা হবে;
- ** ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ফলাফল নিরূপণের জন্য 'ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন'-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক সহযোগী সংস্থার অনুকূলে প্রদত্ত অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল জানার জন্য পরিচালনা পরিষদের ১৭৯তম সভায় Joint venture of Glossy Media (Lead Firm) and Dobey International (Pvt.) সংস্থা কর্তৃক ইম্প্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক PPR ও ToR অনুযায়ী সংস্থার সাথে ইতোমধ্যে Agreement সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) ও মধ্য মেয়াদী (Midterm Report) ফাউন্ডেশনে জমা দিয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। দ্রুত ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে;

** বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য বিএনএফ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, অর্জিত সাফল্য ইত্যাদির একটি সৃজনশীল যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় 'প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ'-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে;

** প্রকল্প : ৫ বছর মেয়াদী একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা হিসেবে পাঁচ বছরে প্রস্তাবিত প্রকল্পে ২৫০ কোটি টাকার কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হবে। দেশি-বিদেশি অনুদান, সরকারের পরিচালন বাজেট এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নিজস্ব তহবিল হতে উক্ত অর্থের সংস্থান করা হবে;

** সরকারের নিকট বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ৫ কোটি টাকা হতে পর্যায়ক্রমে ৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব জানানো হবে।

তহবিলের অপ্রতুলতা ও জনবলের ঘাটতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বড় চ্যালেঞ্জ মর্মে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

প্রতিবেদনের বিভিন্ন বিষয় সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছক, পাই চার্ট এবং তুলনামূলক গ্রাফ সংযুক্ত করেছেন যাতে শ্রোতা/পাঠক সহজেই একনজরে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা পেতে পারেন। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে প্রতিবেদন বিষয়ে পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভাসমূহে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রতিপালন করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতা এবং নির্দেশনা প্রদান করায় গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ফাউন্ডেশন-এর চলমান কার্যক্রম আরও গতিশীল করা, তথা ভবিষ্যতে আরও কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ কামনা করেন।

সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থাপিত প্রতিবেদন সম্পর্কে নিম্নোক্ত পরামর্শ প্রদান করেন :

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ভবনটি কত মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে জানা যেতে পারে। প্রয়োজনে ইটউএস হতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।
- পরবর্তীতে নগর দারিদ্র্য (urban poor) নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

- ঋণদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা চলমান ঋণের ৭০% পরিশোধ না করলে পরবর্তী ঋণের জন্য বিবেচিত হয় না। গ্রাহক পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণি ঋণের ৭০% পরিশোধ করলে মূলধন ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা পরবর্তী ঋণ প্রাপ্তির জন্য চলমান ঋণের ৭০% পরিশোধের শর্তটি কিছুটা শিথিল করা যায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে সামাজিক ব্যবসায়িক কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।
- সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচি পরিদর্শনে গেলে ফাউন্ডেশন হতে লজিস্টিক সাপোর্ট (পরিবহন ব্যয়) প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ডোনার সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
- যে সকল সহযোগী সংস্থা বিএনএফ-এর কার্যক্রমে সক্রিয় নয় এদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নতুনভাবে সহযোগী সংস্থা তালিকাভুক্ত করে তালিকাটি হালনাগাদ করা যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ :

- বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বড় সমস্যা হলো তহবিলের অপ্রতুলতা। সীড মানি নির্ভর সংস্থাটি তহবিলের অপ্রতুলতার কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এবং
- বিএনএফ-এর নিজস্ব জনবলের ঘাটতি।

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ

- α বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- α ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- α বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯৪,৮০,১১,৬২৪/- (চুরানব্বই কোটি আশি লক্ষ এগারো হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৭৫,২৫,৭০,০০০/- (পঁচাত্তর কোটি পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
- α 'মেহফেল হক এন্ড কোং'-কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- α আয়-বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ও প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব এনজিও-স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)-কে দ্বিতীয় মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
- α আয়-বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি, ব্র্যাক-কে প্রথম মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
- α চাঁদা (contribution) প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরি ব্যতিরেকে সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হতে ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ও জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদকে দ্বিতীয় মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
- α চাঁদা (contribution) প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরি ব্যতিরেকে সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হতে জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে প্রথম মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া

বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন
পরিদর্শন

বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম
সরেজমিন পরিদর্শন

বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের
কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন

বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণ

২০২৪ সালের আগস্টের বন্যায় বিএনএফ-এর সহায়তা

বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ২০২৪ সালের বন্যায়
ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন

বিএনএফ-এর কর্মকাণ্ডে মাঠ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা

বগুড়ায় বিএনএফ-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ

অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে অনুদান প্রদানের জন্য এনজিও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়।

ধাপ-১

দরখাস্ত আহ্বান :

নিবন্ধিত এনজিওসমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সাধারণত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী এনজিওসমূহ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ফরম সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা প্রদান করে। এ পর্যন্ত ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩ এবং ২০২২ সালে অনুদান প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়।

ধাপ-২

নিম্নবর্ণিত কারণে অনুদানের আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য বিবেচিত হবে :

- ১। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত ফরম অনুযায়ী পূরণ করত আবেদন না করা হলে;
- ২। সরকারের বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অন্তত: ৩ বছর পূর্বে নিবন্ধিত না হয়ে থাকলে;
- ৩। স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নিরীক্ষণ ফর্ম কর্তৃক কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের নিরীক্ষা না করা হয়ে থাকলে এবং সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত না করা হলে;
- ৪। এনজিও'র সভাপতি/চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা (Office Bearer) হলে;
- ৫। যাদের কার্যক্রম কেবল ক্ষুদ্রাঞ্চ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ;
- ৬। সংযোজিত সকল জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পৃষ্ঠার ফটোকপি সংযুক্ত না করে থাকলে;
- ৭। আবেদনকারী সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে পূর্বে কখনো অনুদান পেয়ে থাকলে;
- ৮। আবেদনের সাথে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুকূলে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার

ডিডি/পে-অর্ডার সংযুক্ত করা না হলে;

- ৯। আবেদন ফরমে কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে কথাটি লেখা যাবে না। তথ্যটি না থাকলে নাই লিখতে হবে। কোনো ঘর ফাঁকা রাখা যাবে না;
- ১০। আবেদনকারী সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্র সংযুক্ত না করে থাকলে। অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাহী/কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাহী পরিষদের তালিকা সংযুক্ত না করে থাকলে;
- ১১। যে সকল জেলার জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে, সে সকল জেলার বাইরে থেকে আবেদন করা হলে;
- ১২। সারা দেশব্যাপী যে সব সংস্থার কার্যকরী কমিটিতে যৌক্তিক সংখ্যক প্রতিনিধী ব্যক্তি রয়েছে এবং একই সাথে অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধানত প্রতিনিধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এমন সব এনজিও ব্যতীত আবেদন করা হলে;
- ১৩। প্রকল্প প্রস্তাবনা অত্র ফাউন্ডেশনের নিকট নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী না হলে বা ফান্ড স্বল্পতাসহ বিশেষ কোনো কারণে অগ্রহণযোগ্য হলে;
- ১৪। আবেদনপত্র নিম্নোক্ত কারণে অসম্পূর্ণ হলে :
 - (ক) নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর (বাংলা ও ইংরেজি) না করে থাকলে;
 - (খ) আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সিল না থাকলে;
 - (গ) ওয়েবসাইট এ আপলোডকৃত অনুমোদিত আবেদন ফরম পরিষ্কার হস্তলেখা/কম্পোজ আকারে ফরম ছব্ব মিল না রেখে আবেদনপত্র দাখিল করা হলে;
 - (ঘ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত না থাকলে;
 - (ঙ) ব্যাংক হিসাব বিবরণীর (ন্যূনতম সর্বশেষ ছয় মাসের লেনদেনের) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত না থাকলে। সংস্থা যে নামে নিবন্ধিত, ঠিক সেই নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত না হলে;
 - (চ) হিসাব পরিচালনাকারীদের নাম ও পদবি উল্লেখপূর্বক ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র (মূল কপি) সংযুক্ত না থাকলে;

- (ছ) নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীর পাসপোর্ট সাইজ সত্যায়িত ছবি ২ কপি সংযুক্ত না থাকলে;
- (জ) প্রস্তাবিত প্রকল্প উপজেলার নাম, ইউএনও-র নাম এবং টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সংযুক্ত না থাকলে;
- (ঝ) প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা (৩ বছরের) সংযুক্ত না থাকলে;
- (ঞ) হলফনামা সংযুক্ত না থাকলে;
- (ট) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন/পূরণ/সংযুক্ত করা না হলে;
- (ঠ) উপযুক্ত ফরওয়ার্ডিং লেটারসহ 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' বরাবর আবেদন না করা হলে।

উপযুক্ত এনজিওগণের মধ্য হতে নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে :

- ১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আলোকে দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কার্যক্রম প্রস্তাব করা হলে;
- ২। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে;
- ৩। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড থাকলে;
- ৪। কর্মসূচির লক্ষ্যবদ্ধ দল অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী হলে;
- ৫। জনস্বাস্থ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে এমন দুর্বিপাক নিরসন যেমন আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি থাকলে;
- ৬। পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, মাদক বিরোধী কর্মসূচি থাকলে;
- ৭। বিশেষ করে ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণের লক্ষ্যে লাল/সোনালী চাল ও আটার সুফল এবং বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত (ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কারবাইড ইত্যাদি) খাদ্য বা ফল-ফলাদী খাওয়া ও এর ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি থাকলে;
- ৮। উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম, দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষামূলক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প;

৯। কর্মক্ষেত্র অনগ্রসর এলাকায় হলে।

- ❖ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত এনজিওদের অনুদান প্রদান করা হবে।
- ❖ অনুদানের অর্থ লক্ষ্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রদান করা হবে। প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার ও উপযোগিতা যাচাই করার জন্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে।
- ❖ প্রয়োজনবোধে পি.কে.এস.এফ./এফ.এন.বি/এনজিও নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে কোনো বিশেষ এনজিও সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

ধাপ-৩

পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন :

এ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের জন্য প্রথম দফায় (২০০৫) ৯১৭টি অনুমোদিত আবেদনের মধ্যে ৫৯৮টি এনজিওকে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রথম দফায় অনুমোদিত ৩১১টি আবেদনপত্র পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয় দফায় (২০০৭) ২,০৪৬টি আবেদন পাওয়া যায়। তারমধ্যে এনজিও বাছাই কমিটি ৪৮৬টি এনজিওকে অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদ সেগুলো অনুমোদন করে এবং আবশ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৪৯টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়।

তৃতীয় দফায় (২০১৩) ৩৯১টি আবেদন পাওয়া যায় এবং ৭৫টি এনজিওকে অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন এবং আবশ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭৩টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়। এযাবৎ সর্বমোট ১,১২০টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বাছাইকৃত এনজিওসমূহকে 'সহযোগী সংস্থা' হিসেবে গণ্য করে তাদের অনুদান প্রদান করে থাকে এবং তাদের দ্বারা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মেরুজমিন পরিদর্শন

রংপুর



জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ-কে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

আরডিআরএস বাংলাদেশ বিএনএফ-এর সাধারণ পরিষদে স্থায়ী সদস্য। ৮ মে আরডিআরএস বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ইমরুল কায়েস মুনিরুজ্জামান পিএইচডি এর আমন্ত্রণে জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর রংপুর কার্যালয়ে এক সভায় মিলিত হন। জনাব ইমরুল কায়েস মুনিরুজ্জামান পিএইচডি-এর আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর ফেডারেশনসমূহের মধ্যে যারা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে এবং ফেডারেশনসমূহের মধ্যে যারা পূর্বে সহযোগী হিসেবে ছিল কিন্তু এখন নাই তাদেরকে কিভাবে সংযুক্ত করা যায় সেবিষয়ে আলোচনা হয়।

রংপুর টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দের জন্য Monitoring & Evaluation বিষয়ে



রংপুর টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ মে প্রশিক্ষণের শেষদিন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন। সর্বশেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থীগণের হাতে প্রশিক্ষণ সনদ তুলে দেন।

জয়পুরহাট

তৎকালীন চেয়ারম্যান ২৯ নভেম্বর জয়পুরহাট সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

এ দিন পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের কনফারেন্স রুমে নওগাঁ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

হবিগঞ্জ



বিএনএফ-এর হবিগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নির্বাহী প্রধানগণের বক্তব্য শোনার পর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি হতদরিদ্রদের উন্নয়নে এবং এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর হবিগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা 'সুরূজা ডেল্টা ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন ও সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

নোয়াখালী



নোয়াখালী জেলায় কর্মরত বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ নোয়াখালী সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে তাঁদের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং সুফলভোগীগণের জীবনমান উন্নয়নে কী প্রভাব পড়েছে তা চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন।

তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী সদর উপজেলার চর শোল্লাকিয়ায় অবস্থিত হটিকালচার ট্রেনিং সেন্টারে বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থা ‘অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় হটিকালচার সেন্টারের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ রফিক উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। বিএনএফ হতে সহায়তা পেয়ে সুফলভোগীগণ কেমন উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে চেয়ারম্যান খোজ-খবর নেন। আলোচনা শেষে অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

কুমিল্লা



বিএনএফ-এর অনুদানে কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত দেশি জাতের মুরগিসহ মুরগির খাঁচা পরিদর্শনে বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা’ দেশি জাতের মুরগিসহ মুরগির খাঁচা, গরু, ছাগল ও সেলাই মেশিন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান ৮ এপ্রিল ২০২৫ হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত এ সকল কর্মসূচির সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে বাস্তবায়িত খাঁচায় দেশি মুরগি পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

দিপাজঙ্গ

বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ৭ মে ২০২৫ সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় ‘প্রগতিশীল নারী প্রচেষ্টা’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সেলাই মেশিন পাওয়া সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি বাস্তবায়িত সেলাই মেশিন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

ঝাংকাঠি



ঝাংকাঠি জেলার সহযোগী সংস্থা সাইডো-এর ছাগল পালন কর্মসূচিতে সুফলভোগীগণের মধ্যে ছাগল বিতরণ করছেন

জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ২১ মে রাজাপুর উপজেলায় অফিসার্স কল্যাণ ক্লাব কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা ‘চিলড্রেন এন্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সাইডো)’ কর্তৃক ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় জনাব রাহুল চন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডা. মোঃ আবদুল্লাহ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মোজাম্মেল, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জনাব সঞ্জীব চন্দ্র মজুমদার, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসারসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান সুফলভোগীগণের মধ্যে ছাগল বিতরণের আগে তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে নিয়মিত অনুদানের অর্থে ১৮ জনকে ৩৬টি ছাগল এবং বিশেষ অনুদানের ২য় কিস্তির অর্থে ১২ জনকে ২৪টি ছাগল বিতরণ করেন।

তিনি একই দিন ঝাংকাঠি সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায়

প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব আশরাফুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব মোঃ কাউছার হোসেন, উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব অন্তরা হালদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) এবং জনাব শফিউল আলম, সহকারী কমিশনার (নেজারত) উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল



সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ওরিয়েন্টেশন অন ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ এন্ড ওয়ে অব ইমপ্লিমেন্টেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

১৮-২২ মে ২০২৫ পর্যন্ত বরিশাল সদরে ‘সেইন্ট বাংলাদেশ’-এর ট্রেনিং সেন্টারে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। ২২ মে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের হাতে প্রশিক্ষণ সনদ তুলে দেন। সনদ বিতরণের পর তিনি সেইন্ট বাংলাদেশ-এর কনফারেন্স রুমে বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

শেরপুর

চেয়ারম্যান ২২ জুন শেরপুর জেলার ‘রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)’ কার্যালয়ে সংস্থার কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশন



শেরপুর জেলার আরডিএস কর্তৃক গরু বিতরণ অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরে নালিতাবাড়ী উপজেলার মরিচপুরাণ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে আরডিএস কর্তৃক গরু বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ৫ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৫টি গরু বিতরণ করেন। সভায় জনাব ফারজানা আক্তার ববি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নালিতাবাড়ী; ডা. মোঃ ফয়জুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মরিচপুরাণ ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ দিন সন্ধ্যায় শেরপুর সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব তরফদার মাহমুদুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব মোসাঃ হাফিজা জেসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ভূঁইয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর সদর এবং জনাব জি. এম. এ মুনিব, সহকারী কমিশনার (নেজারত) সভায় উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল

তিনি ২৩ জুন টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে অবস্থিত ‘সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস)’ কার্যালয়ে সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ‘সাস’ কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে সরেজমিন পরিদর্শন

কিনোইদহ

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২৩ আগস্ট ২০২৪ কিনোইদহ জেলার ‘হেল্প দি পুওর’ সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি ১৩ ডিসেম্বর কিনোইদহ সদর উপজেলার ‘যৌথ অগ্রসরমান সৃজক সংস্থা (জাগো)’ নামক সহযোগী সংস্থা বিএনএফ-এর অনুদানে অসহায় ও দুস্থ নারীর মাঝে বিনামূল্যে বকনা বাছুর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। পরানপুর গ্রামের ৫ জন নারীকে ৫টি বকনা বাছুর প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল বারী, ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের নারী ইউপি সদস্য জনাব মোছাঃ সালমা খাতুন, জাগোর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাজ্জাদুল শরীফ ও এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কিনোইদহ জেলার ‘মুক্তির সংগ্রাম’ নামক সহযোগী সংস্থা বিএনএফ-এর অনুদানে ১৯ জন অসহায় ও দুস্থ নারীকে ৩ মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রত্যেককে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৪ ডিসেম্বর ১৯ জন সুফলভোগীর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ২১ ফেব্রুয়ারি কিনোইদহ জেলার ‘হেল্প দি পুওর’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত অনুদানে মিয়াকুন্ডু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ ইকতার আলী, প্রধান শিক্ষক, মিয়াকুন্ডু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুফলভোগীগণের হাতে ২টি করে ছাগল তুলে দেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে কিনোইদহ জেলার কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত গরু ও ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শনে বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এপ্রিল কিনোইদহ জেলার ‘কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ নামক সহযোগী সংস্থা কার্যালয়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে মাঠ পর্যায়ে গরু ও ছাগল প্রাপ্ত সুফলভোগীগণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পরিদর্শন করেন।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ৯ জুন ২০২৫ ‘হেল্প দ্যা পুওর’ নামক কিনোইদহ জেলার সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে বিতরণকৃত ছাগল সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে কিনোইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার আরডিসি কর্তৃক গাভি পালন কর্মসূচিতে সুফলভোগীগণের মধ্যে বকনা বাছুর বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহেশপুরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১১ জুন কিনোইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘আরডিসি’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানের ১ম পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে গরু বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। মহেশপুর উপজেলার ফতেপুর গাজীরগনেছা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ জন হতদরিদ্রের প্রত্যেককে ১টি করে বকনা বাছুর প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খাদিজা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ড. নুর আলম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মহেশপুর।

যশোর

তিনি ২৪ আগস্ট যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা’-এর চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। জনাব রহমান মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সমাধান’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ‘গাভি পালন কর্মসূচি’ গ্রহণ করে। সমাধান এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি কেশবপুর উপজেলায় ইমাননগর দারুস সালাম জামে মসজিদ সংলগ্ন চত্বরে ৭ জন দরিদ্র নারীর মধ্যে ৭টি বকনা গরু বিতরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং ৭ জন দরিদ্র নারীর মধ্যে ৭টি বকনা গরু বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরীফ নেওয়াজ, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেশবপুর; জনাব মুহা. আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, কেশবপুর; জনাব রেজাউল ইসলাম, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কেশবপুর ও জনাব সুপ্রভাত কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক, গড়ভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।



বিএনএফ-এর অনুদানে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সম্মিলনী সেবা সংস্থা’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সংস্থাটি কেশবপুর উপজেলার বড়েকা সম্মিলনী বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে ৯ মে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়েকা সম্মিলনী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক জনাব মধুসূদন চক্রবর্তী, মঙ্গলকোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব রেজাউল করিম, আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুর রহমান, পাথরা পল্লী উন্নয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোস্তফা কামাল হিরো, পাঁচারই টিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মশিয়ার রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৫টি বিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্র ও ২৬ জন ছাত্রীর নিকট বাইসাইকেল হস্তান্তর করেন।

পিরোজপুর

জেলার সহযোগী সংস্থা ‘এসোসিয়েশন অব রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (এরিক)’ বিএনএফ-এর অনুদানে ১৭ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে মা ছাগল এবং ৬ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ১টি করে ৬টি গরু বিতরণ করেন। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১১ অক্টোবর ২০২৪ বিতরণকৃত ছাগল ও গরু সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

ঝাংকাটি

১২ অক্টোবর ঝাংকাটি জেলার সহযোগী সংস্থা ‘মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিট্যাবল সোসাইটি’ অফিসে ঝাংকাটি জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালকগণের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিট্যাবল সোসাইটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত ছাগল ও গাভি পালন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

মাগুরা



বিএনএফ-এর অনুদানে মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা পল্লী প্রকৃতি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ছাগল পালন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ৩১ অক্টোবর ২০২৪ মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘পল্লী প্রকৃতি’ কর্তৃক বিএনএফ-এর অনুদানের বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন এবং জনবান্ধব আর কী কী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

পল্লী প্রকৃতি ১৫ জন দরিদ্র মহিলার প্রত্যেককে বিনামূল্যে ২টি করে ছাগল প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১ নভেম্বর ছাগল পালন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ মাগুরা জেলার ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত নিয়মিত অনুদান, বিশেষ অনুদান, প্রণোদনার ঋণ বিতরণ, সুফলভোগীগণের সার্বিক অবস্থা এবং ঋণ আদায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০ ফেব্রুয়ারি মাগুরা সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর দাস পাড়ায় (ঋষি সম্প্রদায়) ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ বিশেষ অনুদানে ইতোপূর্বে ২ দফায় ৩৪টি সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। লক্ষ্মীপুর দাস পাড়া (ঋষি সম্প্রদায়)-এর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আরো কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে সুফলভোগী ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে তিনি মতবিনিময় করেন। তিনি ‘সেইভ দি উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বিশেষ অনুদানের ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১ এপ্রিল ২০২৫ মাগুরা সদর উপজেলার ‘পল্লী প্রকৃতি’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত অনুদানের ১২তম পর্যায়ের চলমান কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি ২ এপ্রিল পল্লী প্রকৃতি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের সুফলভোগীগণের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএনএফ হতে প্রাপ্ত উপকরণ ব্যবহার করে দারিদ্র্যবিমোচনে তাঁদের উৎসাহ প্রদান করেন।

মাগুরা জেলার ‘বাক্সো ফাউন্ডেশন’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নতুন করে তালিকাভুক্ত হয়ে ১ম পর্যায়ের অনুদানের জন্য বাজেট জমা দিয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাক্সো ফাউন্ডেশন-এর সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য তিনি ১১ মে বাক্সো ফাউন্ডেশনে যান এবং তাদের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে মাগুরা জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেইভ দি উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনে বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১০ জুন মাগুরা জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ‘রোভা ফাউন্ডেশন’, ‘সেইভ দ্যা উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন’ এবং ‘পল্লী প্রকৃতি’ কর্তৃক বিশেষ অনুদানের মাধ্যমে ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্মাণকৃত স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

চুয়াডাঙ্গা



বিএনএফ-এর অনুদানে চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা রিসো-এর মাধ্যমে বিতরণকৃত নিরাপদ খাবার ভ্যান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘রিসো’ কর্তৃক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি রিসো বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে পাওয়া ৩ লক্ষ টাকা অনুদানে ‘স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার বিক্রির জন্য ৮ জন নারী ফেরিওয়ালাকে ৮টি নিরাপদ খাবার ভ্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘উষা বাংলাদেশ’ দরিদ্র মানুষকে ভ্যান প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। উষা বাংলাদেশ ৪ লক্ষ টাকা অনুদানে ১৫ জন দরিদ্র মানুষকে ১৫টি ভ্যান প্রদান করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১০ মে ২০২৫ ভ্যানপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করত ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং মতবিনিময় শেষে বিতরণকৃত ভ্যানগুলো সরোজমিন পরিদর্শন করেন।

বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের মদ্যম্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অবজ্ঞমিন পরিদর্শন

চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ১০ নভেম্বর ২০২৪ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় বিএনএফ-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা পার্ক, উপকূল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও সমতা মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ৭৬ জন সুফলভোগীর মধ্যে উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুফলভোগীগণের মধ্যে বিএনএফ-এর অনুদানে টিন বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের তৎকালীন সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, অত্র এলাকায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম নির্বাহের লক্ষ্যে বিএনএফ প্রতিটি সংস্থার অনুকূলে ৪ লক্ষ টাকা করে মোট ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করে। তিনি সুফলভোগীগণের মধ্যে ছাগল,

মোরগ-মুরগি ও সিংগাড়া, সামুচা, পুরি, ইত্যাদি তৈরির উপকরণ আলু, ডাল, বেসন, পিয়াজ ইত্যাদি এবং ঘর নির্মাণের জন্য টিন বিতরণ করেন। উপকরণ বিতরণ শেষে তিনি 'ইপসা' কর্তৃক বাস্তবায়িত সেলাই মেশিন প্রদান ও ছাগল প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



ইপসা-এর কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের তৎকালীন সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস।

তিনি ১১ নভেম্বর সীতাকুণ্ডে 'ইপসা'-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উদ্বৃত্তন কর্মকর্তাগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি সীতাকুণ্ডে ইপসা আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিএনএফ অর্থায়নে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ইপসা'র পরিচালক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীগণের সমন্বয়ে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণ

জনাব মোঃ নবাবুর রহমান
(সাবেক সিনিয়র জেলা জজ)
পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থা 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি'। ১৯৮৯ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সংস্থাটি স্বৈচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ঐ উপজেলায় স্যানিটেশন এবং বিস্কুদ পানি সরবরাহের জন্য কাজ শুরু করে। ফলে এলাকার জনগণ বহুমুখী সেবা গ্রহণ করে। এরপর সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে তালিভুক্তির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ১-১৩তম নিয়মিত পর্যায়ের এবং ২টি বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ঐ সকল কার্যক্রমে মোট ৩৮,২৬,৮৩৩/- টাকা বরাদ্দ করে।



বিএনএফ-এর অনুদানে গাইবান্ধা জেলার সহযোগী সংস্থা মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা।

ঐ অর্থ সংস্থাটি সাঘাটা উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন যথাক্রমে জুমারবাড়ি, সাঘাটা ও হলদিয়ায় প্রতিবন্ধী পূর্ববাসন ও উপকরণ সহায়তা, রান্নার চুলা স্থাপন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, চক্ষু অপারেশন, বেকার ও দুঃস্থ নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ, ছাগল বিতরণ, ইত্যাদির উপর কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে এলাকার প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ নানাভাবে উপকৃত হন। সংস্থাটি আমি পরিবীক্ষণ করি। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৩তম পর্যায়ের কার্যক্রমে ১৫ জন দুঃস্থ নারীর

মধ্যে ২টি করে মোট ৩০টি মা ছাগল বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে এ কার্যক্রমে ৩.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। সুফলভোগীগণের ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রত্যেক সুফলভোগীকে ২টি করে মা ছাগল প্রদান করে। সংস্থাটি যমুনা নদীর চরাঞ্চলে অবস্থিত সাঘাটা উপজেলার গোবিন্দপুর ও হলদিয়া গ্রামের দুঃস্থ নারীদের মধ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়।

আমি পরিবীক্ষণের সময় প্রতিটি সুফলভোগীর বাড়িতে গিয়েছি। তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেছি। সকলের আর্থিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারি যে, তাঁরা কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, কেউ ছেলে-মেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এরকম নারীদের মধ্যে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হওয়ায় তাঁরা সকলে উপকার পাওয়ার কথা জানান। তাঁদের আর্থিক উন্নয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়। ছাগলগুলো বিক্রি না করে নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পরামর্শ দেই। এছাড়াও সংস্থাটির নথিপত্র এবং যাবতীয় প্রাসঙ্গিক রেজিস্টার পর্যালোচনা করে সংস্থাটিকে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণের পরামর্শ অনুসরণ করার জন্য বলা হয়। সুফলভোগীগণের তালিকা করার সময় নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে তালিকা তৈরির জন্য বলা হয়। একই সাথে সুফলভোগীগণের সাথে যোগাযোগ করে কার্যক্রমের ফলোআপ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এভাবে এগিয়ে গেলে সংস্থার জবাবদিহিতা ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করি। একই সাথে দারিদ্র্যবিমোচনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম
(অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব)
পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে বাস্তবায়িত পোষাক তৈরি প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচিতে রয়েছে দারিদ্র্যবিমোচনের অসীম সম্ভাবনা। গত ১১-০৬-২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৫তম পর্যায়ের ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদানে 'ডেভেলপমেন্ট অব মহিলা সোসাইটি (ডিএমএস)' ফুলতলা, খুলনা কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৮ জন সুফলভোগী নারীর মাঝে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করি। ১৮ জন সুফলভোগী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং বিনামূল্যে সেলাই মেশিন পেয়ে প্রত্যেকে স্থানীয় ছেলে ও মেয়েদের পোষাক তৈরির মাধ্যমে তাঁদের আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে এদের মধ্যে ১০ জন সুফলভোগী নিজ এলাকাতে বিভিন্ন পোষাক বানিয়ে মাসে গড়ে ২-৪ হাজার টাকা আয় করছেন এবং ৬ জন স্থানীয় টেলারের

সাথে সংযুক্ত হয়ে দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছেন। এতে প্রত্যেক পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে, যা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।

যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দারিদ্র্যবিমোচনের অন্যান্য দৃষ্টান্ত হতে পারে :

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের জন প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে-

- ক) এলাকার প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ড্রেস বানানো ও সরবরাহে বিএনএফ-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া;
- খ) জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন টেলারের সাথে সংযুক্ত করে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;
- গ) সুফলভোগীগণের গঠিত সমিতির মাধ্যমে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পোষাক তৈরি ও সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এসব পদক্ষেপ কার্যকর করতে সহযোগী সংস্থাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিএনএফ-এর সাথে জড়িত অন্য সহযোগী সংস্থার জন্য এটি অনুসরণীয় হতে পারে। ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে এ সব সুফলভোগীগণের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার

সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। বিএনএফ-এর মাধ্যমে জেলা শহর, সদর উপজেলাতে কর্মসূচিটি ব্যাপক সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিএনএফ-এর পোষাক তৈরি প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ-এর সুনাম আরো বিস্তৃত হবে এবং নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে।



বিএনএফ-এর অনুদানে খুলনা জেলার সহযোগী সংস্থা ডিএমএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা।

২০২৪ মানের আগস্টের বন্যায় বিএনএফ-এর মহামুহুর্তা

ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও কুমিল্লা জেলায় বন্যায় কয়টি জনগণের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা বিএনএফ:

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও কুমিল্লা জেলায় হঠাৎ বন্যা দেখা দেওয়ায় পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট ও ফসলি জমি। লাখ লাখ মানুষ ও পশু-পাখি হয় পানিবন্দী। এ সব এলাকায় তীব্র সংকট দেখা দেয় খাবার ও বিস্তৃত পানির। বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট তলিয়ে যাওয়ায় রান্নার সুযোগ না থাকায় অনাহারে থাকতে হয় এলাকাবাসীকে। বিশেষ করে গরিব শ্রেণির মানুষ পড়ে তীব্র খাদ্য ও পানি সংকটে।



বিএনএফ-এর পক্ষ হতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় বন্যাকবলিত জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এসেছে। আগস্টের বন্যায় অসহায় গরিবদের খাবার সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ফেনী জেলার 'গ্রামীণ প্রগতি সংস্থা' ও 'গ্রামীণ প্রোগ্রাম', লক্ষীপুর জেলার 'শিশু ও নারী উন্নয়ন সংস্থা (সিডরিউডিএ)', নোয়াখালী জেলার 'এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আবসা)' এবং কুমিল্লা



বিএনএফ-এর পক্ষ হতে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও আদর্শ সদর উপজেলায় বন্যাকবলিত জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

জেলার 'প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থাকে মোট ১.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে।



বিএনএফ-এর পক্ষ হতে ফেনী সদর উপজেলায় বন্যাকবলিত জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ



বিএনএফ-এর পক্ষ হতে লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় বন্যাকবলিত জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

সহযোগী সংস্থাসমূহ পরিমাণ মতো চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, লবণ, তেল, ইত্যাদির সমন্বয়ে ১৭০টি প্যাকেট করে। প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে প্যাকেট বিতরণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে বন্যাকবলিত জনগণের মাঝে খাবার বিতরণ করেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। গ্রামীণ প্রগতি সংস্থা ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায়, গ্রামীণ প্রোগ্রাম ফেনী সদর উপজেলায়, শিশু ও নারী উন্নয়ন সংস্থা লক্ষীপুর সদর উপজেলায়, এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আবসা) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় এবং প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও আদর্শ সদর উপজেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে।

১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য ১.২০ কোটি এবং অন্যান্য অসহায়ের ২৩.০০ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর :

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ভয়াবহ বন্যায় ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে এক সভার মাধ্যমে ৩০টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১.২০ কোটি টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করে।

সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি বিতরণ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন এবং খামার, ঘর-বাড়ি ও দোকান মেরামত, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারসহ ১১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

২০২৪ আগের অগাস্টের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি জেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে ১.২০ কোটি টাকা বিতরণকৃত অনুদানে গৃহীত কার্যক্রম :

গৃহীত কার্যক্রম	উপকরণের সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ঘর মেরামত	১৫৮	৩,৫৪৪
গাভি বিতরণ	৬১	
সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ	৮০	
খাঁচায় দেশি মুরগি পালন	২৩	
নলকূপ মেরামত ও স্থাপন	৩৭	
মৎস্য খামারে সহযোগিতা	১০	
ছাগল বিতরণ	৩৫৪	
ভ্যান বিতরণ	৫	
মুদি দোকানের মালামাল প্রদান	১	
মোট	৭২৯	

এছাড়াও, এ দিন গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কর্মসূচির জন্য ১৫.৫০ লক্ষ, বিশেষ অনুদান হিসেবে ৪.০০ লক্ষ এবং নিয়মিত অনুদান হিসেবে ৩.৫০ লক্ষসহ মোট ১.৪৩ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। বিতরণকৃত অনুদানে ২,২৫০ জন মহিলা এবং ১,৭৫৯ জন পুরুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান, সভাপতিত্ব করেন বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল’-এ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১ (এক) দিনের বেতন প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় বন্যার্তদের সহায়তার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের ডিসক্রিশনারি ফান্ড হতে ৫টি সহযোগী সংস্থাকে ১.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ২০২৪ আন্দের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা



বিএনএফ-এর বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা এসপা কর্তৃক লক্ষীপুর
সদরে বন্যার্তদের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা

২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নির্দেশনা পেয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা হতে বিএনএফ-এর ৮০টি সহযোগী সংস্থা ২৭,৩৭০ জনকে শুকনা খাবার, রান্না করা খাবার, বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী, খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও অন্যান্য ঔষধ বিতরণ করেছে এবং ২৮,০৭,৫৪০/- টাকা বিভিন্ন মাধ্যমে (যথা : প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, ডিসি অফিস, বিভিন্ন এনজিও) নগদ প্রদান করেছে। এছাড়া বিএনএফ-এর ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থা ইএসডিও বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৫০.০০ লক্ষ টাকার সহায়তা প্রদান করেছে।



বিএনএফ-এর বাগেরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা সেবা মানব কল্যাণ কর্তৃক
ফেনী জেলা দাগনভূঞা উপজেলায় বন্যার্তদের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন

সহযোগী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় কর্মএলাকায় বাস্তবায়িত কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা হয়ে থাকে, যাতে বাস্তবায়িত কর্মসূচি সম্পর্কে এলাকার সর্বসাধারণ অবগত হতে পারেন। তথ্যবোর্ডে কী কী তথ্য উল্লেখ করতে হবে তা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

৩ ফুট

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড

- ০১। কর্মসূচির নাম :
- ০২। মেয়াদকাল :
- ০৩। অনুদানের পরিমাণ :
- ০৪। কর্ম এলাকার গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ইত্যাদি :
- ০৫। কী কী বিষয়ে সহায়তা/প্রশিক্ষণ/উপকরণাদি/চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
- ০৬। উপকারভোগী (কারা বা কত পরিবার হবে যেমন দুগ্ধ, প্রতিবন্ধী, মহিলা, শিশু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য) :
- ০৭। অর্থায়নে : বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
- ০৮। বাস্তবায়নে : (সহযোগী সংস্থার নাম)

৫ ফুট



বিএনএফ-এর কর্মকাণ্ডে মাঠ প্রশাসনের অঙ্গীকার



বিএনএফ-এর অনুদানে চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা রিসো কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ খাবার গাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব নাজিবুল আলম, উপজেলার নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা। পাশে উপস্থিত বিএনএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। শুরু থেকেই জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পরামর্শ ও সম্পৃক্ততায় সকল সহযোগী সংস্থাকে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় সর্বস্তরে অবহিত

করণার্থে কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য সকল সংস্থাকে ইতোমধ্যে পত্র দেওয়া হয়েছে। অনুদানের অর্থে বিতরণযোগ্য উপকরণ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালনসহ জাতীয় দিবসসমূহ সহযোগী সংস্থা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে পালন করে থাকে। বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদান সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মতামতেরভিত্তিতে বাস্তবায়ন ও ১ম কিস্তির অর্থ বাস্তবায়নের পর পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, নতুন সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মতামতেরভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত কর্মসূচি সংক্রান্ত অন্যতম প্রমাণক জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রত্যয়পত্র। মাঠ প্রশাসনে কর্মরত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করে থাকেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বগুড়ায় বিএনএফ-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ



টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বগুড়া জেলার 'মম ইন' হোটেলে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দুই দশক'। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিলুর রহমান এনডিসি, পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ, ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম, বিএনএফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে আগত ৩০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধিবৃন্দ টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন।



টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে উপস্থিতি

সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব সেহেলী পারভীন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোছাম্মাৎ জাকিয়া লাবনী, নির্বাহী অফিসার এবং জনাব লিয়াকত মোস্তফা, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য তিনি উপস্থিত পরিচালনা পরিষদ সদস্য, বিএনএফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান/প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিশেষ করে টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষণ বিনিময়ের সুযোগ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিলুর রহমান এনডিসি টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ-এর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে উপস্থিত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিএনএফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সমন্বয়ে অনুদান, ক্ষুদ্রঋণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণে ৪টি বিষয়ে ৪টি টিম গঠন করা হয়। প্রতিটি টিম বিএনএফ-এর চলমান কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার জন্য ধারণা প্রদান করে। প্রতিটি টিম পর্যায়ক্রমে তাদের প্রস্তাবিত ধারণাসমূহ উপস্থাপন করে। বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি
টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এমডিজি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে

এসডিজি ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

এসডিজি ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

এসডিজি ৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

এসডিজি ৪ : সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

এসডিজি ৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

এসডিজি ৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

এসডিজি ৭ : সকলের জন্য শাস্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

এসডিজি ৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভিযানসমূহ :

এসডিজি-এর ক্র. নং.	এসডিজি-এর অধীষ্ট	বিএনএফ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
১	১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
২	২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার
৩	৩	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
৪	৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি
৫	৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
৬	৬	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
৭	৭	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
৮	৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

টেকমই উন্নয়ন অশীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

এসডিজি ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

গৃহীত কর্মসূচি : বিনামূল্যে ভ্যান প্রদান



বিএনএফ হতে ভ্যান পেয়ে সবজি বিক্রি করছেন যশোরের মোজাফফার শেখ

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার বিলপাড়া ধূলখামের মৃত গোলজার শেখের ছেলে মো. মোজাফফার শেখ পেশায় ভ্যানে করে সবজি বিক্রেতা। নিজস্ব ৪ শতক জায়গার উপর কোনোরকমে একটি টিনের ছাপরা ঘর তুলে বসবাস করেন। তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রীসহ মোট ৪ জনের সংসার। তাঁর দুই ছেলেই বেকার। দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত মো.

মোজাফফার শেখ। তিনি প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকায় ভ্যান ভাড়া নিয়ে সবজি বিক্রি করতেন। যে আয় হতো তা থেকে ভ্যান মালিককে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকতো তা দিয়ে কষ্টে চলতে হতো তাঁকে। সংসারের খরচ এ স্বল্প আয় দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সামর্থ্য না থাকায় নিজে ভ্যান কিনতে পারেননি। প্রতিদিন ভ্যান ভাড়াও পাওয়া

যেতো না। যে দিন ভ্যান ভাড়া পাওয়া যেতো না সেদিন তিনি ঝোলায় করে সবজি বিক্রি করতেন। এমন সময়ে মাঝে মধ্যে দু-এক বেলা না খেয়ে দিন যেতো তাঁদের। বিএনএফ 'হতদরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ভ্যান বিতরণ কর্মসূচি' বাস্তবায়নের জন্য 'পল্লী ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন'-কে ২০২৩ সালে বিশেষ বরাদ্দ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। পল্লী ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন সরেজমিন পরিদর্শন করে মো. মোজাফফার শেখ-কে সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে তাঁকে বিনামূল্যে একটি ভ্যান প্রদান করে।

বিনামূল্যে ভ্যান পেয়ে তিনি ও তাঁর পরিবার খুবই খুশি হন। বিনামূল্যে একটি ভ্যান পাওয়ায় এখন তাঁকে আর ভ্যান ভাড়া নিতে হয় না। ফলে ভ্যান ভাড়া বাবদ প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকা বেঁচে যায়। এতে তাঁর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি প্রতিদিন ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করে ৬০০-৭০০ টাকা, কোনো কোনো দিন আরো বেশি আয় করে থাকেন। এখন সে টাকা সঞ্চয় করে ছেলেদের জন্য একটি চায়ের দোকান করে দিয়েছেন। এখন সংসারে দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে যা আয়-ব্যয় করে এবং যা অবশিষ্ট থাকে তা দোকানে মালামাল তুলে দোকান বড় করছেন। বর্তমানে তাঁর ছেলেরা আর বেকার নেই। মো. মোজাফফার শেখের পরিবার এখন স্বাবলম্বী।

গৃহীত কর্মসূচি : ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

ফেনী সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিজয় সিং গ্রামের মো. সিদ্দিকুর রহমানের ৫ সন্তানের মধ্যে ছোট ইসমাইল হোসেন। পরিবার চালাতে গিয়ে বৃদ্ধ সিদ্দিকুর রহমানকে হিমশিম খেতে হয়। এ অবস্থার ইসমাইল লেখা-পড়ার বিকল্প হিসেবে বাবার অনুরোধে সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে দৈনিক মজুরিতে কাজ শুরু করেন। অল্প বয়সে মা-বাবার ভরণপোষণের ভার তাঁর উপর পড়ে। দৈনিক মজুরের কাজে সুবিধা করতে না পারায়



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে গাড়ি চালানোর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গাড়ি চালিয়ে আয় করে এ মাইক্রোবাস ক্রয় করেন।

হাতের কাজ শেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরি করে মোটর সাইকেল গ্যারেজে কাজ শেখা শুরু করেন। অভাবের সংসারে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে পূর্ণভাবে কাজ শেখার আগেই মোটর সাইকেল মেরামতের কাজ শেখাও বন্ধ করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ফেনী জেলার সহযোগী সংস্থা 'গ্রামীণ প্রোগ্রাম' ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ হতে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানে ইসমাইল হোসেনসহ ৫ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ১০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দৈনিক ৩ ঘন্টা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পাশাপাশি অন্যান্য কাজ করার সুযোগ থাকায় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

ইসমাইল হোসেন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শেষ করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর নিকট ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। এতে গ্রামীণ প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষও সহযোগিতা প্রদান করে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে ইসমাইল হোসেন একটি এমুলেস পরিবহনের মালিকের সাথে যোগাযোগ করে ড্রাইভার হিসেবে একটি এমুলেস চালানোর জন্য চাকরি নেন। ইসমাইল হোসেন আয় করতে শুরু করায় সংসারের অভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

এমুলেস চালানোর পাশাপাশি তিনি একটি গাড়ির কেনার স্বপ্ন দেখতেন। নিজের জমানো টাকা এবং কিছু টাকা ঋণ করে একটি রিকভিশন মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঋণ পরিশোধ করার সাথে সাথে মা-বাবার মুখেও হাসি ফুটেছে। তিনি এখন একটি মাইক্রোবাসের মালিক।

এসডিজি ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

গৃহীত কর্মসূচি : মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় এলাকায় দিনে দিনে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটিতে বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটিতে নাইট্রোজেন গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে একই সাথে মাটির গুণাগুণ কমে যাচ্ছে। সুন্দরবন সংলগ্ন সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের শ্রীফলকাটি গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন 'নকশীকাঁথা'-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে ৩০ জন মহিলাকে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তার জন্য ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করে।



বিএনএফ হতে সহায়তা পেয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করছেন সাতক্ষীরার রোজিনা বেগম

শ্রীফলকাটি গ্রামের মোমিন মোল্যা ও মেরু বেগমের কন্যা রোজিনা বেগম (৩৮)। পিতা-মাতার আর্থিক দুরবস্থার কারণে মাত্র ১২ বৎসর বয়সে বিয়ে হয় পাশ্বেবর্তী গ্রামে। অল্প বয়সে পিতা মারা যাওয়ায় এবং কোন ভাই না থাকায় রোজিনা স্বামীকে নিয়ে মায়ের পরিবারে থাকতেন। এলাকায় দুই জনে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে প্রায় দশ বছর সংসার করেন। এ সময়ে জন্ম হয় দুটি কন্যা সন্তানের। তাঁর মা জামাতাকে নিজ সন্তানের মতো মনে করে ১০ কাঠা কৃষি জমি লিখে দেন তাঁর স্বামীর নামে।

বিয়ের দশ বছর পর রোজিনা বেগমের মা মারা গেলে তাঁর স্বামী সকলের অজান্তে দুই কন্যা সন্তান ও স্ত্রীকে ফেলে রেখে নিজ বাড়িতে চলে যান এবং কয়েক দিনের মধ্যে ডাকযোগে তালাকের কাগজ

পাঠান। দুই সন্তান নিয়ে রোজিনা দিশেহারা হয়ে পড়েন। উপায়ান্ত না পেয়ে রোজিনা অন্যের বাড়িতে ও দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালানো ও দুই মেয়েকে লেখা-পড়া শেখানোর চেষ্টা করেন।

নকশী কাঁথা মহিলা সংগঠন রোজিনা বেগমকে বিএনএফ-এর সহায়তায় ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির উপকরণ হিসেবে দুটি চাড়া, তিনশত গ্রাম কেঁচো, ৪টি খুটি, ছাউনির জন্য দুটি রঙিন টিন ও বেড়া দিতে পরিমাণ মতো জাল প্রদান করে ও প্রশিক্ষণ দেয়।

কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত গোবর নিজেরা সংগ্রহ করতেন। ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির জন্য একটি চাড়িতে ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর ও ১২৫ গ্রাম কেঁচো ব্যবহার করা হয়। ৪৫ দিন পর একটি চাড়া থেকে ২০ কেজি ভার্মি কম্পোস্ট সার ও ৩০০ গ্রাম

কেঁচো বিক্রি করেন। প্রতি কেজি সার ২০ টাকা ও প্রতি ১০০ গ্রাম কেঁচো ১০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। তিনি বর্তমানে চারটি চাড়িতে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে বিক্রি করছেন। কৃষকরা ও মাছ চাষীরা এ ভার্মি কম্পোস্ট কিনে জমিতে ও মাছ চাষে ব্যবহার করছেন।

এছাড়া রোজিনা বেগম নিজে বসতিভিত্তি ও বর্গা নেওয়া জমিতে ফসল উৎপাদনে এ সার ব্যবহার করছেন। জমিতে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করার ফলে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএনএফ ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করায় এর উপকারিতা দেখে এলাকার অনেকে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করছেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

গৃহীত কর্মসূচি : হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে সবজি চাষ



বিএনএফ-এর সহায়তায় গোপালগঞ্জে হাইড্রোপনিক্স/বাইরা/ধাপ পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বাংলাদেশে নদী মাতৃক দেশ। এ দেশে কোথাও কোথাও ৭/৮ মাস জলমগ্ন থাকে। জলাভূমি এবং জলাবদ্ধ এলাকায় কোন প্রকার চাষ করা সম্ভব হয় না। কিছু কিছু এলাকায় বছরে একবার মাত্র বোরো ধান চাষাবাদ করা যায়। নদ-নদীতে পলি অবক্ষেপণ এবং ভূমির অবনমন চলতে থাকায় জলাবদ্ধ এলাকার পানি নিষ্কাশন হতে পারছে না। অর্থাৎ আগামীতে জলাবদ্ধ এলাকার পরিমাণ না

কমে বরং বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ ধরনের জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান চাষই অন্যতম উপায়। এতে জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন না করে জলাভূমি সংরক্ষণ করা যায়।

পরিবেশের সাথে ভারসাম্য রক্ষা ও পদ্ধতিগতভাবে পানিতে ভাসমান অবস্থায় চাষাবাদ করা হলো হাইড্রোপনিক্স/বাইরা/ধাপ চাষ। অথবা সাধারণত পানির উপর মাটি ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমের উপর উদ্ভিদ জন্মানোর প্রক্রিয়াই হল হাইড্রোপনিক্স বা ভাসমান চাষ বা ধাপ চাষ। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জলাভূমি এলাকার কৃষকেরা যুগযুগ ধরে ধাপে চাষাবাদ করে আসছেন। এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ তার জীবনধারণ ও দৈনিক বৃদ্ধির জন্য পানি থেকে অথবা যে মাধ্যমের উপর সে জন্মে সে মাধ্যম থেকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে।

এ পদ্ধতিতে পানির উপর বিভিন্ন ধরনের জৈব উপকরণ দ্বারা ভাসমান ধাপ বা বেড তৈরি করে বা কৃত্রিম জমি তৈরি করে তার উপর বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় প্রায় ১০ হাজার হেক্টরের জলাভূমি নিয়ে চান্দার বিল। কৃষি নির্ভর চান্দার বিলের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নমানের। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যার প্রতিকার হিসেবে কোন পদক্ষেপ নিতে না পারার কারণে এ এলাকার মানুষ আজ দিশেহারা।



বিএনএফ-এর সহায়তায় গোপালগঞ্জে হাইড্রোপনিক্স/বাইরা/ধাপ পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বছরে একটি মাত্র ফসল বোরো ধানের উপর এলাকার লোকজন নির্ভরশীল। বছরে ৭-৮ মাস জলমগ্ন থাকে। বর্ষা মৌসুমে এদের তেমন কোন কাজ থাকে না। এ বিলে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এর মধ্যে কিছু ভাসমান (Free floating Aquatic Plants) এবং কিছু মাটির সাথে যুক্ত। ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মধ্যে কচুরিপানা এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এ কচুরিপানা দিয়ে স্তুপাকারে জমা করে বাইরা বা ধাপ (Hydroponics) তৈরি করে বর্ষা মৌসুমে ভাসমান বাগানে (Floating vegetable garden) বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি চাষ ও সবজির চারা উৎপন্ন করা হয়।

কচুরিপানা জৈব সারের একটি প্রধান উৎস। ধাপ চাষাবাদের পর পচা কচুরিপানা উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়। প্রায় ৬ মাস ভাসমান অবস্থায় সবজি চাষ হয় অন্যদিকে সেই পচা ধাপ দিয়ে জৈব সার হিসেবে শুকনা মৌসুমে বাড়ির আঙিনায় ঋতুভিত্তিক শাকসবজি চাষ করা হয়। এ চাষে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বেকার ও

দরিদ্র কৃষকের পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তাসহ নতুন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থা 'স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জ (এসইউএসজি)' উক্ত কর্মসূচিতে ২০ জন



বিএনএফ-এর সহায়তায় গোপালগঞ্জে হাইড্রোপনিক্স/বাইরা/ধাপ পদ্ধতিতে সবজি চাষ

সুফলভোগী নির্বাচন করে। ২০ জন সুফলভোগী ৬৫টি ধাপ তৈরি করেন। আকার ভেদে প্রতিটি ধাপ তৈরি করতে গড়ে খরচ হয় ২,৪০০/- টাকা। স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জ ৬৫টি ধাপ তৈরির খরচ বাবদ ১,৫৬,০০০/- টাকা এবং বিভিন্ন প্রকারের সবজির বীজ প্রদান করেছে। যেহেতু ধাপ তৈরি করে শাকসবজি চাষ ও চারা উৎপাদন করতে কোন নির্দিষ্ট জমির প্রয়োজন হয় না এবং ধাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় সেকারণে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক বাইরা চাষাবাদ করে সহজে আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিয়েছেন। এভাবে বিল এলাকায় ধাপ চাষাবাদে দারিদ্র্যদূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বাড়ির আঙিনায় ঋতুভিত্তিক ও ভাসমান ধাপে সবজিচাষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জ সুফলভোগীগণের ধাপ তৈরি ও সবজির বীজ কেনার জন্য অর্থ প্রদান করে এবং ধাপ তৈরি ও সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

সুফলভোগীগণের মধ্যে মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষির গ্রামের তারাপদ মন্ডলের স্ত্রী পুষ্প রানী মন্ডলকে ধাপ তৈরি ও সবজির বীজ কেনার জন্য ৭,৮০০/- টাকা প্রদান করে। পুষ্প রানী মন্ডল ১০ ফুট প্রস্থ ও ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্যের ৫টি ধাপ তৈরি করে সবজি চাষ করেন। এ ধাপে কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেই লাউ, শিম, কুমড়ার, ডাটা, কচু, লালশাক, ঢেউস এবং বাড়ির আঙিনায় বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থার কর্মী সুফলভোগীগণের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করেন। ৫টি ধাপ থেকে প্রথম ৯ মাসে আনুমানিক ১,১০,০০০/- টাকা আয় করেছেন। এতে তাঁর পরিবারের সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। পুষ্প রানী কিছু টাকা এনজিওতে সঞ্চয় করেন।

এসডিজি ৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

গৃহীত কর্মসূচি : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের (প্রতিবন্ধী) পুনর্বাসন ও উন্নয়নে বকনা বাছুর প্রদান



বিএনএফ হতে ১টি প্রদানকৃত গাভি থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) হালিম আলী-এর গরু

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কুষ্টিয়া জেলার সহযোগী সংস্থা 'সবার সাথে গড়বো প্রতিবন্ধী সংস্থা'। সংস্থাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। সংস্থার সভাপতিও একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবার সাথে গড়বো প্রতিবন্ধী সংস্থা-এর মাধ্যমে গবাদি পশু পালন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সবার সাথে গড়বো প্রতিবন্ধী সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি করে বকনা বাছুর প্রদান করে।

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় গোপালপুর গ্রামে মোঃ আমিরুল ইসলাম ও মাতা মোছাঃ আলেয়া খাতুন-এর ৫ সন্তানের মধ্যে ২য় সন্তান হালিম আলী। হালিম আলীর জন্মের দুই বছর পর হঠাৎ কাপুনি দিয়ে জ্বর আসে। অনেক দিন এ জ্বর থাকে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় ডাক্তার

দেখাতে পারেনি তাঁর পিতা। কবিরাজের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা করানো হয়েছিল। এ সময়কার কারণে হালিম আলীর এক হাত ও পা অবস হয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলে। হালিম আলীর এ অবস্থা হলে তাঁর প্রতি পরিবারের অবহেলা করতে থাকে।

তাকে তো চিকিৎসা করানোই হয়নি উপরোক্ত ঠিকমত খাবারও দেওয়া হতো না। ভালো খাবার রান্না করলেও হালিমকে খেতে দিতো না এবং পোষাকও দিতো না। পরিবার তাঁকে झুলেও ভর্তি করেনি। তাঁর বাবা বলেন, লেখা-পড়া করে কী হবে ও ভিক্ষা করে খাবে। হালিমকে ঠিকমতো খেতে না দেওয়ায় ক্ষুধা সহ্য করতে না পারায় বাধ্য হয়ে তিনি ভিক্ষা করা শুরু করেন। ভিক্ষা করে যা পেতেন তা বড় ভাই ও বাবা নিয়ে নিতেন।

এমতাবস্থায় সবার সাথে গড়বো প্রতিবন্ধী সংস্থার প্রতিনিধি হালিমের বাড়িতে যান। প্রতিনিধি হালিমের পরিবারের সাথে কথা বলে সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সংস্থার সদস্য হলে হালিমের কী কী সুবিধা হবে তাও অবহিত করেন। কিন্তু

হালিমের পরিবার সংস্থার সদস্য হতে রাজি হয় না। তাঁরা বলেন ন্যাংড়া ভিক্ষা করে এই ভালো। হালিমের পরিবার তাঁকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করে এবং হালিম ভিক্ষা করতে থাকেন।

সবার সাথে গড়বো প্রতিবন্ধী সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ২০১৮ সালে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি হালিম আলী-কে একটি বকনা বাছুর প্রদান করে। ঐ বছর শেষে একই সাথে একটি বকনা এবং একটি এড়ে বাছুর হয়। হালিম আর ভিক্ষা করেন না। এড়ে বাছুর বড় হলে বিক্রি করে জমি বন্ধক রাখেন। পরবর্তীতে গাভিটি ও বকনা বাছুরটিরও একটি করে বাচ্চা হয়।

এভাবে হালিমের ৮টি গরু হয়। দুটি গরু বিক্রি করে তিনি মুদি দোকান দেন। মুদি দোকানের আয়, গরুর দুধ ও গোবর দিয়ে তৈরি লাকড়ি বিক্রির আয়ে দুই সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে সুখে আছেন হালিম আলী। তিনি মাসিক ২ হাজার টাকা একটি জীবনবীমায় সঞ্চয় করছেন।

গৃহীত কর্মসূচি : মৃৎশিল্প কাজে আধুনিক চাক মেশিন (মোটরসহ) প্রদান



বিএনএফ হতে প্রাপ্ত মৃৎশিল্প কাজে আধুনিক চাক মেশিন (মোটরসহ) পেয়ে কাজ করছেন পার্বতী রানী পাল

বগুড়া জেলার সদর উপজেলার আওতাধীন শেখেরকোলা গ্রামের পালপাড়ায় বসবাসরত শ্রীমতি পার্বতী রানী পাল-এর পরিবারটি বেশ অসহায় ছিল। দুই মেয়ে নিয়ে তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। বংশ পরম্পরায় তাঁদের প্রধান পেশা মৃৎশিল্প। তাঁরা মাটি দিয়ে নানা ধরনের খেলনা, হাড়ি, পাতিল, কলস, দইয়ের গ্লাস, দইয়ের সরা ও হাড়ি, ইত্যাদি জিনিস তৈরি করেন। তাঁদের এ জিনিসপত্র হাতে তৈরি করার কারণে বেশি সময় লাগতো। ফলে তাঁদের আয়-রোজগার অনেক কম হতো। ফলে মেয়েদের নিয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করার ফলে পার্বতী ধীরে ধীরে আরো বেশি দরিদ্র হতে থাকেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থার আরো করুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাঁর পরিবার ঋণে জড়িয়ে পড়েন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ঋণ থেকে মুক্তি পেতে চান। কিন্তু তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার জন্য মুক্তি পাচ্ছিলেন না।

অপরদিকে ‘গ্রামীণ আলো সংস্থা’ অত্র

এলাকায় দীর্ঘ সময় বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থা কর্তৃক মৃৎ শিল্পের কারিগরদের কাজ, তাঁদের পারিবারিক অবস্থা এবং কাজের সময় কমানো ও পণ্যের মান উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তা রিসার্চ করে। সে প্রেক্ষিতে মৃৎশিল্পে আধুনিক মেশিন/যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার মাধ্যমে মৃৎশিল্পে পেশাজীবীদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় ‘মৃৎশিল্পের টেকসই উন্নয়ন’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের আওতায় মৃৎশিল্পের পেশাজীবী নারীদের মাঝে আধুনিক চাক মেশিন (মোটরসহ) বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

গ্রামীণ আলো সংস্থা শ্রীমতি পার্বতী রানী পাল-কে উক্ত প্রকল্পের একজন সুফলভোগী হিসেবে একটি আধুনিক চাক মেশিন (মোটরসহ) বিনামূল্যে প্রদান করে। তিনি তাঁর স্বামী এবং ছেলেমেয়ে

নিয়ে একসাথে কাজ করেন। এতে তাঁদের পণ্য উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা সবাই মিলে কাজ করে দৈনিক ১,৫০০টি দইয়ের গ্লাস তৈরি করতে পারেন। প্রতি হাজার দইয়ের গ্লাস ১,৬০০ টাকায় বিক্রি করছেন। এভাবেই তাঁরা দৈনিক ২,৪০০ টাকার দইয়ের গ্লাস বিক্রি করছেন। এরমধ্যে খরচ বাদ দিয়ে প্রতিদিন ৯০০-১,১০০ টাকা তাঁরা আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। আগে তাঁদের মাসিক আয় ছিল ১৩ হাজার টাকা। বর্তমানে তাঁরা খরচ বাদে প্রতি মাসে প্রায় ২৫ হাজার টাকা করে উপার্জন করছেন। যা তাদের পূর্বের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। এ আয় থেকে তাঁরা ৫,০০০ টাকায় ১টি মা ছাগল ক্রয় করেছিলেন। এখন তাঁদের ছাগলের সংখ্যা ৪টি, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২০,০০০ টাকা। এভাবে তাদের বাৎসরিক গড় আয় দাঁড়ায় ৩ লক্ষ টাকা। আগে হাতে কাজ করার জন্য মেয়েরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারতো না, এখন মেশিনের দ্বারা কাজ করে অল্প সময়ে বেশি পণ্য উৎপাদন করায় তাঁদের লেখা-পড়া করতে আর কোন সমস্যা হচ্ছে না। মেয়েরা ভালোভাবে লেখা-পড়া করছে। ভবিষ্যতে তাঁরা মানুষের মত মানুষ হতে চায়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিভু নিভু মৃৎশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে শেখেরকোলা পালপাড়া গ্রামের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। আশা করা যায় এ শিল্পের পেশাজীবীরা নতুন নতুন মনোবলে উজ্জীবিত হয়ে মৃৎশিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাঁরা নতুন নতুন পণ্য তৈরি করছেন। এখন এলাকার চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁদের পণ্য রপ্তানি করছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা এ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে চান।

এসডিজি ৪ : সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত

শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

গৃহীত কর্মসূচি : স্কুলে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীদের বাইসাইকেল প্রদান



বিএনএফ হতে পাওয়া বাই সাইকেলে করে স্কুলে যাতায়াত করছে শিক্ষার্থী

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের সুবিধা, লেখা-পড়ায় উৎসাহ প্রদান এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২৪ জন ছাত্রীকে ২৪টি বাইসাইকেল প্রদান করেন। দূরদূরান্ত হতে স্কুলে যাতায়াত করতে কষ্ট হওয়া এবং দরিদ্র পরিবার স্কুলে যাতায়াতে খরচ দিতে না পারায় ছাত্রীরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারতো না। এতে অনেক ছাত্রী অকালে স্কুল হতে বারে পড়ে। ফলে পরিবার বাল্যকালে বিবাহ দিয়ে দিতো। বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বাইসাইকেল প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রংপুর জেলার মানব বিকাশ সংস্থা-কে ৩.০০

লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদানে মানব বিকাশ সংস্থা ২৪ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে ২৪টি বাইসাইকেল প্রদান করে। প্রতিটি বাইসাইকেলের মূল্য পড়ে ৯,১৮০/- টাকা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বাইসাইকেল পেয়ে ছাত্রীরা অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে এবং যাতায়াত খরচ সাশ্রয় হচ্ছে। স্কুলে যাতায়াত করতে সময় ও পরিশ্রম কমে যাওয়ায় ছাত্রীরা লেখা-পড়ার জন্য বেশি সময় পাচ্ছে। ক্লান্তি দূর হওয়ায় মনোযোগ দিয়ে ও উৎসাহ সহকারে লেখা-পড়া করতে পারছে। ফলে আগের তুলনায় পরীক্ষার ফলাফলে উন্নতি হচ্ছে এবং বাল্যবিবাহ কমে গেছে।

এসডিজি ৫ : জেভার সময়তা অর্জন এবং সকল নারী ও ছোয়াদের ক্ষমতায়ন

গৃহীত কর্মসূচি : নারীর ক্ষমতায়নে ভেড়ি ও ভেড়া প্রদান



শ্রীমতি লিলি সরেন-এর গৃহপালিত পশু

পাঁচবিবি উপজেলার শ্রীমতি লিলি সরেন বিএনএফ হতে একটি ভেড়ি ও একটি ভেড়া পেয়ে তিনি এখন গরু, ছাগল, ভেড়ি ও ভেড়ার মালিক।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ও পিছিয়ে পড়া সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২২টি পরিবারকে বিনামূল্যে ৪৪টি ভেড়ি/ভেড়া প্রদান করে। ভেড়ি/ভেড়া দেওয়ার পূর্বে ভেড়া পালনের উপর তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংস্থা হতে ভেড়ার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনও দেওয়া হয়।

পাঁচবিবি উপজেলায় রঘুনাথপুর (সাঁওতালপাড়া) গ্রামের শ্রী অনিল মুরমু-এর স্ত্রী শ্রীমতি লিলি সরেন। দুই

ছেলে-মেয়ে নিয়ে ৪ জনের সংসার তাঁদের। বসতিভিটা ছাড়া তাঁদের নিজস্ব কোন জমি-জমা নেই। অন্যের জমিতে ও বাড়িতে দিনমজুরি কাজ করে খুবই কষ্টে জীবনযাপন করতেন।

ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করতো। কিন্তু তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ দিতে পারতেন না। বছরের অধিকাংশ সময় কাজের অভাবে এবং আর্থিক সমস্যার কারণে পরিবারের চিকিৎসাসহ ছেলে-মেয়েদের খরচ দিতে পারতেন না। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা জয়পুরহাট জেলার 'আইডিয়াল সোসিও ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আইএসডিও)' 'ভেড়া পালন' কর্মসূচিতে শ্রীমতি লিলি সরেনকে সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি ভেড়ি ও একটি ভেড়া প্রদান করে।

লিলি সরেন ভেড়ি ও ভেড়া পেয়ে খুবই খুশি হন এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন। পরিবারের সবাই মিলে সেগুলো যত্নসহকারে লালন-পালন করতে থাকেন। যত্নসহকারে লালন-পালন করার কারণে ৬ মাস পর পর ভেড়ি ২-৩টি করে বাচ্চা দেয়। বাচ্চাগুলো বড় হলে বা বিক্রির উপযুক্ত হলে ২-৩টি ভেড়ি রেখে বাকি ভেড়ি/ভেড়া বিক্রি করে ১ বছর পর ২টি দেশি উন্নত জাতের ছাগল ক্রয় করেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি এনজিও-এর সমিতিতে ১০০/- টাকা করে সঞ্চয় করেন। পরবর্তীতে ভেড়ি/ভেড়া ও ছাগলের বাচ্চা বিক্রির টাকা এবং সমিতিতে জমা টাকা দিয়ে উন্নত জাতের ১টি গাভি ক্রয় করেন।

এরই মধ্যে স্বামী দিনমজুরের কাজ বাদ দিয়ে স্যালা মেশিনসহ বিভিন্ন মেশিন মেরামতের কাজ শেখেন। ভেড়ি/ভেড়া ও ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে স্বামীকে মেশিন মেরামতের যন্ত্রাংশ কিনে দেন। গাভিটি একটি শাহিওয়াল জাতের বকনা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। গাভিটি প্রতিদিন ৩-৪ লিটার দুধ দেয়। মেয়েকে এইচএসসি পাস করানোর পর বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় ঢাকা নটরডেম কলেজে ভর্তি হয়ে এইচএসসি পাস করে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাতে অধ্যয়ন করছে। ভেড়ি, ভেড়া, ছাগল ও গাভি পালন করে এবং স্বামী-স্ত্রীর আয় রোজগার দিয়ে তাঁদের সংসার ভালোই চলছে। শ্রীমতি লিলি সরেনের সাফল্য দেখে প্রতিবেশী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ছাগল ও ভেড়া পালনে উৎসাহিত হয়েছেন।

গৃহীত কর্মসূচি : বাঁশ-বেতের তৈজসপত্র তৈরির প্রশিক্ষণ এবং বাঁশ ও বেত প্রদান



বিএনএফ হতে বাঁশ ও বেত পেয়ে তৈজসপত্র তৈরি করে বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন কুমিল্লার এক সুফলভোগী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘দারিদ্র্যবিমোচন সংস্থা (পাস)’ নামক সহযোগী সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সংস্থাটি উক্ত অনুদানে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার আগানগর গ্রামের নম সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি), বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের বিনামূল্যে বাঁশ ও বেত দিয়ে ডালা, কুলা, চালন, ওড়া, মোড়া, খাঁচা ডোলসহ নানা প্রকার বাঁশ ও বেতের তৈজসপত্র তৈরি করার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলে বিনামূল্যে এগুলো তৈরির উপকরণ প্রদান করে।

বিএনএফ দারিদ্র্যবিমোচন সংস্থা-কে ২.৭৫ লক্ষ অনুদান প্রদান করে। সংস্থাটি ৩১ জন নারী ও ১১ জন পুরুষকে বিনামূল্যে বাঁশ ও বেতের উপকরণ প্রদান করে। তাঁদের অনেকে এগুলো তৈরি করতে পারতেন। আবার অনেকে তৈরি করতে পারতেন না। যারা তৈরি করতে পারতেন না তাঁদের উপকরণ তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দারিদ্র্যবিমোচন সংস্থা হতে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ পেয়ে সুফলভোগীগণ ডালা, কুলা, চালন, ওড়া, মোড়া, খাঁচা ডোলসহ নানা প্রকার তৈজসপত্র তৈরি করে বিক্রি করেন। এ সকল সুফলভোগীগণ অন্যান্য কাজের পাশাপাশি নিজে এবং বাড়ির পুরুষ/মহিলা

এ সকল তৈজসপত্র তৈরি করেন। এতে গড়ে মাসে ১০-১২ হাজার টাকা আয় করে থাকেন। কিছু সংখ্যক সুফলভোগী পুঁজি ধরে রাখতে না পারায় অন্যের বাড়িতে দৈনিক ৫০০/- টাকা মজুরিতে বাঁশ ও বেতের তৈজসপত্র তৈরি করে থাকেন।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪২ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে বিনামূল্যে ৮টি বাঁশ ও ৫ কেজি বেত প্রদান করে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, যোলনল ইউনিয়ন পরিষদ; জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, সমাজসেবা অফিসার, বুড়িচং, কুমিল্লা; জনাব মোঃ লিলু মিয়া, প্রধান শিক্ষক, মিথিলাপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আগানগর গ্রামের চেন্টু চন্দ্র নম-এর স্ত্রী

বাসন্তি রানী নম। ৯ জনের সংসার তাঁদের। তাঁরা বাঁশ-বেতের কাজ পারেন। কিন্তু পুঁজির অভাবে চেন্টু চন্দ্র নম দিনমজুরের কাজ করেন এবং বাসন্তি রানী নম অল্প পরিসরে বাঁশ-বেতের কাজ কাজ করেন। বাসন্তি রানী নমকে সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে দারিদ্র্যবিমোচন সংস্থা ৮টি বাঁশ ও ৫ কেজি বেত প্রদান করে। বিনামূল্যে বাঁশ ও বেত পেয়ে বাসন্তি রানী নম এবং তাঁর স্বামী দিনমজুরের পাশাপাশি ডুলা, কোলা, ডোল, চাটাই ইত্যাদি তৈরি করেন। স্বামী স্ত্রী কাজ করায় তাঁদের সংসারের অভাব অনেকাংশে কমে গিয়েছে। কিছু টাকা তাঁরা সঞ্চয় করেন। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেয়েছেন।



বিএনএফ হতে বাঁশ ও বেত পেয়ে কাজ করছেন বাসন্তি রানী নম

এসডিজি ৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

গৃহীত কর্মসূচি : স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপ্যাক ল্যাট্রিন নির্মাণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কালিদাসপুর আদিবাসী পাড়ার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার খোলা ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকেন। এ সকল পরিবারের নির্দিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই। বেশির ভাগ সময় নারীরা মৌসুমে মাঠে ধান, ভুট্টা, হলুদ, কচু সংগ্রহ ও দিনমজুরের কাজ করেন। পুরুষরা খাল বিলে মাছ, কাঁকড়া, কুচিয়া শিকার ও দিনমজুরের কাজ করে। এলাকাটি অনুন্নত, জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্নমানের।

এ এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাহায্য সহযোগিতা অপ্রতুল। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় তাঁদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করার সক্ষমতা নেই। বেশিরভাগ পরিবারের ল্যাট্রিন নেই। তাঁরা খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করেন। ফলে এলাকার পরিবেশ দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে থাকে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে গ্রামবাসী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। উক্ত এলাকায় সারা বছর পানি বাহিত রোগ যেমন আমাশয় লেগেই থাকে। অনেকেই ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় অনেক অর্থ ব্যয় করেন। অনেকের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় চিকিৎসা নিতে পারেন না।

কালিদাসপুরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারসমূহকে এ সমস্যা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন 'মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'-এর মাধ্যমে ল্যাট্রিন নির্মাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ল্যাট্রিন নির্মাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থা মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা-কে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কালিদাসপুর পাড়ায় প্রথম



বিএনএফ হতে নির্মিত রাশমনি বালার ল্যাট্রিন

পর্যায়ে ১৬টি পরিবারকে ১৬টি সেমিপ্যাক ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কালিদাসপুর, আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) পাড়ায় শ্রীকান্ত বিশ্বাসের সাথে বিয়ে হয় রাশমনির। শ্রীকান্ত বিশ্বাস সরকারি খাস জমিতে বসবাস করেন। মাছ, কুচিয়া, কাঁকড়া, খরগোস শিকারের পাশাপাশি দিনমজুরেরও কাজ করেন। তাঁর অল্প আয়ে দুবেলা দুমুঠো খাবার জুটানো ছিল দূরহ। এক ছেলে ও এক মেয়ে তাঁদের। অভাবের কারণে মেয়েটিও অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটিকেও চতুর্থ শ্রেণির পর স্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হন শ্রীকান্ত বিশ্বাস। যেখানে খাবার জোগাড় করতে পারেন না সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত

ল্যাট্রিন নির্মাণ করা তাঁদের জন্য একেবারেই অসম্ভব।

তাঁদের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা স্যানিটেশন কর্মসূচির আওতায় রাশমনি বালাকে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়। ল্যাট্রিনটি রাশমনি বালার পরিবারসহ ৭টি হতদরিদ্র পরিবার ব্যবহার করছেন। এছাড়াও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার সুন্দর স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার, ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকার সুফল, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের অপকারিতা, নিরাপদ পানির উৎস এবং সকল ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে হতদরিদ্র/ক্ষুদ্র

নৃ-গোষ্ঠী পরিবারে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে উঠছে। পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়াসহ তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রোগ-বালাই থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

সমাজে অধিকার বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থিক

উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনএফ-এর পরামর্শে ১ আগস্ট ২০২৪ হতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পাড়ায় ‘শাপলা আদিবাসী সমিতি’ নামে একটি সমিতি গঠন করে। মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা উক্ত সমিতি পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। বিএনএফ-এর অনুদানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন পাওয়া ১৬টি পরিবার সমিতির সদস্য। প্রত্যেক পরিবার সপ্তাহে

৫০/- টাকা করে সমিতিতে জমা করে। ১৬ সদস্যের মধ্যে ৩ জনের নামে যমুনা ব্যাংক পিএলসি, দর্শনা শাখায় সঞ্চয় হিসাব খোলা হয়েছে। সদস্যগণের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ব্যাংকে টাকায় সঞ্চয় করে তাঁরা আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করে নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই করবে।

গৃহীত কর্মসূচি : নলকূপ স্থাপন

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়া গ্রামে অতীতকাল থেকেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। গ্রামটির অবস্থান উত্তরে ভারত, পূর্বে ধুধু বালুকাময় মাঠ ও ধলাই নদী এবং পশ্চিমেও বালুকাময় মাঠ। ধলাই নদী থেকে ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করা কঠিন। গ্রামের অবস্থানগত কারণে কোথাও পুকুর খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। বর্ষাকালে কয়েক দিন পানি থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে পুকুর যত গভীরই হোক না কেন তাতে পানি থাকে না। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দূষিত উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করতেন। যার ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়সহ নানা ধরনের পানি বাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়া গ্রামের এ অবস্থা বিবেচনা করে বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে এখানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এসোসিয়েশন অব ওয়ার্কার্স ফর অল্টারনেটিভ রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এওয়ার্ড) নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ হতে ৫ লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান বরাদ্দ পায়। এ অনুদানে ২৪টি নলকূপ স্থাপন করা হয়। প্রতি ৫/৬টি পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ স্থাপন করা হয়। প্রতিটি নলকূপ টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য একটি করে প্রাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। সুফলভোগীগণ দীর্ঘমেয়াদে এর উপকার ভোগ করতে পারেন সে কারণে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা তৈরি করা হয়েছে।

এ নলকূপ হতে ৫টি পরিবার পানি নিয়ে থাকে। ৫টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৫ জন। সুফলভোগীগণ জানান, যখন নলকূপ ছিল না তখন দূরের পুকুর থেকে পানি আনতে হতো, ঐ পানি নোংরা থাকতো, পানি আনতে অনেক কষ্টও হতো, এ পানি খেয়ে



বিএনএফ কর্তৃক স্থাপিত নলকূপ হতে পানি নিচ্ছেন সুফলভোগী

তৃপ্তি পাওয়া যেতো না, দূর হতে যুবতী মেয়েরা পানি আনতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতো, পরিবারের সদস্যবৃন্দ অধিকাংশ সময় পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হতেন, বিশেষ করে শিশুরা বেশি হতো। এখন বাড়ির কাছে নলকূপ হওয়ায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাচ্ছে, পানি বাহিত রোগ নেই বললেই চলে, সহজে পানি পাওয়া যাওয়াই মহিলারা আগের তুলনায় সংসারের কাজ সঠিকভাবে করতে পারছেন।

এসডিজি ৭ : সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

গৃহীত কর্মসূচি : পরিবেশ দূষণরোধে, ধূমামুক্ত ও জ্বালানি কার্য সাশ্রয়ী উন্নত চুলা

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। বেশিরভাগ খাবারই আবার রান্না করে খেতে হয়। আর রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় চুলায়। অঞ্চল ও মানুষের অভ্যন্তরভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের চুলা রয়েছে। চুলার ধরণ অনুযায়ী জ্বালানির ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-মাটির চুলায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঠ, খড়-কুটো, পাতা, ঘুটে, ইত্যাদি। একইভাবে গ্যাসের চুলায় গ্যাস এবং কেরোসিন চুলায় ব্যবহৃত হয় কেরোসিন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী এবং তারা প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুবিধা সম্পর্কে অবহিত নন। গ্রাম বাংলার আবহমানকাল থেকেই গাছপালার শুকনো কাঠ, পাতা, ঘুটে দিয়ে রান্না করাটা একটি ঐতিহ্য। যেখানে উন্নত চুলা বা গ্যাসের চুলা ব্যবহার অনেক কম। ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলাদেশে মাটির তৈরি চুলা ব্যবহার হয়ে আসছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা বারসিক (২০১৩-১৪) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ গ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরই উন্নত চুলার ব্যবহার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার এক গবেষণায় দেখা গেছে, সনাতনী চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি পুড়িয়ে যতটুকু তাপশক্তি পাওয়া যায় তার শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ কাজে লাগে। বাকি ৮০-৮৫ ভাগ অপচয় হয়ে যায়। তাছাড়া চুলায় সৃষ্ট বিষাক্ত গরম গ্যাস কার্বন মনোঅক্সাইড ভাসমান অদহনকৃত কণা এবং ধোঁয়া ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তা পরিবেশ দূষণ করে। নিম্নআয়ের পরিবারসমূহে যারা অনুন্নত চুলায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা এবং মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ চুলা থেকে নির্গত ধোঁয়া। ২০০৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহস্থলির জ্বালানি থেকে



বিএনএফ হতে প্রদানকৃত উন্নত চুলায় রান্না করছেন সাতক্ষীরার শংকরী রানী দাসী

সৃষ্ট ধোঁয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে দুর্বল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সংক্রমণে প্রায় ২১%, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসে প্রতিবন্ধকতাজনিত রোগে ৩৫% এবং ফুসফুসে ক্যান্সারের ফলে ৩% মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে ৬৪% মৃত্যুর ঘটনা ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার নিম্নআয়ের দেশগুলোতে।

আগে ফসল কাটার পর নাড়া, খড়-কুটা, গরুর গোবর, ইত্যাদি জমিতে ফেলে রাখা হতো এগুলো জমিতে পচে জৈব সারে পরিণত হতো। কিন্তু বর্তমানে জ্বালানির চাহিদা পূরণ করার জন্য গোবর, খড়-কুটো, নাড়া জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার না করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে মাটিতে সারের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ফলে জমি প্রাকৃতিক সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং জমির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, হচ্ছে পরিবেশ দূষণ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা 'আইডিয়াল'। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন 'উন্নত চুলা স্থাপনের মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ'-এর লক্ষ্যে আইডিয়াল-কে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে

সংস্থাটি ৭৫টি পরিবারকে উন্নত চুলা নির্মাণ করে দেয়। প্রতিটি চুলা নির্মাণে ১,৯০০/- টাকা ব্যয় হয়।

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার উত্তর সখিপুর গ্রামের বাসিন্দা তরুন দাস। তাঁর স্ত্রী শংকরী রানী দাসী। তাঁদের ২ মেয়ে। তরুন দাস অন্যের সেলুনে কাজ করতেন। তিনি প্রতিদিন ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা আয় করতেন। আইডিয়াল শংকরী রানী দাসী-কে একটি উন্নত চুলা নির্মাণ করে দেয়। উন্নত চুলা পাওয়ার আগে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ টাকার কাঠ জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হতো। এ চুলা ব্যবহারের ফলে এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকার কাঠ জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হচ্ছে। দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে ২০- ২৩ টাকার জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি কালি ধোঁয়া থেকে নারীসহ শিশুরা সুরক্ষা পাচ্ছে। এতে করে তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, সাথে সাথে আর্থিক উন্নয়নও হচ্ছে, কিছুটা হলেও পরিবেশ দূষণ কম হচ্ছে। তাছাড়া, হাড়ি-পাতিল, রান্নাঘর টেকসই হবে। উন্নত চুলার মাধ্যমে রান্না করার সুবিধা দেখে অনেক পরিবার উন্নত চুলা স্থাপন করেছেন।

এসডিজি ৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসূচ্যোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

গৃহীত কর্মসূচি : ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ



বিএনএফ হতে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পেয়ে জজ কোর্টে কর্মরত পাবনার হেদায়েতুল ইসলাম

পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ জনবল ছাড়া কর্মসংস্থান ও টিকে থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বিশ্ব ধীরে ধীরে ডিজিটলাইজেশনের যুগে প্রবেশ করেছে। বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলতে ও টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনবল ও কর্মমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই। দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মমুখী শিক্ষার একটি মাধ্যম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করছে।

কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পাবনা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘শহীদ ডাঃ ফজলে রাব্বী ফাউন্ডেশন-কে ২.৭৫ লক্ষ প্রদান করে। সংস্থাটি এ অনুদানে ১৫ জন ছেলে ও ১৫ জন মেয়েকে বিনামূল্যে ৩ মাস কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ৫ জন মহিলাকে বিনামূল্যে দর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৫টি সেলাই মেশিন ও কিছু উপকরণ প্রদান করে।

মো. হেদায়েতুল ইসলাম পাবনা সদর উপজেলার চরসাধুপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইউনুছ আলী ও মাতার নাম মোছা. হেলেনা খাতুন। ২ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বাবা মায়ের ৩য় সন্তান। তাঁর পিতা ইউনুছ আলী পেশাগত জীবনে পাবনা জজ কোর্টে প্রসেস সার্ভার হিসেবে চাকুরি করতেন। ইউনুছ আলী পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সে কারণে তাঁর একার পক্ষে এ চাকুরি করে পরিবারের সকলের ভরণপোষণ প্রদান করা কঠিন ব্যাপার ছিল। ফলশ্রুতিতে সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারেননি ইউনুছ আলী।

মো. হেদায়েতুল ইসলাম পাবনা জি.সি.আই স্কুল থেকে এসএসসি এবং পাবনা সিটি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ২০০৮ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর এতোগুলো ভাইবোন নিয়ে তাঁর মা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতে লাগলেন। পরিবারের এমন পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হন। আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁর পড়া-লেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। পাবনা জজ কোর্টে তাঁর পিতা চাকুরি করার সুবাদে তাঁকে মাস্টাররোলে এমএলএসএস পদে চাকুরির সুযোগ দেয়। অল্প বেতনে চলে না তাঁর পরিবার। ইতোমধ্যে তিনি ২য় শ্রেণিতে ডিগ্রি পাশ করেন।

মো. হেদায়েতুল ইসলাম বিএনএফ-এর অনুদানে শহীদ ডাঃ ফজলে রাব্বী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ৩ মাসব্যাপী ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে পাবনা জজ কোর্টে নিয়োগের সার্কুলার হয় এবং তিনি স্থায়ীভাবে নিয়োগ পান। কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকায় তার জন্য চাকরি পাওয়া সহজ হয়। স্থায়ী নিয়োগের পর তাঁর পরিবারে হতাশা দূর হয়েছে।

গৃহীত কর্মসূচি : ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে যাচ্ছে বেকারত্ব

ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলার সালথা গ্রামসহ পাশের গ্রামসমূহের দরিদ্র বেকার যুবকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরি ও বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থা ‘রিসডা-বাংলাদেশ’-এর মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন রিসডা-বাংলাদেশ-কে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। রিসডা-বাংলাদেশ ১৫ জন বেকার যুবককে তালিকাভুক্ত করে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে।



বিএনএফ-এর অনুদানে ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা রিসডা-বাংলাদেশ কর্তৃক ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ১৫টি আইটেমের সমন্বয়ে ১ সেট কর্মসহায়ক টুলস (যেমন-টুল বক্স, ড্রিল মেশিন, এডজাস্টেবল রোল, এলেনকি ১ সেট, হ্যামার, সেন্টার পঞ্চ, কম্বিনেশন প্লাস, এন্টি কাটার, স্ক্রু ড্রাইভার, কাটিং প্লাস, স্টিল মেজারমেন্ট টেপ, ওয়্যার স্টেপার, টেস্টার, টেস্ট ল্যাম্প ও চিজেল) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। প্রতি সেট কর্মসহায়ক টুলসের মূল্য ৪,৬০৫/- (চার হাজার ছয়শত পাঁচ টাকা)। এরফলে দরিদ্র ও বেকার প্রশিক্ষার্থীগণ প্রশিক্ষণ শেষে সহজেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

চাঁদপুর গ্রামের মহিন উদ্দিন খাঁ ও রাজিয়া বেগমের ছেলে আবু তাহের পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে এসএসসি পাস করার পর পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পারেননি। রিসডা-বাংলাদেশ ১৫ জন প্রশিক্ষার্থীর মধ্যে আবু তাহেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আবু তাহের প্রশিক্ষণ শেষ করে ও ১ সেট কর্মসহায়ক টুলস পেয়ে বিভিন্ন গ্রামে ও বাজারে ইলেকট্রিক্যাল কাজ করেন। এ কাজ করে তিনি প্রতিমাসে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করছেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে রিসডা-বাংলাদেশ হতে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজ করছেন আবু তাহের।

এ আয় দিয়ে তিনি সংসার চালানোর পাশাপাশি মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করে ১০ শতাংশ কৃষি জমি বন্ধক রেখেছেন। সে জমিতে আবাদ করে থাকেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আবু তাহের প্রশিক্ষণের পূর্বে দিনমজুরির কাজ করতেন। প্রতিদিন কাজ পেতেন না। যে দিন কাজ পেতেন সে দিন ৩০০-৪০০ টাকা আয় হতো। তিনি সালথা বাজারে ইলেকট্রিক্যাল মালামালে ব্যবসা করবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন। পাশাপাশি ইলেকট্রিক ওয়্যারিং এর কাজও চালিয়ে যাবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

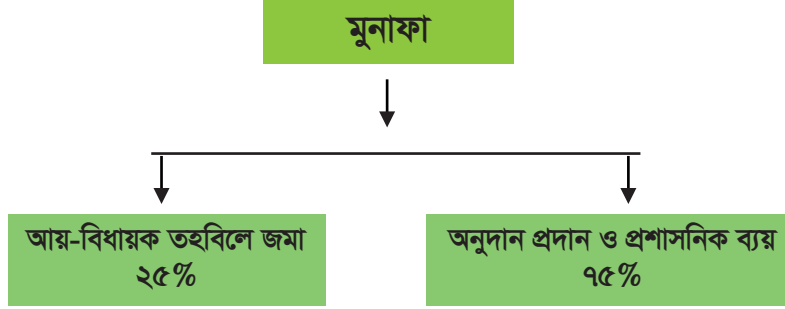


তহবিল ব্যবস্থাপনা
উপসংহার
নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

তহবিল ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্য মুনাফার ২৫% আয়-বিধায়ক তহবিলে জমা এবং ৭৫% অনুদান প্রদান ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা হয়। বর্তমানে মোট আয়বিধায়ক তহবিলের পরিমাণ ২৯২.৫০ কোটি টাকা।

বিনিয়োগকৃত মূলধন হতে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যবহার :



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ৯৪,২৫,৮০,০০০/- (চুরানব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা, প্রকৃত আয় ৯৪,৮০,১১,৬২৪/- (চুরানব্বই কোটি আশি লক্ষ এগারো হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকা। প্রকৃত ব্যয় ৬৮,৭৪,৫৮,০৬৪/- (আটষাট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার চৌষাট) টাকা এবং উদ্বৃত্ত ২৬,০৫,৫৩,৫৬০/- (ছাব্বিশ কোটি পাঁচ লক্ষ তিপান্ন হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা। (বিস্তারিত বাজেট পরিশিষ্ট-১)। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পাশ করা হয়।

নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন অডিট ফার্ম হতে দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়। মাহফেল হক এন্ড কোং সর্বনিম্ন ৮০,০০০/- টাকা পারিশ্রমিক দাবি করায় তাদের কাজের গুণাগুণ, পরিচিতি, ইত্যাদি বিবেচনা করে মাহফেল হক এন্ড কোং-কে বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিটর হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

মাহফেল হক এন্ড কোং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব যথাসময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা করে অডিট রিপোর্ট (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২) ও ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট দাখিল করে। নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে কোন বিরূপ মন্তব্য নেই।

উদ্যমসংহার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠার পর হতে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হতদরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিএনএফ এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী স্বল্প পরিসরে পুনর্বাসন কার্যক্রম, আত্মমানবতার সেবায় এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজেও ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিএনএফ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মোট ১৪.৯৭ কোটি টাকা নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রমে অনুদান হিসেবে বিতরণ করে। অনুদানের টাকায় গ্রহীত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার হতদরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১,৯৯৮ জনের মধ্যে ২৭.১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮৭.৭০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সহায়তা, কৃষি ও অকৃষি কার্যক্রম এবং পশ্চাত্তপদ জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক বিশেষভাবে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা ও সহায়তা কাঠামোর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের মূলস্রোতে আনয়নের লক্ষ্যে বাছাইকৃত সহযোগী সংস্থা-কে অর্থায়ন করেছে। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মধ্যে গাভি পালন, ছাগল পালন, ভেড়া পালন, খাঁচায় দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালন, ভ্যান ও রিকশা বিতরণ, সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা, মৃৎশিল্পে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশিত ১৮০ দিনের কর্মসূচি এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের অর্থায়নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দারিদ্র্যনিরসন ও সামাজিক সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশব্যাপী কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারে। এ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দারিদ্র্যপীড়িত ও পশ্চাত্তপদ অঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের শিক্ষা উন্নয়ন, বিনামূল্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ, বিনামূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, স্যানিটেশন ও পুষ্টি সচেতনতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপন, বিশেষায়িত স্কুল প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

তবে বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর তহবিলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রতিবছর গ্রামীণ দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করার জন্য এই অর্থ একেবারেই অপ্রতুল। উক্ত বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখা হয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

পরিশিষ্ট-১

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট

আয়					
#	আয়ের খাতসমূহ	২০২৩-২০২৪ সালের প্রকৃত আয়	২০২৪-২০২৫ সালের প্রাক্কিত আয়	২০২৪-২০২৬ সালের প্রকৃত আয়	২০২৫-২০২৬ সালের প্রাক্কিত আয়
১	একটিভার হতে আয়	১৮২,০০০,০০০	২৬৪,০০০,০০০	২৬২,৪০৩,৮৭১	২৭৭,৮৮৬,৪৪০
	বাস্য অকাঙ্কী শুল্ক	২,৯০০,০০০	৩,০০০,০০০	২,৭১৩,০০০	২,৯২০,০০০
	মিটি আয়	১৮৭,১০০,০০০	২৬১,০০০,০০০	২৬০,৬৯০,৮৭১	২৭৫,৯৬৬,৪৪০
২	এসটিভি হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয়	১০,০০০,০০০	৬,১৭৫,০০০	১০,৬৭৩,৮৯৪	৬,০০০,০০০
৩	সরকারি কর্তৃক প্রাপ্ত বিশেষ অনুদান	৫০,০০০,০০০	১০০,০০০,০০০	৫০,০০০,০০০	৫০,০০০,০০০
৪	উপরি নির্মিত সরকারি হতে বিশেষ অনুদান	৫২,৪০০,০০০	৪২,৪০০,০০০	৪২,৪০০,০০০	৪২,৪০০,০০০
৫	প্রশিক্ষণ ফি	৩৪,৬০০	১০০,০০০	১৯৩,০০০	২০০,০০০
৬	অফিস ভবন হতে ভাড়া প্রাপ্তি	৫০,৭০০	-	-	৫,২০০,০০০
৭	সিটিজেন্স ফান্ড প্রাপ্তি	১,১৬৮,৮৭৬	-	১,১৬৮,৮৭৬	১,১৬৮,৮৭৬
৮	ফান্ড ম্যানেজমেন্ট হতে প্রাপ্তি	২০০,২০২,২৮০	১৬৫,০০০,০০০	১০২,১৬৮,০২৪	১৫০,০০০,০০০
৯	সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি	২,০৭৭,১৯৬	১,৭৩০,২৫০	২,৩২৮,৪০৫	২,৪০০,০০০
১০	বিবিধ আয়	৫৭৪,০০০	৩০০,০০০	২৪৭,৬২৩	৫০০,০০০
১১	গত অর্থ বছরের তহবিল	৩২১,১২৯,৬৪২	৩৩৪,৭৭৪,৭৫০	৪৩৭,৯৯০,৪২০	৪৩৭,৯৯০,৪২০
	সর্বমোট	৮৮৭,৮৮৫,০০০	২৪২,৪৮০,০০০	২৪৮,০২১,৬২৪	৭৫২,৪৭০,০০০

ফাউন্ডেশনের তহবিল পোর্টফোলিও

বাজেটে প্রাক্কিত স্থিতি (৩০ জুন/২৫)	৩,০০২,৭৪৮,৩৩৭
প্রকৃত স্থিতি (৩০ জুন/২৪)	২,২২৭,৭৪৮,৩৩৭
৩০ জুন/২৫ মোট এককিভার	২,২২৭,৭৪৮,৩৩৭
প্রকৃত স্থিতি (৩০ জুন/২৫)	৩,১৬৮,৫৪৬,৪২০
প্রাক্কিত স্থিতি (৩০ জুন/২৬)	৩,২৪৮,৫৪৬,৪২০

ব্যয়					
#	ব্যয়ের খাতসমূহ	২০২৩-২০২৪ সালের প্রকৃত ব্যয়	২০২৪-২০২৫ সালের প্রাক্কিত ব্যয়	২০২৪-২০২৬ সালের প্রকৃত ব্যয়	২০২৫-২০২৬ সালের প্রাক্কিত ব্যয়
ক।	প্রকৃত ব্যয়	৩৬,৮১১,৭১৯	৪৫,৭১০,০০০	৩১,৮৫১,৯৫৮	৪৫,৮২০,০০০
খ।	নির্মিত কর্মসূচি সংক্রান্ত ব্যয়	৭৫,৮২৫,২৪৭	১১৭,৫৫০,০০০	২০৭,৭১২,৫৭৬	১১৬,৫৫০,০০০
গ।	বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত ব্যয়	১১৮,৯৮৩,৫২১	৪২০,০০০,০০০	২৭১,০০০,০০০	৩৫০,০০০,০০০
ঘ।	নির্মিত অর্থিক ব্যয়	৬০,২০০,০০০	১১০,০০০,০০০	৪২,৭৫০,০০০	৫০,০০০,০০০
ঙ।	নির্মিত অর্থিক ব্যয়	২০,৫২৫,৮৮৪	২৫,৫২০,০০০	১২,১১১,৫৪৭	২৬,৭০০,০০০
চ।	সুদান ব্যয় (১)	৪,১৮০	১৩,৮০০,০০০	৩১,৯৮৩	২৩,০০০,০০০
	সুদান ব্যয় (২) (অফিস ভবন নির্মাণ)	১৪৫,০০০,০০০	২৫৫,০০০,০০০	১৪০,০০০,০০০	৭০,৫০০,০০০
	বিনিয়োগ (এফডিআর)	৫৫,০০০,০০০	৭৫,০০০,০০০	৭৫,০০০,০০০	৮০,০০০,০০০
	মোট (ক+চ)	৫০৩,৫৫০,৫৫১	২৪২,৪৮০,০০০	৬৮৭,৪৫৮,০৬৪	৭৫২,৪৭০,০০০
	সম্মত উদ্ধৃত/বাণিত	৩৬৪,৭৭৪,৭৫০	-	২৬০,৫৫৩,৫৬০	-
	সর্বমোট	৮৬৭,৮৮৫,০০০	২৪২,৪৮০,০০০	৯৪৮,০১১,৬২৪	৭৫২,৪৭০,০০০

ফাউন্ডেশনের গোল পোর্টফোলিও

ক্রমশঃ প্রকৃত ঋণ বিতরণ (৩০ জুন/২৫)	৮৭৩,০০০,০০০
ক্রমশঃ প্রকৃত ঋণ আদায় (৩০ জুন/২৫)	৫৭৯,৫৮৫,৬৯৪
ঋণ স্থিতি (৩০ জুন/২৫)	২৮৫,৪২২,৮৭৮
আবর্তক তহবিলে জমার স্থিতি (৩০ জুন/২৫)	২১৪,৫০৭,১২২


Md. Shahjahan
 Managing Director
 Bangladesh NGO Foundation


Iqbal Uddin Ahmed Chowdhury
 Chairman
 Bangladesh NGO Foundation



Mahfel Huq & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

The first registered accounting firm in independent Bangladesh



An independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail: info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

Independent Auditor's Report To the General Body of Bangladesh NGO Foundation Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of **Bangladesh NGO Foundation** ("the company"), which comprise the statement of Financial Position as at 30 June 2025, and the statements of Income & Expenditure, the statement of Changes in General Fund and the statement of Receipts & Payments for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 June 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with IFRSs, the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from



Mahfel Huq & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

The first registered accounting firm in independent Bangladesh



An independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail: info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of the audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act, 1994, we also report the following:

- a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief

Mahfel Huq & Co. is an independent member firm of AGN International, UK. AGN International is a worldwide association of separate and independent accounting & consulting firms. Each member of AGN operates under its own local or national name and remains autonomous.





Mahfel Huq & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

First registered accounting firm in independent Bangladesh



Independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail: info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appeared from our examinations of those books; and
- c) The statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Tariq Khan

Tariquzzaman Khan, FCA

Partner

ICAB Enrolment no. 0687

Mahfel Huq & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration no. CAF-001-133

DVC: 2512230687A5281250

Place: Dhaka

Date:

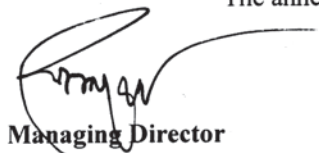
Mahfel Huq & Co. is an independent member firm of AGN International, UK. AGN International is a worldwide association of separate and independent accounting & consulting firms. Each member of AGN operates under its own local or national name and remains autonomous.



Bangladesh NGO Foundation
Statement of Financial Position
As at 30 June 2025

Particulars	Notes	Amount in Taka		
		30 June 2025	30 June 2024 Restated	01 July 2023 Restated
ASSETS				
Non-Current Assets		396,660,985	257,027,177	112,006,396
Property, Plant & Equipment	3.00	4,646,839	5,013,031	4,992,250
Work-in Progress (Office Building)	4.00	392,014,146	252,014,146	107,014,146
Current Assets		3,677,421,589	3,623,093,802	3,648,654,756
Advances, Deposits & Prepayments	5.00	29,168,558	29,851,658	29,851,658
Loan to POs	6.00	293,065,557	161,223,581	290,427,149
Cash and Cash Equivalents	7.00	368,455,899	571,773,633	331,256,287
Investment in FDR	8.00	2,292,127,000	2,803,970,000	2,948,621,722
Investment in Treasury Bill	9.00	614,618,107	-	-
Interest Receivable	10.00	79,986,469	56,274,930	48,497,940
Total Assets		4,074,082,574	3,880,120,979	3,760,661,152
FUND AND LIABILITIES				
Fund		4,073,944,575	3,879,938,478	3,760,275,506
General Fund	11.00	1,554,237,388	1,421,087,549	1,358,473,576
Endowment Fund	12.00	1,625,714,600	1,625,714,600	1,625,714,600
Revolving Fund	13.00	534,766,828	523,357,697	509,016,855
Gratuity Fund Account	14.00	-	-	20,030,433
BNF Office Bhaban Nirman Fund	15.00	359,225,760	309,778,632	247,040,042
Current Liabilities		138,000	182,501	385,646
Provision for Expenses	16.00	138,000	182,501	385,646
Total Fund and Liabilities		4,074,082,574	3,880,120,979	3,760,661,152

The annexed notes form an integral part of these financial statements.


Managing Director


Chairman

Signed as per our annexed report of even date.

Place: Dhaka
Date:




Tariquzzaman Khan, FCA
Partner
ICAB Enrolment No. 0687
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. CAF-001-133
DVC: 2512230687AS281250

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Income & Expenditure
For the year ended 30 June 2025

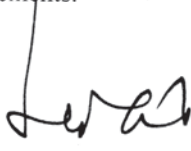
Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2024-2025	2023-2024 Restated
<u>INCOME</u>			
Income from FDR and Treasury Bill	17.00	286,190,681	189,538,212
Income from ICB AMCL Unit Fund		-	6,650,000
Grants Received from Government		50,000,000	50,000,000
Bank Interest on General Account		2,101,442	2,711,419
Service Charges		2,318,405	2,078,886
Training Fee Received from POs		193,005	34,600
Unexpected Grants Refunded from POs		79,235	52,082
Other Income		243,748	130,483
Total Income		341,126,517	251,195,682
<u>EXPENDITURE</u>			
Administrative Expenses	18.00	34,030,215	33,358,564
Office Rent		3,489,018	3,283,952
Telephone / Mobile Bill		469,414	356,526
Electricity Bill		416,898	406,159
Wasa Bill		118,612	75,016
Vehicle Insurance		302,257	335,550
Garage Rent		66,000	69,000
Income Tax Deducted At Source		1,555,143	893,308
VAT Deducted At Source		1,152,314	909,858
Land Development Fees		1,239	-
Bank Charge		265,776	165,273
Provision for Gratuity Fund		4,000,000	3,000,000
Grants Distribution to Partner NGOs		149,650,000	127,950,000
Monitoring Support Allowance		5,095,800	2,988,000
Grants Distribution Ceremony		132,199	169,796
Seminars / Workshop / Exhibitions / Symposiums		-	35,785
Discretionary Tahabil		125,000	60,000
Excise Duty (General Fund)		1,788,000	2,076,000
Team Building Workshop		1,131,155	762,025
Publications (Library & Documentation)		399,863	368,707
Trainning Expenses of NGOs Representative		911,733	555,649
Prize Distribution Ceremony		16,826	13,425
Audit Fee		124,500	234,750
Miscellaneous Expenses		15,850	17,050
Depreciation (Schedule-A)		400,461	438,430
Total Expenses		205,658,273	178,522,823



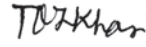
Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2024-2025	2023-2024 Restated
Transfer to Revolving Fund		2,318,405	2,078,886
Excess of Income over Expenditure		207,976,678	180,601,709
Loss on Sales of ICB AMCL Unit Fund		133,149,839	70,593,973
Net Excess of Income over Expenditure		-	(7,980,000)
		133,149,839	62,613,973

The annexed notes form an integral part of these financial statements.


Managing Director


Chairman

Signed as per our annexed report of even date.


Tariquzzaman Khan, FCA
Partner
ICAB Enrolment No. 0687
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. CAF-001-133
DVC: 2512230687AS281250

Place: Dhaka
Date: 23 DEC 2025



Bangladesh NGO Foundation
Statement of Changes in General Fund
For the year ended 30 June 2025

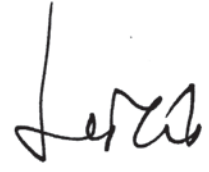
Particulars	Amount
Balance as on 1 July 2024	1,364,812,619
Excess of Income over Expenditure for the year:	133,149,839
Balance as on 30 June 2025	1,497,962,458

For the year ended 30 June 2024

Particulars	Amount
Balance as on 1 July 2023	1,309,975,636
Excess of Income over Expenditure for the year:	54,836,983
Balance as on 30 June 2024	1,364,812,619



Managing Director



Chairman

Place: Dhaka

Date: 23 DEC 2025



Bangladesh NGO Foundation
Statement of Receipts & Payments
For the year ended 30 June 2025

Particulars	Amount in Taka	
	2024-2025	2023-2024
<u>OPENING BALANCE</u>		
Cash in Hand	100,000	216,637
Cash at Bank	571,673,633	331,039,649
	571,773,633	331,256,286
<u>RECEIPTS</u>		
Interest on FDR (General)	262,484,142	181,761,222
Interest on Office Bhaban Nirman FDR	5,598,191	9,485,017
FDR Encashment of Office Bhaban Nirman	105,000,000	194,813,241
FDR Encashment (General)	2,698,970,000	-
Grants received from Government	50,000,000	50,000,000
Grants received from Government as Office Bhaban Nirman	42,500,000	52,500,000
Principle Amount Received from POs as Revolving Fund	139,158,024	231,203,568
Service Charges Received from POs	2,318,405	2,078,886
Bank Interest on SND Account	12,733,524	16,073,408
Training Fee Received from POs	193,005	34,600
Unexpected Grants Refunded from POs	79,235	52,082
Other Income	926,848	130,483
Total receipts	3,319,961,374	738,132,507
<u>TOTAL</u>	3,891,735,007	1,069,388,793
<u>PAYMENTS</u>		
Administrative Expenses	34,030,215	33,358,564
Office Rent	3,489,018	3,570,879
Telephone / Mobile Bill	469,414	356,526
Electricity Bill	449,063	409,626
Wasa Bill	128,948	70,767
Vehicle Insurance	302,257	335,550
Garage Rent	66,000	69,000
Income Tax Deducted At Source	1,555,143	893,308
VAT Deducted At Source	1,168,814	909,858
Land Development Fees	1,239	-
Bank Charge	368,196	267,633
Grants Distribution to Partner NGO's	149,650,000	127,950,000
Loan to Partner NGO's	271,000,000	102,000,000
Monitoring Support Allowance	5,095,800	2,988,000
Grants Distribution Ceremony	132,199	169,796
Seminars / Workshop / Exhibitions / Symposiums	-	35,785
Discretionary Tahabil	125,000	60,000
Excise Duty(General Fund)	1,793,000	2,076,000
Excise Duty(Office Bhaban Nirman FDR)	90,000	245,000
Team Building Workshop	1,131,155	762,025
Publications (Library & Documentation)	399,863	368,707



Particulars	Amount in Taka	
	2024-2025	2023-2024
Training Expenses of NGOs Representative	911,733	555,649
Prize Distribution Ceremony	16,826	13,425
Furniture Purchase	-	4,494
Computer & Accessories Purchase	34,269	454,717
Audit Fee	110,000	151,750
Expenses of Office Building Construction	140,000,000	145,000,000
T. Bill Purchase	614,618,107	157,500,000
Investment in FDR (General)	2,292,127,000	55,000,000
Gratuity Fund Provision	4,000,000	3,000,000
Transfer of Southeast Bank Ltd.	-	1,051
Miscellaneous Expenses	15,850	17,050
Total Payments	3,523,279,109	638,595,160
<u>CLOSING BALANCE</u>		
Cash in Hand	80,000	100,000
Cash at Bank	368,375,899	571,673,633
	368,455,899	571,773,633
TOTAL	3,891,735,007	1,210,368,793

Managing Director

Chairman

Place: Dhaka

Date: 23 DEC 2025





বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
০২২২৩৩১৫৩২৭-২৯, ০২২২৩৩১৫৩৩১

Web : www.bnf.gov.bd

E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshngofoundation